পঞ্চম বর্ষ

পঞ্চম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

• সম্পাদক •

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

প্রতি
সংখ্যার মূল্য
।।০

বার্ষিক
মূল্য সডাক

Contents

তর্জুমানুল হাদীছ

পঞ্চম বর্ষ—পঞ্চম সংখ্যা

১৩৭৪ হিঃ। বাং ১৩৬১ সাল।

বিষয়সূচী

	বিষয়ঃ—	লেখকঃ—	পৃষ্ঠা :—
১।	শ্রাবণ সন্ধ্যা (কবিতা)	আতাউল হক	১৬৯
২।	পাক-ভারতে ইছলামী বিপ্লবের প্রথম পতাকাবাহক আল্লামা ইছমাঈল শহীদ	মূল : প্রফেসর আবদুল কাইয়ূম, এম, এ ও „ মওঃ সৈয়দ আহমদ আকবরাবাদী, এম. এ। অনুবাদ : মোহাম্মদ আবদুর রহমান, বি, এ, বি, টি	১৭০
৩।	আযাদী উৎসব ও জাতীয় কর্তব্য	আবুল খইর মোঃ হবিবুর রহমান	১৭৪
৪।	মোহর্‌রমের শিক্ষা	অধ্যাপক আবদুল গণী এম, এ	১৭৮
৫।	মুহার্‌রম জিন্দাবাদ (কবিতা)	কাজী গোলাম আহমদ	১৮১
৬।	গ্রানাডার শেষবীর	সলিম (এম. এ)	১৮২
৭।	নারী শিক্ষা	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	১৮৫
৮।	সম্রাট আলমগীর	ইব্‌নে সিকন্দর	১৯৫
৯।	ইস্‌লাম (কবিতা)	খোন্দকার আবদুর রহিম	২০৪
১০।	বিশ্ব পরিক্রমা	সহকারী সম্পাদক	২০৫
১১।	সাময়িক প্রসংগ (সম্পাদকীয়)	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	২০৮
১২।	জম্‌ঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার	সেক্রেটারী	২১৩

খুলনা যিলার প্রসিদ্ধ আলেম জনাব মওলানা আহমদ আলী ছাহেবের বৃদ্ধ বয়সের দুইটি অবদানঃ

১। ছালাতে মোস্তফা বা আদর্শ নামায শিক্ষা।

ছহীহ্ হাদীছ মোতাবেক কলেমা, অযু, গোছল এবং যাবতীয় নামাযের বিশদ বর্ণনা ও প্রয়োজনীয় দোয়া দরূদ সম্বলিত প্রায় দেড়শত পৃষ্ঠার পুস্তক। মূল্য—১।০ মাত্র।

২। নিয়ত ও দরূদ সমস্যা বা বিতর্ক ও বিচার।

এই পুস্তিকায় হৃদয়গ্রাহী কথোপকথনের সাহায্যে হাদীছ ও ফিক্‌হশাস্ত্রের প্রমাণপুঞ্জী উদ্ধৃতিপূর্বক প্রচলিত নিয়মে নিয়ত ও দরূদ পাঠের অসারতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। মূল্য—।৵০ আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান : আল্-হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, পাবনা।

www.ahlehadeethbd.org

দেশব্যাপী ভয়াবহ বন্যা ও তদোদ্ভূত পরিস্থিতি

দেশবাসীর প্রতি পূর্ব-পাক জমঈয়তে আহলে হাদীছের সভাপতির

আবেদন।

——০ঃ()ঃ০——

সকলেই অবগত আছেন ব্যাপক আকারে দিগন্তবিস্তৃত ভয়াবহ প্লাবনের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় প্রতিটি জিলা এমন এক অভূতপূর্ব বিপর্যয়ের সম্মুখীন পাক ভারতের শতবর্ষের ইতিহাসে যাহার কোন নযির নাই। ব্রহ্মপুত্র ও যমুনায় অস্বাভাবিক জলস্ফীতির জন্য এই দুই নদী এবং তৎসংশ্লিষ্ট ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা, শীতললক্ষা এবং অতঃপর মেঘনায় এই মহাপ্লাবনের ফলে রঙ্গপুর, ময়মনসিংহ, বগুড়া, পাবনা, ঢাকা, ফরিদপুর এবং ত্রিপুরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। এই ৭টি জিলার কোটি কোটি বন্যা বিধ্বস্ত হতভাগ্য অধিবাসী আজ প্রায় দুই মাসাবধি যে অপরিসীম দুঃখ দুর্দশার ভিতর দিন যাপন করিতেছে তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। ৫ম সংখ্যায় তর্জুমানের সাময়িক প্রসঙ্গে এই সর্বনাশা বন্যার কিঞ্চিৎ বর্ণনা এবং উহার ক্ষয় ক্ষতির সামান্য আভাষ দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে। দৈনিক সংবাদপত্রসমূহে বিস্তৃততর বর্ণনা প্রত্যহই বাহির হইতেছে।

এই ভয়ঙ্কর ও বিভীষণ বন্যার কবলে নিপতিত আর্তমানবতার ক্রন্দন রোলে আজ আকাশ বাতাস মথিত, সাম্বাৎসারিক খাদ্য শষ্য—আউস ও আমন ধান এবং অর্থ ফসল পাটের প্রায় সামগ্রিক বিধ্বস্তিতে অগণিত মানব সন্তান আজ দিশাহারা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়, অভূতপূর্ব নৈসর্গিক বিপর্যয়ে লক্ষ লক্ষ ভাগ্যাহত লোক আজ বাস্তুহারা, সহায়-সম্বলহীন পথের ভিখারীতে পরিণত! বন্যাশেষে পানি অপসরণের সঙ্গে সঙ্গে অনাহার অর্ধাহারে জর্জরিত এই বিপর্যস্ত মানুষ দলে দলে মহামারীর কবলে নিপতিত হওয়ার আশঙ্কায় প্রহর গণনায় রত।

পূর্ব-পাকিস্তানের এই অভাবিত বিপর্যয় ও অকল্পনীয় দুর্দশা স্বাভাবিকভাবেই সমগ্র পাকিস্তানকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকটি বেসরকারী সাহায্য সমিতি আর্তমানবতার দুঃখ নিবারণে উৎসাহজনক সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কতিপয় বৈদেশিক রাষ্ট্র বিশেষ করিয়া আমেরিকা ও তুরস্ক হইতে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে এবং আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থা, প্রভৃতির পক্ষ হইতে প্রচুর খাদ্য দ্রব্য, পোষাক পরিচ্ছদ ও ঔষধপত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু তবু বলিতে হইবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এবং অবর্ণনীয় দুর্দশার তুলনায় উহা মোটেই যথেষ্ট নহে। এই প্রদেশের প্রতি ইলাকার সামর্থবান ব্যক্তিদের এই অভাব মিটানর দায়িত্ব যথা সম্ভব গ্রহণ করিতে হইবে। তদুপরি বিভিন্নসূত্রে প্রাপ্ত সাহায্য যাহাতে সুষ্ঠুভাবে প্রকৃত হকদারদের মধ্যে যথাযথভাবে বিতরিত হয় সেদিকেও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এইসব ব্যাপারে স্থানীয় বেসরকারী প্রচেষ্টার তীব্র প্রয়োজনীয়তা এবং তাঁহাদের খেদমতের যথেষ্ট মূল্য ও উপযুক্ত সুযোগ রহিয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

আজ দেশবাসীর এই নিদারুণ প্রয়োজন মুহূর্তে আপনাদের দীনাতিদীন এই নগণ্য খাদেম রোগ-শয্যায় পড়িয়া থাকিয়া রোগ যাতনার দুর্বহ কষ্ট অপেক্ষা দেশব্যাপী অন্তহীন দুর্দশার মর্মান্তিক কাহিনী শুনিয়া বৃহত্তর বেদনা ও তীব্রতর মর্মযাতনায় কেবলি ছটফট করিয়া মরিতেছে। পূর্ব-পাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের স্বল্প সংখক কর্মীবৃন্দ তাঁহাদের নিজ নিজ গুরুভার দায়িত্ব ছাড়াও এই আহ্‌করের উপর ন্যাস্ত কর্তব্যসমূহ আন্‌জাম দেওয়ার চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছেন। তবু বেসরকারী রিলিফ কমিটির মারফত অর্থ সাহায্য আদায় ব্যাপারে সরকারী নিষেধাজ্ঞার বার্তা শ্রুতিগোচর নাহইলে হয়ত এই অবস্থাতেও তাঁহারা তাঁহাদের সীমাবদ্ধ শক্তি লইয়া কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বন্যা উপদ্রুতদের দুঃখ দুর্দশার অন্ততঃ কথঞ্চিৎ লাঘবের প্রায়স পাইতেন।

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে দেশবাসী এবং বিশেষ করিয়া আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন মুছলিম ভ্রাতৃবৃন্দের খিদমতে আমাদের দুইটি আবেদন রহিয়াছে। প্রথম প্রাদেশিক সরকারের তত্ত্বাবধানে জিলার সদর এবং মহকুমা শহরে যে সব রিলিফকেন্দ্র খোলা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে খোলা হইবে, তাহাদের সহিত সর্বোপায়ে সহযোগিতা করার জন্য প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তিকে আগাইয়া আসিতে হইবে। প্রত্যেক রিলিফ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী এবং রিলিফ সাব-কমিটির মেম্বরদের সহিত সাক্ষাত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া প্রতি ইলাকার প্রকৃত দুস্থদের তালিকা, বিধ্বস্থ গৃহের সংখ্যা, বিনষ্ট ফসলের হিসাব, অর্থ, খাদ্য ও বস্ত্র সাহায্যের পরিমাণ এবং নূতন বপনযোগ্য শষ্যের বীজ বা চারার তথ্য প্রদান এবং উহা যথাসম্ভব আদায়ের চেষ্টা করিতে হইবে। মহামারী প্রতিরোধের জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে দেশবাসী যাহাতে উহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে সেদিকে লক্ষ রাখিতে হইবে। কলেরা, টাইফয়েড্‌ প্রভৃতির টিকা নিজেরা লইতে হইবে এবং সকলকে বুঝাইয়া উহা লওয়ার জন্য উৎসাহিত করিতে হইবে আর বন্যা প্লাবিত অথবা বন্যার কবল হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত সমস্ত ইলাকার প্রত্যেক সামর্থবান ব্যক্তিকে যার যার সাধ্যানুসারে অর্থ, খাদ্য ও বস্ত্র সাহায্য লইয়া স্বেচ্ছায় আগাইয়া আসিতে হইবে। এই সাহায্য সরকারী রিলিফ ফণ্ডে সরাসরি প্রেরণ অথবা জমা দেওয়া যাইতে পারে।

দ্বিতীয়, বন্য উপদ্রুত এবং বন্যা হইতে রক্ষিত সমস্ত ইলাকার মুছলিম ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি আমাদের বিশেষ আরয এইযে, আপনারা প্রত্যেক মছজিদে সম্মিলিতভাবে এই দুরন্ত বন্যার সর্বগ্রাসী পানির দ্রুত অপসরণ, দুর্দশার কবল হইতে আশু মুক্তি এবং আশংকিত মহামারীর আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য রহ্‌মানুর রহীম আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা ও আকুল আবেদন জানাইবেন। কারণ শুধু মানবীয় চেষ্টা ও সাধ্য সাধনায় নহে একমাত্র আল্লাহর রহম ও করমের ফলেই আপন আচরণ ফলে দুর্দশাগ্রস্ত আজিকার এই প্লাবন বিপর্যস্ত হতভাগ্য মনুষ্যকুল তাঁহার ক্রোধরূপ এই সর্বধ্বংসী প্লাবনের কবল হইতে রক্ষা পাওয়ার আশা করিতে পারে।

সদর দফ্‌তর : পাবনা
৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪ ইং।

আহ্‌কর—
মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী,
সভাপতি, পূর্ব-পাকিস্তান জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

পঞ্চম বর্ষ—পঞ্চম সংখ্যা

শ্রাবণ-সন্ধ্যা

—আতাউল হক

রক্ত-রবি অস্ত গেল অস্তাচলের মস্ত চূড়ে';
সিক্ত-ঘন অন্ধকার আজ এল নেমে বিশ্ব জু'ড়ে!
ছন্দ-তালে বৃষ্টি পড়ে, সৃষ্টি বিভোল উদাস সুরে;
রিক্ত বেশে বিশ্ব যেন দাঁড়ায় এসে তেপান্তরে!
বাতায়নে নামাজ পড়ি, দাদুর ডাকে ক্ষেতের ধারে;
দিব্য জ্যোতি দেখ্‌লাম আমি শ্রাবণ-সিক্ত অন্ধকারে!
নিখিল বিশ্ব কৃষ্ণ কুন্তল ছড়িয়ে তা'র পৃষ্ঠ 'পরে
আজকে ঘন শ্রদ্ধা নিয়ে সেজ্‌দায় যেন রইল প'ড়ে!
দাদুর-কণ্ঠে ঝঙ্কৃত আজ "আল্লাহু" রব্ কোরাস্ সুরে!
মুক্ত হেসে স্নিগ্ধ বেশে কে বেড়ায় রে বিশ্ব জু'ড়ে—
গগন-তীরে, সিন্ধু-নীরে, ক্ষেতের আড়ে, বৃক্ষ-শিরে,
দু'চোখ আমার যাচ্ছে যেথায় শ্রাবণ-ধারার বক্ষ চি'ড়ে!
জীবন ভ'রে
খুঁজ্‌লাম যা'রে পেলাম তা'রে শ্রাবণ-সন্ধ্যার অন্ধকারে!

———০:)(::)(:০———

www.ahlehadeethbd.org

পাক-ভারতে ইছলামী বিপ্লবের প্রথম পতাকাবাহক
আল্লামা ইছমাঈল শহীদ

ইছলাম জগতকে সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক, তামাদ্দুনিক এবং সামরিক ক্ষেত্রে ঐশ্বরিক বিধানের নূতন ব্যবস্থা পত্র প্রদান করেছে। অবশ্য ইছলামের এ অবদান সম্পূর্ণ অভিনব জিনিষ নয়। আদম, নূহ, ইব্রাহীম, মুছা, ইছা প্রভৃতি পয়গম্বরগণের প্রচারিত বাণীর উন্নততর, স্পষ্টতর ও পূর্ণ বিকশিত সংস্করণের নামই ইছলাম। রছুল মোহাম্মদ (দঃ) প্রচার ক'রে গিয়েছেন সেই একই বাণী যে বাণী আল্লার তওহীদের বিশ্বাসকে কেন্দ্র ক'রে শান্তির প্রতিশ্রুতি জগৎকে শুনিয়েছে। এক আল্লাহর উপর অটল বিশ্বাস আর অন্যসব কিছুর অস্বীকার—এই হচ্ছে ইছলামী শিক্ষার ভিত্তি প্রস্তর। পবিত্র কোরআন এই তওহিদের উপর জোর দিয়েছে সব চাইতে বেশী। রছুলুল্লাহ (দঃ) যতগুলো যুদ্ধে যোগদান করতে বাধ্য হয়েছিলেন সে সবই ছিল এই মতবাদ প্রচারের অধিকার সংরক্ষণের জন্য।

কিন্তু ইছলামী খেলাফত অথবা মুছলিম সাম্রাজ্যের সীমানা যতই বৃদ্ধি পেতে লাগল ততই ইছলামী আকিদায় বিদেশীয় এবং বিজাতীয় ভাবধারার সংমিশ্রণ ঘটতে লাগল। বিভিন্ন দেশের যে সব লোক দলে দলে ইছলাম কবুল করল, তাদের অনেকেই সহজে তাঁদের পুরাতন রীতিনীতি এবং কুসংস্কারগুলো ভুলতে পারল না। ফল হল মারাত্মক। কোরআনে প্রচারিত এবং রছুলের (দঃ) ব্যাখ্যাত তওহীদবাদ নিষ্কলুষ থাকতে পারল না। দলীয় অনুভূতি এবং মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা বেদআতী প্রবণতা এবং নায়কপূজার প্রবৃত্তি এনে দিল। এই মনোবৃত্তি গুরুভজা এবং কবরপূজার রেওয়াজ জন্ম দিল। কালক্রমে মুছলিম জনগণ তওহীদের আসল স্বরূপ বিস্মৃত হ'ল। এমনি ভাবে কুফরী মনোবৃত্তি এবং ভ্রান্ত নীতির উদ্ভব ঘটল।

প্রতি যুগেই বেশ কিছু সংখ্যক আলেম এবং সংস্কারক মুছলমানদেরকে এ পথ ভ্রান্ত পথ থেকে—ফিরিয়ে আনতে চেষ্টিত হয়েছেন এবং বেদ্‌আত ও কুফ্‌র বর্জিত অবিমিশ্র ইছলামের পুনরুদ্ধারের জন্য শ্রম সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। এই পূত চরিত্র মহান ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বাগ্রে উমর ইবনে আবদুল আযীযের নাম উল্লেখ করতে হয়। এ ব্যাপারে চিরস্মরণীয় মহান ইমামবৃন্দ এবং সুপ্রসিদ্ধ হাদীছবেত্তাগণের মহামূল্য অবদানের কথাও আমরা অস্বীকার করতে পারিনা। প্রতি যুগে প্রতি দেশে ইছলামের জন্য উৎসৃষ্ট প্রাণ এমন বহু নির্ভীক কর্মী জন্ম নিয়েছেন যারা তওহীদের খালেছ শিক্ষা এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) অবিমিশ্র ছুন্নতের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বৃহত্তম ত্যাগ স্বীকার করে গিয়েছেন। কোন বাধা কোন বিপদ আপদেই তাঁরা তাদের পবিত্র ব্রত থেকে স্খলিত হননি কিম্বা এক পদ হটে আসেননি। মহা প্রতাপশালী সম্রাটের রোষকষায়িত লোচন ও ক্রোধগর্জন তাঁদেরকে বিন্দুমাত্র সন্ত্রস্ত করতে পারেনি। স্বার্থান্ধনেতা ও উত্তেজিত জনতার বিপুল বাধা ও ক্রোধবহ্নি তাঁদের অগ্রগতিকে ব্যাহত করতে সমর্থ হয়নি। এই যোদ্ধা-বীর পুরুষের দল তওহীদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কাজে দুঃখ ভোগ ও ক্লেশ স্বীকারে আনন্দ অনুভব করতেন, অগ্নির লেলিহান শিখায় পুষ্পের হাসি ফুটিয়ে তুলতেন। ইমাম চতুষ্টয়, ইমাম বুখারী, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইবনে হযম প্রভৃতির সীমাহীন ধৈর্য এবং অতুলনীয় আত্মত্যাগের কথা কে অস্বীকার করতে পারে? মুজাদ্দিদে আলফে ছানি, শাহ ওয়ালিউল্লাহ এবং শাহ ইছমাঈল শহীদের দুঃখ ভোগ ও মর্ম যাতনার কথাও আমাদের নিকট এখন মোটেই অজানিত বিষয় নয়।

মুছলিম সংস্কারকের কর্তব্য অতি স্পষ্ট, তাঁর চলার পথ অত্যন্ত পরিষ্কার। তিনি নবী নন, কিন্তু সুদূর-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রসারী দৃষ্টি এবং সূক্ষ্ম বিচারশক্তির অধিকারী ; তিনি নির্ভীক, স্পষ্টবাদী, সুষ্ঠু বিবেকসম্পন্ন, বুদ্ধিদীপ্ত—এবং যোগ্য নেতৃত্বদানের উপযুক্ত। নবী বা রছুল আছমানী নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত হন, আর ধর্মের সংস্কারক তাঁকেই নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ—করে চলেন। সংস্কারক সর্বপ্রথম তাঁর কাজের পরিমাপ ক'রে নেন। তিনি প্রথমেই তাঁর পরিবেশকে বুঝতে চেষ্টা করেন তৎপর তাঁর কার্যক্রম নির্ধারিত করেন। তাঁর প্রাথমিক কর্তব্য জনগণের মনোভাবের পরিবর্তন সাধন, এই আত্মিক বিপ্লব কর্ম্মজগতে বৃহত্তর বিপ্লবের পথকে প্রশস্ত ও সহজসাধ্য ক'রে তোলে। তিনি তাঁর মতবাদকে চতুর্দিকে প্রচারিত ও কর্ম্মক্ষেত্রকে প্রসারিত করতে থাকেন। তিনি তন্ময়মনে তাঁর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি সমাজের বদ্ধমূল কুসংস্কার, নবোদ্ভাবিত কার্যকলাপ এবং অন্যায়ের মূলোদেশে আঘাত হেনেই ক্ষান্ত হননা, খালেছ ইছলামী শাসন প্রতিষ্ঠা দ্বারা দুনিয়ায় আল্লাহর রাজত্ব কায়েম ও ইলাহী বিধান বলবৎ করার প্রয়াস পেয়ে থাকেন। এজন্য কোন স্বার্থত্যাগ ও আত্মবিসর্জনেই তিনি পশ্চাৎপদ হন না—আত্মবলিদানে তিনি সদা প্রস্তুত থাকেন।

আমরা এখন ভারতে ইছলামী ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছি। এটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলেও সত্য যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা হিসেবে ভারতে ইছলামের আবির্ভাব ঘটে সোজা ইছলামের জন্মস্থান আরবভূমি থেকে নয়, খাইবার গিরিপথের মধ্যস্থতায়। অষ্টম শতাব্দীর—প্রথমভাগে সিন্ধুতে যে আরব শাসনের সূত্রপাত হয় তার প্রভাব ক্ষণস্থায়ী এবং অ-ব্যাপক প্রমাণিত হয়। ভারতের উত্তর পশ্চিম দিক থেকে যে সব মুছলিম বিজয়ী এখানে এসে শাসন কর্তৃত্ব দখল করেন, তাঁরাই এ দেশে সুগভীর ছাপ রেখে যান। [অতি অল্প সংখ্যক ব্যতিক্রম ছাড়া এই সব শাসকবৃন্দ নিজেরাই ইছলামী শিক্ষার সঙ্গে পরিচয় লাভের সুযোগ অতি অল্পই পেয়েছিলেন। এদেশে যারা মুছলমান হলো তারাও ইছলামকে সঠিকভাবে বুঝবার বিশেষ মওকা পেল না।। ধর্মের মূল উৎস—কোরআন ও হাদীছ এদের ধরা ছোওয়ার বাইরে এবং তার অর্থ ও তাৎপর্য তাদের উপলব্ধির ঊর্ধেই রয়ে গেল। ইছলাম ভারতে তার অনাবিল ও অবিমিশ্র প্রকৃতি হারিয়ে ফেলল। কুফরী অনাচার ও মুশ্‌রেকানা মতবাদ ক্রমেই মুছলিম সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হতে লাগল, অবশেষে সম্রাট আকবরের সময়ে দেশ গোমরাহীর শীর্ষচূড়ায় পৌঁছে গেল।

মোগল আমলের শেষ অধ্যায়ে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিষ্ক্রিয়তা, স্বার্থান্ধ আলেম সমাজের সঙ্কীর্ণতা এবং ইছলামের স্বার্থচিন্তার প্রতি বাদশাদের নিলিপ্ততার ফলে মুছলিম সমাজে অবাধ দুর্নীতির বন্যা প্রবাহিত হ'ল। জনসাধারণ ছিল অজ্ঞ, শাসক এবং পণ্ডিতগণও ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি কর্তব্য বোধ হারিয়ে ফেলেছিল। সুতরাং কুফরী কার্য্যকলাপে দেশ—ভরে গেল ; নযর মা'নত, দরগা ও অলি দরবেশের কবর স্থানে তীর্থ ভ্রমণ, পীর পূজা এবং বহুরূপী বেদ্‌আতি অনুষ্ঠান সমাজের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হ'ল। গণমানস থেকে তওহিদের ইসলামী ধারণা অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহই আমাদের স্রষ্টা, আহারদাতা, প্রতিপালক এবং ব্যবস্থাপক—এই বিশ্বাস অন্তর্হিত হ'ল। বাস্তব জীবনে মুছলিম ও অমুছলিমের পার্থক্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, তারা শুধু নামে মুছলমান রয়ে গেল কিন্তু মুছলিম সমাজের সমস্ত প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভাবে অনৈছলামি রূপ গ্রহণ করল, সামাজিক জীবনের রীতিনীতি এবং ব্যক্তিগত আচরণ ও চালচলনে তারা হিন্দু বনে গেল, রাজদরবারের বিলাস ও আড়ম্বরপ্রিয় জীবন রাজ শক্তির প্রাণধর্ম ও সারবস্তু খেয়ে ফেলল। মূর্খতা এবং অযোগ্যতা শাসকদের ভূষণে পরিণত হ'ল, অবিচার, অত্যাচার ও ক্ষমতার অপব্যবহার সর্বত্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সত্য কথা এই যে, এ সময় শুধু ভারত নয়, সমগ্র মুছলিম জগত অমানিশার গাঢ় অন্ধকার এবং অজ্ঞতার অতল গহ্বরে ডুবে—দিয়েছিল।

হতভাগ্য সমাজের ঠিক এই পতন অবস্থায়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দিল্লীতে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (১১১৪—১১৭৬ হিঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। ভারতের বিশাল মুছলিম সাম্রাজ্য তখন একে একে ইউরোপীয় বণিকশক্তির দখলীভূত হচ্ছে! জীবনের প্রতি স্তরে অবনতি ও নীতিহীনতা মুছলিম সমাজের জীবনী শক্তিকে নিঃশেষ ক'রে দিচ্ছে! এই সর্বাত্মক অবনতি এবং সর্বব্যাপক নীতিহীনতার যুগে কি করে এমন অদ্ভুত প্রতিভাশীল ও অসাধারণ মণীষাসম্পন্ন এই কর্মকুশল মহাসংস্কারকের জন্ম সম্ভব হল সে এক পরম বিস্ময়কর ব পার। তাঁর সুবিস্তৃত রচনাবলী এবং সুগভীর পাণ্ডিত্যের কথা চিন্তা করলে প্রত্যেক পাঠককে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। এই অদ্ভুত প্রতিভাদীপ্ত মণীষী জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় সে—যুগের প্রতিটি প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন এবং প্রত্যেকটি বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেছেন।

তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত উঁচুদরের সমালোচক, তাঁর সমালোচনায় মৌলিক চিন্তা, সূক্ষ্ম বিচারশক্তি এবং অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় সুপ্রকট। তিনি তাঁর বিভিন্ন লেখায় সে যুগের ক্ষীয়মান মুছলিম সমাজের সঠিক চিত্র তুলে ধরেছেন এবং তৎকালীন সমাজ ও ব্যক্তি-জীবনের বিভিন্ন স্তরে অনুপ্রবিষ্ট বিজাতীয় উপকরণগুলোকে চোখে আঙুল দ্বারা দেখিয়ে দিয়েছেন। বিভিন্ন মযহবী মতবাদ এবং ইমামদের অন্ধ অনুসরণের ভেতর যে মনোবৃত্তি তিনি ক্রিয়াশীল দেখতে পেয়েছেন, তা বিদগ্ধ ভাষায় আলোচনা করেছেন।

তিনি সফলতার সঙ্গে পরবর্তী যুগের বিদ্বজ্জন এবং চিন্তাচর্চাকারীদের নির্জীব মানসিকতার — রোগ নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছেন। যে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি ইছলামী সমাজের স্বয়ং সম্পূর্ণ সুদৃঢ় একক গৃহটিকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলেছে, তিনি নির্ভীক হৃদয়ে বলিষ্ঠ লেখনীর সাহায্যে তার তীব্র নিন্দা প্রচার করেছেন। যে সব ধর্মীয় নেতা মুছলিম সমাজকে বিভ্রান্তির মাঝে নিক্ষেপ করেছেন, — তাঁদের উপরও সুতীব্র আঘাত হানতে তিনি এতটুকু দ্বিধাবোধ করেননি।

মুছলিম সমাজে যত প্রকার অন্যায় ও অনাচার আত্মপ্রকাশ করেছিল শাহ ওয়ালীউল্লাহ তার প্রত্যেকটির বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করলেন এবং জীবনের প্রত্যেক স্তরের সকল শ্রেণীর লোক—আলেম, ছুফী, রহস্যবাদী, মা'রেফতপন্থী, দার্শনিক, শিল্পী, ব্যবসায়ী, সৈনিক এবং সমগ্রভাবে সমস্ত জাতিকেই সম্বোধন ক'রে তিনি তাঁর অমর বাণী প্রচার করলেন। তাঁর চাবুক সদৃশ লেখনীর কশাঘাত থেকে কেউই বাদ গেলনা। তিনি নিজে তাঁর সুগভীর জ্ঞানের বলে যা' দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন পরিণাম ভয়ে মোটেই ভীত না হয়ে তা' নির্ভীক হৃদয়ে বজ্রগম্ভীর ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তিনি ঘোষণা করলেন, আজমীঢ় অথবা অন্যকোন স্থানের সমাধি মন্দিরের উদ্দেশ্য তীর্থ ভ্রমণ, নযর মানত, প্রার্থনায় ওলী দরবেশদের সাহায্য আহ্বান এবং মৃত আত্মার মধ্যস্থতায় আল্লাহর সাহায্য ভিক্ষা, প্রভৃতি মূর্তি পূজারই নামান্তর মাত্র।

এতদিন পবিত্র কোরআন সাধারণ লোকের নিকট শীলমোহরযুক্ত এক অজ্ঞানিত-গর্ভ পুস্তক রূপেই বিরাজমান ছিল। তিনিই ভারতের সর্বপ্রথম মুছলিম যিনি অন্তর দিয়ে অনুভব করলেন দেশের অধিবাসীবর্গের কথিত ও বোধগম্য ভাষায় পবিত্র গ্রন্থ অনূদিত হওয়া একান্তভাবে প্রয়োজন। এই উপলব্ধির পরই তিনি কোরআন মজীদের অনুবাদ পারস্য ভাষায় প্রকাশ করলেন। জনগণকে কোরআনের শিক্ষা ও পয়গামের সংগে সুপরিচিত করার এটাই ছিল সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা। এরপর তাঁর পুত্রগণের চেষ্টা ও শ্রমের ফলে কয়েকটি অনুপম উর্দু অনুবাদও প্রকাশিত হয়।

যে আদর্শ ও নীতির দ্বারা শাহ ওয়ালীউল্লাহ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তা' তাঁর মৃত্যুর পর অবলম্বনহারা ও বিনষ্ট হয়নি। তাঁর মহাপ্রয়াণের পর বিশুদ্ধ কোরআনী নীতি এবং হাদীছী পদ্ধতির অনুসরণে মুছলিম সমাজের পুনর্জাগরণ প্রচেষ্টার গতিধারা তাঁর চার পুত্র, বিশেষ করে মুহাদ্দিছ শাহ আবদুল আযীয

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কর্তৃক অব্যাহত রাখা হয়েছিল।

দেশের বুকে আল্লাহর সার্বভৌম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মত উপযুক্ত পরিবেশ ও ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়ার সূচনায় শাহ ওয়ালীউল্লাহর পৌত্র শাহ ইছমাঈল (১১৯৩—১২৪৬ হিঃ) দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিপুল মনীষার পারিবারিক ঐতিহ্যে তিনি প্রতিপালিত হন এবং এই পরিবেশই ইছলামকে উহার নিষ্কলুষ প্রাথমিক আকারে পুনর্জীবন দানের জলন্ত বাসনা তাঁহার হৃদয়ে ক্ষেত্রে উপ্ত ক'রে দেয়।

শাহ ইছমাঈলের পিতা শাহ আবদুল গণী ইছলামী শাস্ত্র, ধর্ম বিজ্ঞান ও ছুফী তত্ত্বে মহা পণ্ডিত ছিলেন। শিশু ইছমাঈল তাঁর পিতার পাদপদ্মে—বসেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু বাল্যকালেই তাঁর ওয়ালেদ মাজেদের মৃত্যু ঘটায় তিনি তাঁর যশস্বী পিতৃব্য মুহাদ্দিছ শাহ আবদুল আযীযের কর্তৃত্ব ও পরিচালনাধীনে এসে যান। শাহ আবদুল আযীয শাহ ইছমাঈলের ন্যায় একজন প্রতিশ্রুতি শীলএবং সম্ভাবনা-সমুজ্জ্বল ছাত্রকে পেয়ে পরম সন্তোষে লাভ করেন। তিনি যেমনি ছিলেন মেধাবী তেমনি বুদ্ধিমান। ফলে স্বভাবতঃই তিনি অতি অল্প সময়ে শুধু ধর্মবিজ্ঞান ও ইছলামী শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করলেন না, যুগের অন্যান্য বিজ্ঞানেও যথেষ্ট দখল লাভ করলেন। তাঁর জীবনীকাররা এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, ধর্মবিজ্ঞান ছাড়াও তিনি দর্শন ও গণিত শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। ভূগোলের প্রতি তার আকর্ষণ এত বেশী ছিল যে, তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভারতের মানচিত্রের উপর নিবিষ্ট মনে ঝুঁকে পড়ে থাকতেন।

আল্লাহ তাঁর কলমে যেমন সাবলীল গতি সঞ্চারিত করেছিলেন তেমনি তাঁর রসনায় এনায়েত করেছিলেন শক্তিশালী ও চিত্তাকর্ষক ভাষা। তিনি অত্যন্ত কঠিনহৃদয় এবং নির্বিকারচিত্ত উদাসীন ব্যক্তিদের উপরও প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন। আল্লাহর নাম গৌরবান্বিত ও ইছলামের পতাকাকে উর্ধে তুলে ধরার জন্য তাঁর অন্তরে তীব্র বাসনার আগুন জ্বল জ্বল করে জ্বলত আর যারা তাঁর সংস্পর্শে আসত তাঁদের অন্তরেও এ অগ্নিশিখার ছোঁয়াচ লেগে যেত।

এক বিরাট বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্বভার তাঁকে গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং তিনি শুধু সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জনেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেননা। তাঁকে হতে হবে একজন সত্যিকারের কাজের লোক।—তাই তিনি সর্বপ্রকার সামরিক কুচকাওয়াজে পূর্ণ পারদর্শিতা লাভ করলেন। তিনি একজন উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী, অব্যর্থ লক্ষভেদী, নির্ভীক বল্লমধারী এবং সুদক্ষ মল্ল-যোদ্ধায় পরিণত হলেন। তিনি এমন চমকপ্রদ সাঁতারু ছিলেন যে, অনেক সময় তিনি যমুনা সাঁতরিয়ে দিল্লী থেকে সুদূর আগ্রায় চলে যেতেন আবার সেখান থেকে সাঁতরিয়ে দিল্লী ফিরতেন। কঠোরতা ও কষ্টসহিষ্ণুতার প্রতি তিনি এত অনুরাগী ছিলেন যে, ইচ্ছে ক'রে গ্রীষ্মের অগ্নিবর্ষী সূর্য্য কিরণে দিল্লীর জামে মছজিদের উত্তপ্ত প্রস্তর প্রাঙ্গণে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পদচারণা করতেন। ধৈর্য্যগুণ ও সহিষ্ণুতার ক্ষমতা অর্জনের জন্য তিনি রাত্রির পর রাত্রি অভুক্ত ও অনিদ্রায় কাটিয়ে—দিতেন।

—আগামীবারে সমাপ্য।

মূল : প্রফেসর আবদুল কাইয়ুম, এম, এ ও মওলানা সৈয়েদ আহমদ আকবরাবাদী, এম, এ।

অনুবাদ : মোঃ **আবদুর রহমান**, বি-এ, বি-টি

www.ahlehadeethbd.org

আযাদী উৎসব ও জাতীয় কর্তব্য

—আবুল খইর মোঃ হবিবুর রহমান

দেখিতে দেখিতে ৭টী বৎসর কাটিয়া গেল। দুইশত বৎসরের পরাধীনতার দুঃসহ শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্ট লাইলাতুল কদরের পুণ্য রাত্রে আমরা আল্লাহর নব রহমতের অমিয় ধারায় স্নাত হইয়া শুদ্ধ ও বুদ্ধ অবস্থায় আমাদের চির কাম্য আযাদীর নিয়ামত ডালি সানন্দ আগ্রহে গ্রহণ করিয়াছি। এই শুভদিনকে স্মরণীয় ও বরণীয় দিন রূপে গ্রহণ করিবার জন্য আমরা বিচিত্ররূপে ও বিবিধ পদ্ধতিতে আনন্দ উৎসবের আয়োজন করিয়া থাকি, আমাদের গৃহ ও বাড়ীকে আলোক সজ্জার উজ্জ্বল আভরণ পরাইয়া থাকি। এই উপলক্ষে রং বেরং এর খেলাধূলা, বাজি পোড়ান, কবিতা আবৃত্তি, সঙ্গীত জলসা ও নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থার দ্বারাও আমাদের উল্লসিত হৃদয়ের আনন্দ অভিব্যক্তি করিয়া থাকি!

কিন্তু যে উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের দাবী উত্থিত হইয়াছিল, হিন্দু ও ইংরাজের অশুভ আঁতাতের শত বাধা ও বিভীষিকা ঠেলিয়া সাফল্যের পথে এই সংগ্রাম পরিচালিত হইয়াছিল এবং যে আদর্শের রূপায়ণের জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে ও পরে আমাদের প্রাণপ্রিয় লক্ষ লক্ষ মা বোনের পবিত্র ইয্যত ধূলায় লুটাইয়া দিতে হইয়াছিল আযাদী দিবসের সোনালী প্রভাতে আমরা উহার কতটুকু স্মরণ করিয়া থাকি? আমাদের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও শাশ্বত আদর্শের কথা হৃদয়ে কি পরিমাণ স্থান দিয়া থাকি?

একটা জাতির জীবনে ৭ বৎসর অতিতুচ্ছ সময় রূপে পরিগণিত হইবে। কিন্তু উহার কর্মফল তুচ্ছ নয়। যাত্রার সূচনায় জাতির তথা রাষ্ট্রের নির্ভুলনীতি অথবা ভ্রান্তি, কৃতিত্ব অথবা অকৃতিত্বের পরিণাম সুদূর প্রসারী হইতে বাধ্য। গোড়ার মারাত্মক ধরণের কোন ভুলে, ক্ষণিকের অসাবধানতায় কিম্বা কর্তব্য অবহেলায় আমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবনের অগ্রগতি ভীষণভাবে ব্যাহত অথবা ভ্রান্তপথে পরিচালিত হইতে পারে। এই জন্য আমাদের রাষ্ট্রনায়ক, রাজ কর্মচারী এবং দেশ বরেণ্য নেতৃবৃন্দের লক্ষ্যপানে দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ রাখা, সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র-যন্ত্রকে চালু রাখা এবং সঠিক পথে জনগণকে পরিচালিত করার জন্য সর্ব উপায়ে সাবধানতা অবলম্বন একান্তভাবে প্রয়োজন। জনগণেরও সতর্ক প্রহরীর মত তাঁহাদের উপর দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্তব্য।

ক্ষমতায় আসীন শাসকগোষ্ঠি, ইংরাজী শিক্ষিত রাজকর্মচারী এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের অধিকাংশের মনে পাকিস্তানের—মৌলিক আদর্শের প্রতি অকপট মমত্ববোধ বড় একটা পরিলক্ষিত হয় না। আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার এবং উহার রূপায়ণের জন্য আন্তরিক আগ্রহশীলতার পরিবর্তে যেন-তেন-প্রকারেণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত—থাকিয়া কর্তৃত্বের অবাধ ব্যবহার এবং নিরন্তর সুবিধা-ভোগের জন্যই ইঁহারা তাঁহাদের বৃহত্তর শক্তি ব্যয় করিয়া থাকেন। আর নেতাদের মধ্যে যাঁহারা অদৃষ্টবৈগুণ্যে বহু আকাঙ্খিত ক্ষমতার নাগাল ধরিতে পারেন নাই, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ দিন পরেও যাঁহারা এখনও অপ্রতিষ্ঠার শাখায় শাখায় ঝুলিয়া বেড়াইতেছেন এবং জনসাধারণকে ক্ষেপাইয়া তোলার কাজকেই যাঁহারা তাঁহাদের নেতৃজীবনের একমাত্র সার্থকতা রূপে বুঝিয়া লইয়াছেন তাঁহারা তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে কোন আদর্শ-বিরোধী এবং নীতি-পরিপন্থী সুযোগের মওকা কাজে লাগাইয়া যাইতেছেন। জনসাধারণের বস্তুগত অভাব অভিযোগ, আর্থিক অসুবিধা ও দুর্ভোগের অনুকূল ক্ষেত্রে—অসন্তোষের বীজ বপন করিয়া অধিষ্ঠিত ক্ষমতার বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষের সতেজ বৃক্ষের পরিবর্ধনে—সহায়তা করিয়া চলিয়াছেন। অন্য দিকে আদর্শ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিরোধী সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের দল সর্বোপায়ে এই অসন্তোষ বৃক্ষের গোড়ায় পানি সিঞ্চনের দ্বারা উক্ত বৃক্ষকে সতেজ ও প্রাণবাণ করিয়া তুলিতেছেন।

ফলে আমাদের নব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে যে জাতীয়তার আদর্শ এবং ঐতিহাসিক ঐতিহ্য আমাদিগকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম পরিচালনার প্রেরণা যোগাইয়াছিল আমরা উহা হইতে ক্রমেই অলক্ষে—দূরে সরিয়া পড়িতেছি। আমাদের দুই বাহুর পারস্পরিক মিলনের বন্ধন ক্রমেই শিথিল হইতে শিথিলতর এবং বিভেদের প্রাচীর উচ্চ হইতে—উচ্চতর হইয়া উঠিতেছে। সুখের বিষয় শাসন কর্তৃপক্ষ অবস্থার এই মারাত্মক প্রগতি সম্বন্ধ বিলম্বে হইলেও এখন কিছুটা সচেতন এবং কর্তব্যসজাগ হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা ক্রমবর্ধমান জাতীয়তা বিরোধী ভাবধারা ও কার্যকলাপের গতিরোধের চেষ্টা শুরু করিয়াছেন।

কিন্তু যে ব্যবস্থা অবলম্বন এবং কর্মপদ্ধতির অনুসরণ এবং সর্বোপরি যে আন্তরিক বিশ্বাসের প্রেরণার বলে এই জঞ্জালরাশির অপসারণ এবং উহার শেষ নিদর্শনটিকে নিশ্চিহ্ন ও নির্মূল করা সম্ভব হইবে এবং নিজস্ব জাতীয় আদর্শের লক্ষপানে ঐতিহ্যিক গতিধারায় তমদ্দুনের সুষ্ঠু বিকাশ ও জাতির অগ্রগমন সহজসাধ্য হইয়া উঠিবে সে পথে এবং সে ভাবে তাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন এমন লক্ষণ আজও দেখিতে পাইতেছিনা।

এই ব্যাপারে জনগণের দায়িত্বও অনস্বীকার্য। কিন্তু শতকরা ৮৭ জন নিরক্ষরের দেশে ভাবাবেগ চালিত জনমনের নিকট খুববেশী কিছু আশা করা যাইতে পারেনা। হাওয়ার গতিকে যে দিকে প্রবল বেগে প্রবাহিত করা যইবে, পরিস্থিতি ও পরিবেশ যে পথে তাহাদিগকে হাতছানি দিয়া ডাকিবে ইহারা নির্বিচারে সেইদিকেই ধাবিত হইবে। আর্থিক সুযোগ সুবিধার প্রতিশ্রুতি এবং অন্নবস্ত্রের সহজ সরবরাহের কুহকজাল যাহারা বিস্তার করিতে পারিবে ইহারা উপস্থিত লাভের আশার ছলনে উহাতেই আটকাইয়া পড়িবে।

সুতরাং ইহাদিগের সতর্ক ও হুসিয়ারকরণ ও বস্তুগত সমস্যার অস্থায়ী অবাস্তব সমাধানের সহজ প্রতিশ্রুতির প্রতি আগ্রহ-উন্মত্ততা অপেক্ষা আদর্শিক জীবন ব্যবস্থার প্রতি সুতীব্র সজ্ঞান বাসনা সৃষ্টির প্রয়াস এবং উহারই রূপায়ণের দাবীতে সুশৃঙ্খল সরবত্তার প্রেরণা দান একান্ত ভাবে প্রয়োজন। এই ব্যাপারে সাহিত্যিক ও সাংবাদিক, লেখক ও বক্তা, ঐতিহাসিক ও ঔপন্যাসিক, শিক্ষক ও আলেম সমাজের দায়িত্ব সর্বাধিক। কারণ জনমনে এবং ছাত্র হৃদয়ে নানা উপায়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ইঁহারাই অহরহ সুগভীর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পাইয়া থাকেন।

লেখায়, বক্তৃতায় এবং আলোচনা বৈঠকে সারা বছরের যে কোন সুযোগে আমাদের মৌলিক জাতীয় আদর্শ এবং প্রবহমান ঐতিহ্যের সহিত জনগণের এবং ছাত্রবৃন্দের পরিচয় সাধন এবং ওয়াকেফহাল করণের চেষ্টা করা উচিত। সাহিত্যে, সংবাদপত্রে, গল্পে উপন্যাসে, ইতিহাসে, নাটকে সুকৌশলে এই প্রচারণা চালাইয়া যাওয়া একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। আষাদী দিবসের বহুরূপী উৎসব আয়োজনে, আনন্দ পরিবেশক বিচিত্রানুষ্ঠানে, চিত্র ও মঞ্চগৃহে, বক্তৃতায় ও বিবৃতিতে, রেডিও আলোচনা ও সঙ্গীতে, সংবাদ পত্রের বিশেষ সংস্করণ এবং সরকারী প্রচার পত্র ও পোষ্টারে এই ভাবধারার ব্যাপক ও চিত্তগ্রাহী প্রচারণা বিশেষভাবে প্রয়োজন। এই ব্যবস্থা যে কিছুই হয় না তাহা বলিতে চাইনা কিন্তু একথা বলিতেই হইবে প্রয়োজনের তুলনায় উহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে আমাদের সরকারের মুখপাত্রগণ আষাদী দিবস উপলক্ষে—তাঁহাদের প্রদত্ত বক্তৃতা ও বিবৃতিতে, তাঁহাদের প্রচারিত পুস্তিকা-পোষ্টারে এবং বেতার ভাষণে—জাতীয় আদর্শের ও বিশিষ্ট তমদ্দুনের ব্যাখ্যার চাইতে তাঁহাদের কীর্তিকলাপের বর্ণনা ও অকৃতকার্যতার—সাফাই গাওয়ার দিকেই অধিক মনোযোগ প্রদান করিয়াথাকেন, আষাদী দিবসের ব্যবস্থিত সভার মঞ্চকে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ক্ষমতাসীন অথবা ক্ষমতাকাঙ্খী নেতার দল দলীয় প্রচারণার ক্ষেত্ররূপেই অধিকতর ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমাদের পত্রিকা ও সাময়িকীগুলির কর্তৃপক্ষ হালকা আনন্দ পরিবেশন ও ব্যবসার সুবিধার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াই তাহাদের আষাদী সংস্করণগুলিকে সুসজ্জিত করার প্রয়াস পাইয়া থাকেন, শিল্পী, স্বপ্নবিলাসী ও আমোদ-পরিবেশকের দল সিনেমা, নাটক অথবা বিচিত্রানুষ্ঠানে জাতীয় ভাবধারার চিত্রায়ণ অথবা নাটকীয় রূপদানের পরিবর্তে হালকা আমোদ স্ফূর্তি এমন কি আদর্শ পরিপন্থী খেলাতেই বেশী মাতিয়া উঠেন।

এই ভ্রান্ত নীতি এবং বিকৃত মনোবৃত্তির পরিবর্তন না ঘটিলে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হওয়া ছাড়া উপায় নাই। আনন্দ স্ফূর্তি এবং উৎসব আয়োজন জাতির মানসিক স্বাস্থ্যের একটি নির্ভুল নিদর্শন একথা অস্বীকারের উপায় নাই কিন্তু এই আনন্দ উৎসবের উপকরণগুলিকে যদি পরমোজ্জ্বল জাতীয় স্বাস্থ্যের বিকাশ সহায়ক রূপে বাছিয়া—লওয়া না যায়, যদি উহা একদিকে মুখরোচক অন্যদিকে দেহযন্ত্রের এবং প্রাণশক্তির ক্ষতিকারক খাদ্যের — ন্যায় জাতীয় ও তামাদ্দুনিক জীবনের পক্ষে হানিকর প্রমাণিত হয় তাহা হইলে সুচিকিৎসকের পরামর্শানুসারে এইরূপ পরম আস্বাদযুক্ত খাদ্যগুলিকে জীবনরক্ষার খাতেরে পরিত্যাগ করিতেই হইবে।

পাকিস্তানের দিকে দিকে, উহার রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনের পরতে পরতে যে আদর্শহীনতা ও দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে—তাহা দূর করিতে না পারিলে আমাদের জাতীয় জীবন শীঘ্রই পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও পঙ্গু হইয়া পড়িবে।

আষাদী দিবসে আমাদিগকে বিশেষ করিয়া আমাদের জাতীয়তার আদর্শ ও ঐতিহ্যিক বৈশিষ্টগুলি জনমনে তুলিয়া ধরার চেষ্টা করিতে হইবে। বিরুদ্ধ ভাবাদর্শের যে ছাপ আমাদের সমগ্র সত্তায় ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া রহিয়াছে, উহা মুছিয়া ফেলা খুব সহজ নহে। দীর্ঘদিনের অভ্যাস, পরিবেশের সুদীর্ঘ ছাপ, প্রতিবেশীর বিরুদ্ধ রীতিনীতির প্রতিক্রিয়া সহজে পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়। নবজাত পাক রাষ্ট্রের দুই বাহুর ভৌগলিক দূরত্ব প্রচলিত জাতীয়তার পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ কিন্তু — যে জাতীয়তার ভিত্তিতে এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উহাতে ভৌগলিক ব্যবধান মেটেই দুর্লঙ্ঘ্য বাধা নয়। ইছলামী জাতীয়তার ব্যাপারে মানসিক — প্রবণতাই বড় কথা। এই প্রবণতা সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে আমাদের ধর্ম, উহার সহায়ক আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, আমাদের গরিমামণ্ডিত ঐতিহ্য—উভয় বাহুর সাধারণ মিলিত আদর্শ। এই আদর্শই আমাদিগকে পাকিস্তান সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এখন যদি আমাদের আদর্শবোধের সুষুপ্তির ফলে বস্তুগত স্বার্থবোধ ও আঞ্চলিকতাবোধ মাথা চাড়া দিয়া উঠে এবং আমাদিগকে সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত করিয়া তোলে তাহা হইলে একমাত্র ধর্মবোধ ও ঐতিহ্য-প্রীতির পুনর্জাগরণের সাহায্যেই এই বিভ্রান্তির মায়া কাটাইয়া উঠা এবং বিভিন্ন স্বার্থবোধ হৃদয় মন হইতে মুছিয়া ফেলা সম্ভব হইয়া উঠিবে।

এই ব্যাপারে আমাদের ধর্মের মূল উৎস—কোরআন ও হাদীছের শিক্ষার বৈজ্ঞানিক প্রচারণা সব চাইতে বেশী কার্যকরী ও ফলপ্রদ প্রমাণিত হইবে। কারণ আমাদের নবাবিষ্কৃত জাতীয়তা এই দুই মূল ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। যে মুহূর্তে আমরা এই মূল ভিত্তিকে অস্বীকার করিব কিংবা উহা হইতে দূরে সরিয়া যাইতে চাহিব সেই মুহূর্তেই আমাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামটি ধ্বসিয়া পড়িবে— ভাংগিয়া চুড়িয়া মিছমার হইয়া যাইবে।

আমাদের ঐতিহ্যও আদর্শ জাত। রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রদর্শিত ও আচরিত পথের অনুসরণে আজ পর্যন্ত তাঁহার সময় হইতে সমস্ত মুছলিম জগতে যে ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছে উহাই হইবে আমাদের গ্রহণযোগ্য ঐতিহ্য। কোন মুছলিম রাজা—বাদশাহ, ওলী দরবেশ, কোন মুছলিম দেশ ও সমাজ যদি এমন কোন ঐতিহ্য গড়িয়া তোলে——

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যাহার সহিত ইছলামের মৌলিক শিক্ষার বিরোধ ও অসামঞ্জস্য রহিয়াছে তাহা কখনও ইছলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের ঐতিহ্য রূপে গৃহীত হইতে পারিবেনা। আমাদের ঐতিহ্য আত্মভোগের নয়, স্বার্থত্যাগের, অন্যায়ের সংগে মিতালীর নয়, না-হকের বিরুদ্ধে আপোষহীন জিহাদের; কল্পবিলাসীর অবাস্তবের পিছনে ধাওয়া আর বস্তুগত সুবিধা অর্জনে নীতি নৈতিকতার বিসর্জনে নয়, সচেতন বাস্তববোধের সংগে গভীর আধ্যাত্মিকতার মিলনের।

আমাদের দুই বাহুর অধিবাসীবর্গের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, পোষাক পরিচ্ছদ এবং ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে কিছু কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও মিলনের চিহ্নও যথেষ্ট বিদ্যমান, কারণ আমাদের ধর্ম যে জীবন-ব্যবস্থার নিয়ামক তাহা এই মিলন ও ঐক্যের পথই প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই — পথকে আরও প্রশস্ত এবং সহজসাধ্য করিয়া তোলার জন্যও পাকিস্তানী মুছলমানদের হৃদয়ে ইছলাম প্রীতির ভাব আনয়ন এবং ইছলামী চালচলন, রীতি-নীতি ও অভ্যাসাদির পুনঃ প্রবর্তন, উহার প্রচার এবং বাস্তব-জীবনে রূপায়ণের চেষ্টা চালাইয়া যাওয়া — একান্ত প্রয়োজন। এই চেষ্টা ফলবতী হইলে অর্থাৎ আমাদের জীবনযাত্রা, দৈনন্দিন চালচলন, রীতিনীতি ও অভ্যাসগুলিতে ইছলামকে রূপায়িত করিয়া — তুলিতে পারিলেই আমাদের উভয় অংশের সুদীর্ঘ ব্যবধান স্বত্বেও আমাদের মিলন নিকটতর হইবে এবং সংগে সংগে রাষ্ট্র শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকিবে—ভৌগলিক, ভাষাগত ও ভাবগত মত — পার্থক্য দূরীভূত হইয়া ইছলামী জাতীয়তার ভিত্তি-মূল সুদৃঢ় হইয়া উঠিবে।

আমাদের আযাদী উৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এমন কি আনন্দ পরিবেশক আয়োজনের ভিতর দিয়াও পাকিস্তানের উপরোক্ত রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও ঐতিহ্যিক বৈশিষ্ট্যের সুষ্ঠু প্রচারণার সাহায্যে জনমনকে — আলোড়িত ও লক্ষ্য পথে আকৃষ্ট করিতে পারিলেই আমাদের আযাদী উৎসব সফল, সুন্দর ও সার্থক হইয়া উঠিবে।

কিন্তু এই প্রসংগে একথাও বলিয়া রাখা উচিত যে, শুধু নেতা ও সরকার পক্ষের মৌখিক প্রচারণার দ্বারা কোন উদ্দেশ্যই সার্থক হইতে পারে না,— কোন আদর্শের রূপায়ণ আশা করা যাইতে পারেনা যে পর্যন্ত নেতা, রাষ্ট্রচালক এবং সমাজের প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিগণ নিজেরা সে আদর্শের অনুসরণ না করেন এবং উহার জন্য সমাজ জীবনে জনগণের সামনে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস না পান। শুধু মৌখিক প্রচারণা নয়, কাজের ভিতর দিয়াই — আমাদের সকলকে আদর্শ প্রীতি ও কর্তব্যবোধের পরিচয় প্রদান করিতে হইবে।

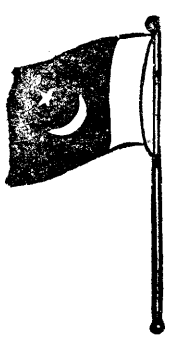

www.ahlehadeethbd.org

মোহর্‌রমের শিক্ষা

অধ্যাপক আবদুল গণি, এম, এ,

৬১ হিজরীর ১০ই মোহর্‌রম স্রোতস্বতী ফোরাতের তীরে কারবালার বালু-প্রান্তরে যে দুঃসহ মর্মবিদারক ঘটনা ঘটিয়াছিল, মানবজাতির সুদীর্ঘ ইতিহাসে উহার চেয়ে ভীষণতর রক্তক্ষয়ী ঘটনা, জান-মালের ব্যাপকতর ধ্বংসকরী ভয়াবহ ব্যাপার বহু সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেদিন মানব-ত্রাণ রছুলুল্লাহর (দঃ) লখ্‌তে জিগর ইমাম আবু আবদুল্লাহেল হুছাইন ইব্‌নে আলী তাঁহার — পরিজনবর্গ ও মুষ্টিমেয় সঙ্গী-সাথীসহ এক সুমহান আদর্শের সংরক্ষণে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সুবৃহৎ শক্তির মোকাবেলায় নিঃসহায় অবস্থায় অমিততেজে ও — নির্ভীক হৃদয়ে অটল প্রতিজ্ঞায় দণ্ডায়মান হইয়া যেভাবে বুকের তাজা রক্ত ঢালিয়াছিলেন মানব-ইতিহাসে সত্যই তাহার তুলনা নাই, জগতের বুকে উহার দ্বিতীয় কোন নযির নাই!

তাই এই বিয়োগান্ত করুণ ঘটনা বিগত তের শতাধিক বর্ষ হইতে একদিকে কবিচিত্তে বেদনার ঝড় তুলিয়া তাঁহাদের লেখনীকে যেমন করুণ রসাত্মক ব্যথা-ভারাতুর বিরাট কাব্য ও সংখ্যাহীন বেদনা-সঘন কবিতা ও মর্ছিয়া রচনায় পরিচালিত করিয়াছে আর শ্রোতৃ ও পাঠকবর্গের চোখে আঁসু ঝরাইয়াছে, তেমনি উহার ত্যাগ ও বীরত্বের আদর্শ জাতির জাগ্রত-হৃদয়ে জালেমের বিরুদ্ধে জেহাদের অপূর্ব দ্যোতনা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাহাদের অন্তরে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত ও বুকে অসীম শক্তি সঞ্চারের প্রেরণাও জোগাইয়া আসিয়াছে।

তের শতাধিক বৎসর পূর্বে ইয়াযীদ-সৈন্যের নিষ্ঠুর খঞ্জরাঘাতে ইমাম হুছাইন সর্বস্ব খোয়াইয়া মরণ বরণ করিয়া আজও মানুষের স্মৃতি কন্দরে অমর হইয়া আছেন, আর ইয়াযীদ বিজয়লাভ করিয়াও মরিয়াছেন—চিরদিনের জন্য মানুষের পবিত্র স্মৃতি হইতে নিজেকে মুছিয়া ফেলিয়াছেন, মানুষ তাহার উদ্দেশ্যে কেবলই ধিক্কার বাণী উচ্চারণ করিয়াছে আর কিয়ামত কাল পর্যন্ত করিতে থাকিবে। কিন্তু কেন? ইমাম হুছাইনের এই অমরত্বলাভের কারণ কি? কি জন্য তিনি ইয়াযীদের বয়আত হইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন? সিরিয়া এবং মিসর — ইয়াযীদকে খলিফা রূপে বরণ করিয়া লওয়ার পর এবং ইরাক ও হিজাজের অধিকাংশ নাগরিক — ইয়াযীদের পক্ষে মৌন সম্মতি প্রদান করা সত্বেও তিনি কেন তাঁহার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ময়দানে উলঙ্গ তরবারী লইয়া আগাইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার বশ্যতা স্বীকারে রাজি হওয়ার জন্য ইয়াযীদের প্রস্তাব তিনি কোন্ উদ্দেশ্যে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন?

নিম্নে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দানের চেষ্টা করিব।

আমীর মোয়াবিয়া তাঁহার মৃত্যু সন্নিকট জানিয়া যখন মদীনায় আগমণ করিয়া মদীনাবাসীগণের — সম্মুখে তাঁহার পুত্র ইয়াযীদকে খেলাফতের উত্তরাধিকাররূপে মনোনীত করার এরাদা প্রকাশ করেন, তখন মদীনার মুছলমানদের প্রতিনিধিরূপে আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, হুছাইন ইবনে আলী, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাছ, আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর তখন তাঁহার সম্মুখে স্পষ্ট ভাষায় উহার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। তাঁহাদের সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ রূপে আবদুর রহমান ইবনে — আবু বকর সকলের পক্ষ হইতে আমীরুল মোমেনীন মোয়াবিয়াকে খেলাফতের নিম্নলিখিত ৩টি বিকল্প ছুন্নত প্রথার কথা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন। প্রথম, স্বয়ং রছুলুল্লাহ (দঃ) যেরূপ তাঁহার পরবর্তী খলিফা নিযুক্ত না করিয়া সমগ্র উম্মতের উপর নির্বাচনের দায়িত্ব ভার অর্পণ করিয়া যান, দ্বিতীয়, প্রথম খলিফা হযরত আবু বক্‌র যেমন আপন বংশ বহির্ভূত উপ-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যুক্ততম ব্যক্তিকে তাহার স্থলাভিষিক্তরূপে মনোনীত করিয়া যান, তৃতীয় যেমন হযরত উমর তাঁহার পরবর্তী খলিফা পদের জন্য তাঁহার পুত্রদের বাদ—রাখিয়া শ্রেষ্ঠ ছাহাবাদের সমবায়ে একটি নির্বাচনী বোর্ড গঠন করিয়া যান। তাঁহারা আমীর মোয়াবিয়াকে পরামর্শ প্রদান করেন যে, আপনি আপনার পরবর্তী খলিফা নির্বাচনে এই ছুন্নত তরীকার যে কোন একটি অনুসরণ করিতে পারেন। মুছলিম জনসাধারণ এবং তৎসহ আমরা আপনার অনুসৃত—ইহার যে কোন একটি পন্থা কবুল করিয়া লইবে কিন্তু আপনি যদি কাইযার ও কিসরার জাহেলী প্রথার অনুকরণে ইছলামের ঐশ্বরিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তে আপনার পুত্রের জন্য খেলাফতের উত্তরাধিকার ব্যবস্থা পাকাপাকি করিয়া যান, তাহা হইলে উহা হইবে নিছক রাজতন্ত্র। আমরা কস্মিনকালে এই ইছলাম অননুমোদিত রাজতন্ত্র বরদাশ্‌ত করিতে পারিব না।

কিন্তু খলীফা মোয়াবিয়া তৎকালীন মদীনার শ্রেষ্ঠ ছাহাবাদের এই বিজ্ঞজনোচিত পরামর্শ ও নির্ভীক উক্তির মর্যাদা প্রদানের কোনই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। তিনি আপন সঙ্কল্প অনুযায়ী ইয়াযীদকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত খলীফা রূপে নিয়োজিত করিয়া যান। ইয়াযীদ তদীয় পিতার মৃত্যুর পর নিজেকে ইছলাম জগতের খলীফা ও আমীরুল মুমেনীনরূপে ঘোষণা করিলেন। সিরিয়া ও মিসরের মুছলমানগণ তাঁহার খেলাফত স্বীকার করিয়া লইল। তাঁহার দোর্দণ্ড প্রতাপে এবং ভীতি প্রদর্শনের ফলে হেজাজ ও ইরাকের অধিকাংশ লোক তাঁহার বিরুদ্ধতায় দণ্ডায়মান হওয়ার সাহস হারাইয়া ফেলিল। যাহারা দোদুল্যমান ছিল, ইয়াযীদ ছলে বলে কৌশলে তাঁহাদের সমর্থন আদায় করিয়া লইলেন। ইছলামের আদর্শ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা—খেলাফতে রাশেদার পরিবর্তে শুধু নামকে ওয়াস্তে খলীফার নাম বজায় রাখিয়া অর্ধশতাব্দী পার হইতে না হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে এক স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল!

মুছলমানদের মধ্যে যাঁহারা ইছলামের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার এই অবাঞ্ছিত রাহুগ্রাসে আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহারাও শুধু গোপনে উহার মৌখিক প্রতিবাদ জানাইয়াই আপনাদের কর্তব্য সমাধা করিল। আবদুর রহমান ইবনে আবুবকর ইতিপূর্বেই ইহলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। মদীনার অন্যান্য জলিলুর-কদর ছাহাবাদের মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাছ ও ইবনে উমর জীবিত থাকিলেও প্রত্যক্ষ রাজনীতি হইতে নির্লিপ্ত রহিলেন এবং ইয়াযীদের বিরুদ্ধে উত্থানের ঝামেলা হইতে নিজেদিগকে দূরে রাখিয়া জ্ঞানচর্চা, মছজিদ-কেন্দ্রিক ইবাদৎ বন্দেগী এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ শিক্ষাদান ও প্রচারের মহান ব্রতে নিয়োজিত রাখাই শ্রেয় মনে করিলেন। ফলে অন্যায়ের প্রত্যক্ষ সমর্থন, মৌন সম্মতি অথবা নিষ্ক্রিয়তার ফলে উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল।

ইমাম হুছাইন যদি অন্যান্যের ন্যায় এই ব্যাপারে নির্বাক ও নিস্পন্দের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া চুপ করিয়া থাকিতেন, অন্যায়ের প্রতিবাদে উলঙ্গ তরবারী হস্তে প্রকাশ্য ময়দানে অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে সেই দিনই চিরতরে ইছলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সমাধি রচিত হইয়া যাইত। রাজতন্ত্রের প্রতি ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের সমর্থন অথবা মৌনালম্বন বিশ্ব-মুছলিমের নিকট কিয়ামতকাল পর্যন্ত উহার সপক্ষে একটি বাস্তব প্রমাণরূপে বিরাজমান থাকিয়া যাইত। পরবর্তী যে কোন যুগে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধ ইছলামের অসমর্থনের প্রমাণ উত্থাপন করিতে গেলেই উহার স্বপক্ষীয়গণ ছাহাবীগণ কর্তৃক উহার সমর্থন অথবা নেতিবাচক নিলিপ্ততার নযির উত্থাপন—করিয়া বিরোধীদের যুক্তি খণ্ডনের চেষ্টা চালাইয়া যাইত। ইমাম হুছাইন এই সর্বব্যাপী নিষ্ক্রিয়তার মাঝে ভৈরবী হুঙ্কারে প্রতিবাদের সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজের এবং আত্মীয় পরিজনের বুকের তাজা খুন ঢালিয়া চিরদিনের জন্য সত্যের পতাকা উড্ডীয়মান রাখার ব্যবস্থা করেন।

ইমাম হুছাইন ইয়াযীদের শুধু খেলাফত লাভের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভ্রান্ত পদ্ধতির জন্যই যে তাহার আনুগত্যের শপথ লইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন তাহাই নহে, বস্তুতঃ ইছলামী রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়কের মহাগুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র দায়িত্ব স্কন্ধে গ্রহণের জন্য যেসব দুর্লভগুণের প্রয়োজন, বলিতে গেলে ইয়াযীদের ভিতর তাহার কিছুই ছিলনা। মুছলিম শাসককে স্বয়ং নামাযে সুদৃঢ় থাকিতে হইবে, মুছলমানদের নামায — প্রতিষ্ঠিত ও যাকাৎ নিয়ন্ত্রিত করার এবং সৎকার্যের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করার জন্য আগ্রহশীল হইতে হইবে, তাঁহাকে রাজনীতিবিশারদ, ইছলাম সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত ও মুজতাহেদ, সাহসী এবং বলবীর্যসম্পন্ন, ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত এবং সর্বসাধারণের জন্য অনায়াসগম্য এবং আল্লাহর বিধানকে সমাজ জীবন ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বলবৎকারী হইতে হইবে। * বলা বাহুল্য ইয়াযীদ এইসব গুণের অধিকাংশরই অধিকারী ছিলেন না। ইছলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য উপযুক্ততর বহুলোক মুছলিম জগতে বিদ্যমান ছিল, এবং মুছলমানগণ নির্বাচনের স্বাধীন ও সুষ্ঠু সুযোগপ্রাপ্ত হইলে ইয়াযীদকে কখনই খলীফা নির্বাচন করিতেন না। বস্তুতঃ তখন ইছলামের গৌরব এবং মুছলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য একজন যোগ্যতাসম্পন্ন এবং পূতচরিত্র লোকের — একান্ত প্রয়োজন ছিল। ইয়াযীদের 'খেলাফত' অন্যায় এবং যবরদস্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইমাম হুছাইনের সশস্ত্র প্রতিবাদ ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সুনীতির, মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের, বাতেলের বিরুদ্ধে হকের নির্ভীক সংগ্রাম। স্থূলদৃষ্টিতে এ সংগ্রামে হুছাইন পরাজিত এবং — নিশ্চিহ্ন হইলেও সূক্ষ্ম বিচারে তিনিই জয়মাল্য লাভ করিয়াছিলেন, কারণ যে আদর্শকে ঊর্ধ তুলিয়া ধরার জন্য তিনি এই আত্মবিসর্জনের পথে নির্ভয়ে পা বাড়াইয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ হয় নাই, হুছাইনের আত্মত্যাগ বিফলে যায় নাই। আপন দেহের — তাজা রক্তের স্বাক্ষরে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তিনি সত্যের বাণী ও ন্যায়ের আদর্শকে সমুজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন এবং ইছলামের শাশ্বত বিধানের পুনর্জাগরণের পথকে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। "ইছলাম যেন্দা হোতা হায় হর কারবালাকে বাদ"। কারবালার মর্মবিদারী বিষাদঘন ঘটনার পর পুনঃ ইছলামী আদর্শ, ইছলামী শাসনব্যবস্থা আবার রূপায়িত — হওয়ার সুযোগলাভ করিয়াছে। কারবালা মুমেনের জাগ্রত অন্তরে সত্যের সংরক্ষণে ও আদর্শের রূপায়ণে আত্মত্যাগের, প্রাণ বিসর্জনের ও রক্তদানের প্রেরণা যুগে যুগে জুগাইয়া আসিয়াছে এবং পৃথিবীর প্রলয়কাল পর্যন্ত উহা এইরূপ প্রেরণার উৎসরূপেই বিরাজ করিতে থাকিবে।

অবশ্য মুছলমান যখন অমানিশার অন্ধকারে লোষ্ট্রাঘাতে হোচট খাইয়া বিভ্রান্ত চোখে পথ হাতড়াইয়া বেড়াইয়াছে, বিভোর নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া নানা রূপ কু ও দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ফিরিয়াছে তখন এই আত্মত্যাগের মহিমা বুঝিতে না পারিয়া কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া হায় হুছাইন, হায় হুছাইন চীৎকার ধ্বনিতে আকাশ পাতাল বিদীর্ণ আর কৃত্রিম লাঠি ও ছুরি খেলা দেখাইয়া এবং গতানুগতিক মর্ছিয়া গাহিয়া হুছাইনের প্রতি ব্যর্থ সম্মান প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু জাগ্রত জাতি এই শূন্যগর্ভ শোক-উচ্ছ্বাস ও কৃত্রিম বাহ্যিক খেলায় মত্ত হইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেনা, কারবালার বীর শহীদানের আত্মদানের পশ্চাতে যে উদ্দেশ্য ও আদর্শ বিদ্যমান ছিল তাহা হইতে প্রেরণা লাভের চেষ্টাই করিয়া থাকে।

আমরা বাস্তবিকই যদি জাগ্রত জাতি বলিয়া গর্ব অনুভব করি, যদি আমরা সত্য সত্যই আমাদের ঘুমঘোর হইতে জাগিয়া থাকি, আমাদের — অন্তহীন দুর্জ্ঞেয় দুঃস্বপ্ন যদি প্রকৃতই ভাঙ্গিয়া থাকে তাহা হইলে অর্থহীন বিলাপ ক্রন্দন নয়, কৃত্রিম লাঠি চালনা, অগ্নি মশাল ও ছুরি খেলা নয়, সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য—ইছলামী শাসন ব্যবস্থা ও জীবন পদ্ধতির রূপায়ণের জন্য জান ও মাল অকাতরে বিসর্জনের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে, সাধনা ও সংগ্রামের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য আমাদিগকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে এবং সেই পথেই বলিষ্ঠ ও দৃঢ় পদক্ষেপ করিতে হইবে।

সমস্ত মুমেন মুছলমানের জন্য ইহাই ১০ই মোহর্‌রমের আসল ও প্রকৃত শিক্ষা।

* দেখুনঃ মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেব প্রণীত—"ইছলামী শাসনতন্ত্রের সূত্র" পৃষ্ঠা ৭২—৯২

www.ahlehadeethbd.org

"মুহার্‌রম জিন্দাবাদ"

—কাজী গোলাম আহ্‌মদ

এসেছে মাহিনা মুহার্‌রম
নয়রে গম্—
হর্‌দম চাই টাট্‌কা খুন
শুন্‌রে শুন্—
এ চাঁদ নয়রে ছুরি খেলার,
কারবালার।
এ চাঁদ ত্যাগের—নয়রে ভোগের,
খুন দেবার
খুন নেবার।

বছরে বছরে আসে যে মাহিনা মুহার্‌রম
ব'য়ে আনে শুধু নয়রে গম্—
নিয়ে আসে নিতি এ পয়গাম
মুসলমানের দর্‌ওয়াজায়
ডাক দিয়ে বলে—'আয়রে আয়।
শহীদী জা'মাতে খাড়া হ'বি কে রে?
সময় যায়!'

আকাশে বাতাসে এখনো শোন্
আহাজারী আজো আসিছে কোন্
হয় নাই শেষ কারবালা—
ফোরাত এখনো এজিদের হাতে
সখিনা ভাঙিছে চুড়িবালা;—
আস্‌গর কচি দুধের বাচ্চা
এখনো সহিছে তীর জ্বালা
হয় নাই শেষ কার্‌বালা।
জালিমের আজো জুলুম চলিছে
মজলুম কাঁদে মাথা ধুকে—
কতো যে হোসেন আজো কাঁদে হায়
খুন বুকে—
শুন্‌বে কে?

চেয়ে ছাখো আজো শত সখীনার শ্বেত-বসন
মজলুমদের মৃত্যুপণ—
কচি শিশুদের খুন-ঝরা
শত শহীদের লাশ পড়া,—
দুষমণদের রণ ঝনন্
ছাখরে চেয়ে—শোন্‌রে শোন্
কুরবানী হয় কতো পিতাদের পুত্রধন!

ক্রন্দন নয় মুসলমান!
যুগের জেহাদে উন্মাদে চাই শিক্ষাদান—
আকাশে চাঁদ নিয়ে এলো আজ এ ফর্‌মান।
আপনার—প্রিয় জনের প্রাণ
কুর্‌বানী চাই শ্রেষ্ঠ দান
(আর) শ্রেষ্ঠ ধন।

মেঘের ফাঁটলে বাঁকা তলোয়ার
ওই চাঁদ—
জালিমের শুধু লইতে দাদ
পরাণে জাগাতে পুরানো খাব
বছরে বছরে খুন রঙে রেঙে
হয় ও আকাশে আবির্ভাব।

তাইতো এ জাত মর্‌বে না
তাইতো এ জাত ডরবে না
মিথ্যা শুধুই লড়বে না—খুন ঝরবে না;
প্রিয় যে তার মৃত্যু-স্বাদ
জিন্দা এ কারবালার বাদ—
জিন্দেগী এর মৃত্যু মাঝেই বুনিয়াদ
তাই মুহার্‌রম জিন্দাবাদ!

www.ahlehadeethbd.org

"গ্রানাডার শেষ বীর"

—সলিম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুদীর্ঘ অবরোধের ফলে যাহাতে গ্রানাডাবাসী খাদ্যাভাবে তিলে তিলে মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া অবশেষে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়, তাহার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করিয়া তবেই ফার্ডিনাণ্ড গ্রানাডার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। সম্মুখ সমরে গ্রানাডাবাসীকে পরাভূত করিয়া নগর অধিকার করা যে বস্তুতঃ অসম্ভব, তাহা তিনি ভালভাবেই বুঝিয়াছিলেন।

সুদীর্ঘকাল অবরোধ চলিতেছে। বহির্জগতের সহিত গ্রানাডার সমস্ত যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তবু গ্রানাডাবাসীদের মনোবল এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাহারা শুধু যে নগর হইতে আকস্মিকভাবে বহির্গত হইয়া খণ্ডযুদ্ধেই প্রবৃত্ত হয় তাহাই নহে; বরং প্রায়ই অবরোধকারী বাছাই সৈন্য বা নাইটদের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে মাতিয়া উঠে এবং এই দ্বৈরথ সমরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুরেরাই জয়লাভ করে। ইহার ফলে একদিকে যেমন স্পেনীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে হতাশার সঞ্চার হয় তেমনই মুরদের অন্তরে নূতন প্রেরণা জাগ্রত হয়। বাধ্য হইয়া ফার্ডিনাণ্ড এই দ্বৈরথ সংগ্রামও বন্ধ করিয়া দিলেন। মুরদের ক্ষোভের সীমা থাকিল না। তাহারা বলিল: "সুচতুর খৃষ্টানরাজ আমাদিগকে শুধু অনাহারে রাখিয়া আমাদের দেহগুলিকেই ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিতেছেন না, বরং তিনি আমাদের আত্মার খোরাকও বন্ধ করিয়া দিয়া আমাদিগকে জড়বস্তুতে পরিণত করার ষড়যন্ত্র করিয়াছেন।"

অবশেষে দুর্ভিক্ষের করাল মূর্ত্তি দেখা দিল। জন সাধারণের মনোবল ক্রমে হ্রাস পাইতে লাগিল। কিন্তু মুসার অধিনায়কত্বে সকলেই শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইল। — আত্মসমর্পণ করিতে হইবে এই মনোভাব লইয়া মুসা নগর রক্ষার ভার গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের আশা ছিল যে, শীতের প্রারম্ভিক ঝঞ্ঝা বাদল এবং তারপর বরফপাত শুরু হইলে অন্যান্য বারের মত এবারও খৃষ্টানেরা অবরোধ উঠাইয়া লইতে বাধ্য হইবে। কিন্তু হায়, এবারের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। গ্রানাডাবাসীর ক্ষীণ আশা তখন বিলুপ্ত হইল যখন দেখা গেল যে অবরোধ ত উঠান হইলই না; উপরন্তু ফার্ডিনাণ্ডের আদেশ অনুযায়ী শত্রু সৈন্যের শিবিরের স্থলে একটী নূতন নগরী গড়িয়া উঠিল। আত্মসমর্পণ করা ছাড়া জীবন বাঁচাইবার আর কোন পন্থাই বাকী রহিল না। বাহির হইতে কেহ যে সাহায্যার্থে আসিবে তার ক্ষীণ আশাও বহু পূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়াছে। তখন জন সাধারণ সন্ধির জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল।

নগরের গভর্ণর আবদুল মালিক বলিলেন:— "আমাদের খাদ্যভাণ্ডার নিঃশেষিত, বাহির হইতে খাদ্য আমদানীর সব পথ বন্ধ। এক্ষণে যুদ্ধ আরও চালাইতে গেলে, সৈন্যদিগকে খাদ্য সরবরাহ করিতে হইবে। যুদ্ধের অশ্বগুলির জন্যও রসদের প্রয়োজন, কিন্তু কোথায় সেই রসদ? অশ্বগুলি হত্যা করিয়া তাহাদের মাংসে সৈনিকেরা কোনরকমে জীবনধারণ করিয়া আছে। ৭ হাজার যুদ্ধাশ্ব লইয়া আমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। উহাদের মধ্যে এক্ষণে মাত্র ৩০০ অবশিষ্ট রহিয়াছে। নগরে এখনও দুই লক্ষ লোক রহিয়াছে! দুঃখের বিষয় তাহাদের প্রত্যেকেরই মুখ রহিয়াছে এবং প্রত্যেকেই খাবারের জন্য মুখব্যাদান করিয়া আছে।"

বয়োবৃদ্ধেরা গভর্ণরের প্রত্যেকটি যুক্তি একবাক্যে সমর্থন করিলেন। আত্মসমর্পণ অথবা মৃত্যু এই দুইটির একটি যেখানে অনিবার্য্য সেখানে আর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বৃথা সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার সার্থকতা কি?

কিন্তু মূসা তখনও অচল, অটল। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে হাঁকিয়া উঠিলেন, "আত্মসমর্পণের কোন কথাই উত্থাপিত হইতে পারেনা। আমাদের সব গিয়াছে, সব কিছু নিঃশেষিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও একটি জিনিষ বাকী আছে এবং তাহার দ্বারাই এখনও আমরা অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিতে পারি। এক্ষণে আমরা একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছি, এই মরিবার মনোভাব লইয়া, আসুন, আমরা সকলেই সমবেতভাবে শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়ি। শত্রুব্যূহ ছিন্ন না করা পর্যন্ত আমরা আর পশ্চাদপদ হইব না। এই মরণপণ সংগ্রামের নেতৃত্ব লইয়া সকলের পুরোভাগে থাকিতে আমি প্রস্তুত।"

কিন্তু হায়, দীর্ঘ অবরোধের ফলে সকলের মনোবল নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাই মূসার এই জীবন-মরণ প্রস্তাবে কেহ সাড়া দিল না। মন্ত্রণা-সভায় স্থির হইল যে গভর্ণর আবদুল মালিককে দূতরূপে প্রেরণ করিয়া ফার্ডিনাণ্ডের সঙ্গে আত্ম-সমর্পণের শর্ত্তাদির বিষয় আলোচনা করা হউক। ধূর্ত্ত ফার্ডিনাণ্ডের প্রকৃত পরিচয় তখনও তাহারা অবগত হইতে পারে নাই। সুতরাং আত্মধ্বংসের পথেই তাহারা পা বাড়াইল—গভর্ণর আবদুল মালিক ফার্ডিনাণ্ডের নিকট আত্মসমর্পণের প্রস্তাবসহ প্রেরিত হইলেন।

বহুক্ষণ পর আকুল ভাবে প্রতীক্ষারত মন্ত্রণা পরিষদের নিকট গভর্ণর আবদুল মালিক ফিরিয়া—আসিলেন। প্রত্যেকটী মুখ তাঁহার দিকে ব্যাকুলদৃষ্টিতে নিবদ্ধ। না জানি কি সংবাদ তিনি বহন করিয়া আনিয়াছেন! তিনি যখন বলিলেন, খৃষ্টানরাজ—আশাতীত উদার ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছেন, নগরীর সমগ্র অধিবাসীর 'জান' ও 'মালের' নিরাপত্তা তিনি ঘোষণা করিয়াছেন, স্কুল-কলেজগুলি সবই রক্ষিত হইবে বলিয়া তিনি আশ্বাস দিয়াছেন, অধিবাসীদের সামাজিক আচার ব্যবহারে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, এবং সর্ব্বোপরি কর ধার্য্যের বেলায় তাহাদের উপর কোন বৈষম্যমূলক আচরণ করা হইবে না বলিয়া আশ্বাসবাণী শুনাই-য়াছেন, তখন সকলেই আত্মসমর্পণ করার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। এমন কি এই প্রকার উদার শর্তে আত্মসমর্পণ না করা চরম অবিমৃষ্যকারিতার পরি-চায়ক হইবে বলিয়াও সকলে অভিমত প্রকাশ করিল!

কিন্তু আত্মসমর্পণের শর্ত্তে নাম দস্তখত করার সময় যে দৃশ্যের অবতারণা হইল, তাহা মর্ম্মস্পর্শী—এবং হৃদয়বিদারক। সত্য বটে, ইহা অপেক্ষা উদার শর্ত্ত কেহ আশাও করে নাই। কিন্তু তবু ইহা যে স্বীয় মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞায় নিজের নাম দস্তখত। চুক্তিনামায় স্বাক্ষর দানের পর স্বাধীন জাতি ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে তাঁহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। তাই, কাউন্সিলার ও প্রধানেরা উহা দস্তখত করার সময় আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। বীরবর মূসা কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত অচল, অটল। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ওগো প্রধানেরা, ওগো আমীরেরা, ক্রন্দন আর আর্ত্তনাদ করার জন্য গৃহে অবলা নারী আর অসহায় শিশু রহিয়াছে। আমরা পুরুষ! পুরুষের কলিজা আমাদের বুকে। পুরুষের হিম্মত আমাদের হৃদয়ে! অশ্রুপাতের জন্য আমাদের জন্ম হয় নাই। পুরুষের রক্তরঞ্জিত ক্রীড়াতে মত্ত হওয়াই আমাদের শোভা পায়। আসুন ভাই সব, আসুন আমরা লড়াই এর ময়দানে বীরোচিত শহীদের মৃত্যুবরণ করিয়া লই! শুনিয়া রাখুন,—এই পুণ্য জেহাদের পুরোভাগে থাকিতে আমি প্রস্তুত। স্বাধীনতা রক্ষায় জীবন বিসর্জ্জন দেওয়াই এক্ষণে আমাদের এক মাত্র কর্ত্তব্য। খোদা না করুন, ভবিষ্যতে কেহ যেন না বলিতে পারে যে, গ্রানাডার স্বাধীনতার সংরক্ষণে গ্রানাডাবাসী প্রাণ দিতে—কুণ্ঠিত হইয়াছিল।"

"এই অবমাননাকর চুক্তি স্বীকার করিয়া লইয়া যাহারা চিরকালের জন্য নিজেদিগকে দাসত্বের নিগড় শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে চায়, তাহাদের সম্বন্ধে আমি আর কি অভিমত প্রকাশ করিব। যদি বাস্তবিকই ইহাই জনসাধারণের মত হয়, তাহা হইলে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করা অসম্ভব। কিন্তু আমি মনে করি,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এখনও এখানে এমন বীরের অভাব হয় নাই, যাঁহারা স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুবরণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন। আমার নিজের কথা শুনিয়া রাখুন, পরাধীন হইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা আমি স্বাধীনভাবে মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করিব।"

বাক্য বন্ধ করিয়া মন্ত্রণাকক্ষের চতুর্দ্দিকে তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়, তাঁহার এই আহ্বানে একজনও সাড়া দিল না। মনে হইল দরবার হলে যেন মৃত্যুর স্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। কেহই আর জীবিত নয়। কোনরূপ সাড়া দিবারও কেহ অবশিষ্ট নাই।

এইবার তিনি বজ্রকণ্ঠে হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হে আত্মপ্রবঞ্চকের দল, এ কথা মনেও স্থান দিও না যে, খৃষ্টানেরা তাহাদের প্রতিশ্রুতি পালন করিবে। খৃষ্টান রাজের নিকট হইতে উদার ব্যবহার আশা করা বাতুলতা মাত্র। খৃষ্টানেরা বহু দিন হইতে আমাদের রক্ত পিপাসায় অধীর হইয়া রহিয়াছে।— আমাদের রক্ত ছাড়া তাহাদের এই পিপাসার নিবৃত্তি হইবে না। বিরূপ ভাগ্যদেবী ভবিষ্যতের জন্য আমাদের বিরুদ্ধে যে ভয়াবহ প্রাক্তন লিপি রচনা করিতেছে, তাহাতে মৃত্যুই আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ— ব্যাপার। ইহার পর আকাশে বাতাশে ক্রন্দনের রোল উঠিবে, এই সুন্দর নগরী লুণ্ঠিত আর অগ্নিদগ্ধ হইবে, মসজিদগুলি কলুষিত হইবে— মা, ভগিনী, কন্যা, জায়া ধর্ষিতা হইবে। আর দিকে দিকে নামিয়া আসিবে শুধু পীড়ন আর অত্য চারের নিষ্ঠুরতম লীলা, দেখা দিবে মৃত্যুর কালো ছায়া আর ধ্বংসের বিভীষিকা! নর-রক্তে নগরীর রাস্তা পঙ্কিল হইয়া উঠিবে। শুধু বেত্রাঘাত, শূলদণ্ড এবং ফাঁসী কাষ্ঠ ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইবে না। এই সব হৃদয় বিদারক দৃশ্যই আপনাদিগকে দেখিতে হইবে। কিন্তু আল্লাহর শপথ, আমি কখনই এই দৃশ্য দেখার জন্য জীবিত থাকিব না।"

এক মুহূর্ত্তের জন্য তিনি পুনরায় থামিলেন। আবার সেই হতাশার মূর্ত্তপ্রতীক কাউন্সিলারদের প্রতি তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। যদি অন্ততঃ একজনও তাঁহার পথের পথিক হয়! কিন্তু বৃথা আশা! কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্ত্ত হইল না। তাঁহার আহ্বানে সাড়া দেওয়ার মত মনোবল কাহারও আর বাকী ছিল না। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন— "আজ এখানে যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহারা একটি প্রাণীও রক্ষা পাইবেন না। সুতরাং ভাইসব, বৃথা কাল হরণ করিতেছেন কেন? উত্থান করুন! জাগ্রত হউন, যে হীন শত্রু আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা ডাকিয়া আনিয়াছে তাহার পূর্ণ প্রতিহিংসার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া আসুন, আমরা গৌরবের মৃত্যু বরণ করি। পরাধীনতার শৃঙ্খল পায়ে ধারণ অপেক্ষা জননী জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থে জীবন বিসর্জ্জন সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। আমাদের মৃত্যু ঘটিলে জননী জন্মভূমি সযত্নে আমাদের দেহগুলিকে তাঁর বক্ষে রক্ষা করিবেন। খোদা না করুন, ভবিষ্যতে — কেহ যেন একথা না বলার সুযোগ পায় যে, গ্রানাডা রক্ষার্থে গ্রানাডার আমীরেরা মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া পড়িয়াছিল।"

অতঃপর তাঁহার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হইয়া আসিল। তিনি বেশ কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু কেহই কোন কথা বলিলেন না। ·· গ্রানাডা রক্ষার্থে তাঁহারা অমানুষিক কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। জাল্লাকার পুনরাভিনয় হওয়ার ক্ষীণ আশাও অবশিষ্ট নাই। সুতরাং বৃথা আত্মাহুতি দিয়া লাভ কি। এই সব কথাই সকলের মনে জাগিতেছে!

মূসা আরও ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দণ্ডায়মান অবস্থায় তিনি সকলের হতাশ ও বিবর্ণ মুখের দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন। যদি শেষ পর্য্যন্ত একজনও তাঁহার ব্রতে ব্রতী হয়, তাঁহার পথের পথিক হয়। কিন্তু বৃথা আশা, বৃথা কালক্ষেপ। পূর্ব হইতেই তাঁহার সঙ্কল্প স্থির ছিল। পরাধীন জীবন যাপন করা অপেক্ষা তিনি সম্মানজনক শহীদের মৃত্যু বরণ করিয়া লইবেন। তাই সকলের প্রতি মৌন বিদায় জ্ঞাপন করিয়া তিনি ধীর দৃঢ় পদক্ষেপে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বীয় আবাসে চলিয়া গেলেন। তথায় ক্ষিপ্র হস্তে নিজেকে

www.ahlehadeethbd.org

নারী-শিক্ষা

মোহাম্মদ আবদুর রহমান

নারী শিক্ষা আমাদের দেশে খুব দ্রুত গতিতে না হইলেও মোটের উপর সন্তোষজনকভাবে প্রসার লাভ করিতেছে। সহরে মফস্বলে নিত্য নূতন নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে। বিগত দুই যুগের ভিতর দেশের আনাচে কানাচে অসংখ্য বালিকা মক্তব, বালিকা জুনিয়ার মাদ্রাসা, সহরে বন্দরে বহু বালিকা হাইস্কুল এবং মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং যে সব কলেজে সহ-শিক্ষার প্রচলন রহিয়াছে তথায় মেয়েরা পুরুষ ছাত্রদের পার্শ্বেই এখন বিপুল সংখ্যায় যোগদান করিতেছে। টিচার্স ট্রেণিং কলেজ, বিজ্ঞান, ডাক্তারী, নার্সিং এবং বিভিন্ন কারিগরী শিক্ষার শ্রেণীগুলিতে পূর্বে মুছলিম মহিলাদের বড় একটা দেখাই যাইত না। আজকাল এসব ক্ষেত্রেও তাঁহাদিগকে বেশ ভিড় জমাইতে দেখা যাইতেছে।

পুরুষের ন্যায় নারীরও উপযুক্ত শিক্ষালাভ ইছলামে একটি ধর্মীয় কর্তব্যরূপে নির্দেশিত হইয়াছে। মানুষের শক্তিনিচয়ের পরিস্ফুটন, মনুষ্যত্বের বিকাশ, চরিত্রের সুসংগঠন এবং জীবন সংগ্রামের প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে শিক্ষা ও ট্রেণিং গ্রহণ জীবনকে সুন্দর সার্থক ও ও সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলার জন্য একান্ত ভাবে প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থা মানব জাতির এক অংশের মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ রাখিতে গেলে বাকী অর্ধাংশ পঙ্গু ও দুর্বল থাকিতে এবং—সমাজের সামাগ্রিক কল্যাণের আয়োজনকে ব্যাহত করিতে বাধ্য। এই জন্যই ইছলাম নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য শিক্ষাকে অপরিহার্য কর্তব্যরূপে নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে। মানুষ চিরকাল পুত্র অপেক্ষা কন্যাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানে অবহেলা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে। বিভিন্ন দেশের সমাজ ব্যবস্থা, রীতিনীতি এবং উহার ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। প্রাকৃতিক ধর্ম ইছলাম এই অন্যায়—বরদাশ্‌ত করিতে পারে নাই। তাই এই দিকে যথাযোগ্য মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে কন্যার উপযুক্ত লেখাপড়া এবং তরবিয়ৎ শিক্ষাদানকে পিতামাতার জন্য অশেষ পুণ্য কার্যরূপে উল্লেখ করিয়াছে।

আমাদের দেশের পিতামাতা অথবা অভিভাবকবৃন্দ তাহাদের কন্যাগণের শিক্ষাদান ব্যাপারে এখন যে উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন উহাতে কি এই ধর্মীয় কর্তব্যবোধই প্রেরণা জোগাইতেছে,—না ইহার পিছনে অন্য কোনরূপ উদ্দেশ্যমূলক কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে? আমাদের মনে হয় পিতামাতা বা অভিভাবকদের এই নবজাগ্রত এবং ক্রমবর্ধমান আগ্রহের বড় কারণ ধর্মীয় কর্তব্যবোধের অনুপ্রেরণা ততটা নহে, যতটা মেয়ের ভবিষ্যৎ সুখ শান্তির জন্য তাহাদের অন্তরজাত উৎকণ্ঠাবোধ। কন্যার আজীবন সুখ সুবিধা এবং আরাম আয়াসের জন্য উচ্চ শিক্ষিত, অধিক উপার্জনশীল এবং সম্মান ও পদাধিকারী স্বামীর প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা অনুভব করিতেছেন। মেয়েকে বরের চাহিদানুসারে ভাল লেখাপড়া না শিখাইলে তাহার জন্য উপযুক্ত এবং বাঞ্ছিত রূপ স্বামী পাওয়া সম্ভবপর নয়, অতএব—মেয়েকে শিক্ষিতা, আধুনিকা, কেতাদুরস্ত এবং শেলাই কার্যে নিপুণা ও নৃত্যগীতে চঞ্চলা মুখরা

(১৮৪ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

বর্ম ও অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া, স্বীয় প্রিয় অশ্বে আরোহণ করিয়া সটান শত্রু শিবিরের দিকে তীর বেগে ছুটিয়া চলিলেন। দ্রুতগামী অশ্বের খট্ খট্ পদধ্বনি ক্রমশঃ মিলাইয়া গেল! ইহার পর যাহা ঘটিয়াছে, সে সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব। সুতরাং আসুন, আমরাও এখানে ক্ষান্ত হই। *

* Islamic Literature, এপ্রিল (১৯৫৩) সংখ্যায় প্রকাশিত আনওয়ারুল হক হক্কী লিখিত "The Last Hero of Granada" নামক সন্দর্ভের ভাব অবলম্বনে। —লেখক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে—অভিভাবকদের অনেকেই এই রূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া অনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন। মেয়েদের ভিতর কেহ কেহ স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহের উৎকট আগ্রশীলতায় অথবা স্বামীর উপর সর্ববিষয়ে আর্থিক নির্ভরশীলতার ঝকমারী হইতে উদ্ধার লাভের প্রেরণায় উচ্চশিক্ষা কিম্বা কারিগরী বিদ্যা অর্জনে অগ্রসর হইতেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীও উপার্জন করিয়া সংসারের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি আনয়ন অথবা উচ্চ সামাজিকতার মান এবং বাবুয়ানী রক্ষা ও বিলাসিতার স্ট্যাণ্ডার্ড বজায় রাখার জন্যও এই ধরণের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কেহ কেহ অনুভব করিয়া থাকেন। ইহাদের সংখ্যা অবশ্য আমাদের দেশে খুব বেশী নহে!

বিবাহ না করিয়া নারীদের একক ও স্বাধীন জীবন যাপনের দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে এখনও—একান্তই বিরল কিন্তু আধুনিক প্রগতিশীল দেশগুলিতে যেভাবে এই মনোবৃত্তির প্রসারলাভ ঘটিতেছে এবং যে মারাত্মক আকারে এই সংক্রামক ব্যাধি ছড়াইয়া পড়িতেছে তাহাতে শীঘ্রই অনুকূল আবহাওয়া এবং উপযোগী পরিবেশে এখানেও উহার ছোঁয়াচ আসিয়া লাগা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। ইতিমধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের কোন কোন—সহরে পুরুষ এবং নারীদের চিরকুমার ও চিরকুমারী সমিতি গঠিত হইয়া গিয়াছে। পুরুষদের 'অধীনতার' বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার আন্দোলনও সেখানেও বেশ তোড়জোড়ের সঙ্গেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পূর্বপাকিস্তানে ঠিক অনুরূপ কিছু না ঘটিলেও উহার তরঙ্গ-দোলা যে কিছুই আসিয়া লাগিতেছে না, এমন নহে। ইতিমধ্যেই উচ্চশিক্ষিতা মহলে—যৌবনের বৃহত্তর অংশ অবিবাহিতা কাটাইয়া দেওয়ার আগ্রহ শনৈঃ শনৈঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। যত অধিক সময় সম্ভব নির্বিঘ্নে স্বাধীনতা উপভোগের ইচ্ছা ক্রমে ক্রমেই প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। দেশ ও সমাজের ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ রাখিয়া এই মনোবৃত্তির প্রতিক্রিয়া ও পরিণাম আজ গভীরভাবে ভাবিয়া দেখার সময় সমুপস্থিত হইয়াছে।

নারী এবং পুরুষের পৃথক দায়িত্বভার বহনের উপযোগী করিয়া প্রকৃতি উভয়ের শারীরিক গঠন এবং হৃদয়বৃত্তির ভিতর একটা পার্থক্যের সীমা রেখা টানিয়া দিয়াছে। স্বভাব ধর্ম ইছলাম উভয়ের এই স্বাভাবিক পার্থক্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়াই তাহাদের কর্তব্য কর্মকে ভাগ করিয়া দিয়াছে। সুখী ও সমৃদ্ধ পরিবার গঠন ও পরিচালনে উভয়ে আপনাপন কর্তব্য পালন করিবে—কঠোর ও সহিষ্ণু প্রকৃতির পুরুষ বাহিরের ঝড় ঝঞ্ঝা এবং বিপদ আপদের সহিত লড়াই করিয়া পরিবারের জন্য অর্থ সঞ্চয় করিয়া আনিবে, রাষ্ট্র শাসন, যুদ্ধবিগ্রহ এবং সমাজ পরিচালনার গুরুতর দায়িত্বগুলিও তাহাকে বহিতে হইবে; আর প্রেমময়ী, দয়াবতী, শৃঙ্খলা বিধায়নী এবং ধৈর্যশীলা নারী আপন স্বভাব সঞ্জাত প্রেমরসে তাপিত স্বামীর ক্লান্ত দেহ মনকে সক্ত ও স্নিগ্ধ করিয়া তুলিবে, বাড়ীর ছোট বড় সকলের অন্তরে অকৃপণ ভাবে আপন হৃদয়ের স্নেহ ও মমতা ঢালিয়া দিয়া এবং ঘরের সাজসরঞ্জাম ও বেশভূষায় একটা সুশৃঙ্খল পারিপাট্য আনয়ন করিয়া গৃহ-কুটীরটিকে একটি ক্ষুদ্র স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিয়া তুলিবে। সর্বশেষে সে আপন হৃদয়ধন সন্তানবৃন্দের সুকুমার হৃদয়বৃত্তি, স্বভাব, চরিত্র এবং মানসিক প্রবণতাগুলিকে সযত্ন সহৃদয়তায় সুবিকশিত এবং সুপরিচালিত করিয়া মাতৃত্বের সুমহান কর্তব্য সুসম্পন্ন করিবে। এই কর্তব্যসমূহ প্রতিপালনের যোগ্যারূপে নিজেকে গড়িয়া তুলিতে পারিলেই বিবাহিতা নারীর ত্রিমূর্তি—স্ত্রী, গৃহিণী এবং মাতার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালিত এবং নারী জীবনের উদ্দেশ্য সার্থক হইয়া উঠিবে।

ইছলাম সুশীলা স্ত্রীকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সম্পদরূপে উল্লেখ করিয়াছে, আদর্শ গৃহিনীর জন্য স্বর্গের শুভ সন্দেশ পৌছাইয়া দিয়াছে আর উপযুক্তা মাতার পদতলে বেহশতকেই টানিয়া আনিয়াছে। সুতরাং মুছলিম নারীর লক্ষ্য হওয়া উচিত কিভাবে সে নিজেকে ছালেহা স্ত্রী, সুগৃহিনী এবং আদর্শ মাতার গৌরবময় আসনে সমাসীন করিতে সক্ষম

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইবে। অভিভাবকদের দেখা উচিত কি ধরণের শিক্ষায় তাহাদের কন্যাগণ ইছলাম ব্যাখ্যাত আদর্শ নারীর গুণগুলি আয়ত্ব করিতে পারে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব এই ব্যাপারে সব চাইতে বেশী। কারণ নারীদের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা তাঁহাদের অনুসৃত শিক্ষানীতির উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল।

উপরের আলোচনা হইতে এ কথা এখন সহজেই অনুধাবন করা যাইতে পারে যে, যে শিক্ষা নারীকে একক ও স্বাধীন জীবন অতিবাহনের প্রেরণা যোগায়, যে শিক্ষা তাহাকে তাহার নিজস্ব জীবিকা নির্বাহের জন্য বাহিরের ধূলামলিন আবহাওয়ায় নিক্ষেপ করে এবং পুরুষের সহিত অশুভ প্রতিযোগিতায় জীবন রক্ষার কঠোর সংগ্রাম-ক্ষেত্রে নামাইয়া আনে সে শিক্ষায় নারী-জীবনের কোনই সার্থকতা নাই। অবশ্য যে শিক্ষা-ব্যবস্থা নারীকে উপার্জনের এমন কোন পন্থার সন্ধান দিতে পারে যে পথে অগ্রসর হইলে নারীজীবনের আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবেনা, স্ত্রী এবং গৃহিনীর কর্তব্যে শৈথিল্য দেখা না দিবে এবং সর্বোপরি নারীত্বের মহিমা বিসর্জিত হইবেনা বরং তাহাতে গৃহের শ্রীবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি বাড়িয়া চলিবে, নারীর সেবা ও খেদমতে দুঃস্থ ও পীড়িত সমাজের চেহারায় হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিবে, পতিত মানবতার আঁধার ঘেরা হৃদয়ে আশার আলোক জ্বলিয়া উঠিবে তাহা হইলে সেই ধরণের উপার্জনে নারী অবশ্যই অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে।

শিক্ষিত ছেলেরা শিক্ষিতা মেয়েদিগকে তাহাদের জীবন সঙ্গিনীরূপে পাইতে চায় ইহা একটি প্রত্যক্ষ সত্য। ইহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য খুব বেশী দূর অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন করেনা। একটি সুখী দাম্পত্য জীবনের বাসনা, একটি সুসমৃদ্ধ শান্তিময় গার্হস্থ্য জীবনের কামনাই তাহাদের অন্তরে শিক্ষিতা নারীর আজীবন সাহচর্যের অনুরাগ সৃষ্টি করিয়া দেয়। কিন্তু সত্যই কি শিক্ষিত ছেলেরা কোন সময়ই অশিক্ষিতা অথবা অর্ধ শিক্ষিতা নারী দ্বারা সুখ সমৃদ্ধ দাম্পত্য জীবন এবং সুশৃঙ্খল গার্হস্থ জীবন গড়িয়া তুলিতে পারেনা? আর শিক্ষিতা স্ত্রী দ্বারা কি তাহাদের আশা সর্বত্রই পুরাপুরি সফল হইয়া থাকে?

এই প্রসঙ্গের বিচার করিতে হইলে আমাদিগকে বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে কোন্ জিনিস দাম্পত্য ও গার্হস্থ জীবনের সুখ শান্তির ভিত্তি রচনা করিতে সক্ষম। নারীর দৈহিক সৌন্দর্য আর শিক্ষাগত যোগ্যতা পুরুষের মনকে আকর্ষণ ও মুগ্ধ করে সত্য, কিন্তু চিরকাল তাহার মনকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না যদি না উভয়ের মনের মিল ও পারস্পারিক বুঝাপড়া ঘটিয়া যায়। সার্থক বৈবাহিক মিলনের স্থায়িত্ব এই মনের মিল এবং পারস্পরিক বুঝা পড়ার উপরই একান্ত ভাবে নির্ভরশীল। এই জন্যই অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, উচ্চ শিক্ষিত একজন স্বামী নেহায়েত এক অশিক্ষিতা কিম্বা সামান্য শিক্ষিতা স্ত্রী লইয়া এমন সুন্দর মিলন মধুর দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করিতেছে—যাহা সুশিক্ষিতা স্ত্রী ঘরে রাখিয়াও অনেক শিক্ষিত পুরুষ কল্পনা করিতে পারেন না। অবশ্য এই দোষ শিক্ষার নয়, কুশিক্ষার, যে কুশিক্ষা শুধু আমাদের দেশের স্ত্রীদেরই নয়—পাশ্চাত্যের সবগুলি দেশের মেয়েদিগের উপযোগী স্ত্রী এবং আদর্শ গৃহিণীর সম্ভাবনাময় অবিকশিত গুণাবলীকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিয়া ছন্নছাড়া জীবনের প্রতি অনুরাগী এবং ফ্যাশন ও ভোগবিলাসিতার মূর্তপ্রতীকরূপে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিতেছে।

একটি ক্ষুদ্র গৃহ কুটীরকে কেন্দ্র করিয়া স্বামী এবং স্ত্রীর সমন্বয়ে শান্তির সুখ নীড় রচিত হইতে পারে একমাত্র পারস্পরিক অনাবিল প্রেম এবং হৃদয় নিঃসৃত ভালবাসার মাধ্যমে। দুই যুবক যুবতীর দৃষ্টি বিনিময় কিম্বা চারি চক্ষুর মিলনে কোন কোন সময় উভয়ের অন্তরে ভালবাসার এক দুর্নিবার ক্ষুধা জাগ্রত হইতে পারে, দৈহিক মিলনেও ভালবাসা সৃষ্ট এবং গাঢ়ত্বলাভ করিতে পারে কিন্তু উহার স্থায়িত্ব এবং দৃঢ়তা বিধানের জন্য প্রয়োজন হয় পারস্পরিক বুঝাপড়ার, আবশ্যক হয় একের সুখে অপরের আনন্দানুভূতির, এক জনের দুঃখে অপর জনের আন্তরিক সহানুভূতি এবং বেদনা বোধের। স্বামীর দুঃখে ও শোকে স্ত্রী, স্ত্রীর দুঃখে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এবং শোকে স্বামী যদি অন্তর হইতে নিবিড় বেদনা অনুভব করিতে না শিখে, তাহার কষ্ট ও শ্রম লাঘবে সে যদি আপন স্বার্থ ত্যাগ এবং সুখ বিসর্জন দিতে না পারে, একের অভাব অনটনে, রোগ অক্ষমতায় অপরে যদি সধৈর্যে নীরবে সব অসুবিধা সহিয়া যাইতে না পারে, একের প্রয়োজনে অপরে যদি দুঃখ ও বিপদবরণ এবং নিজেকে সুখ-বঞ্চিত করার অন্তরজাত আহ্বান শুনিতে না পায় তাহাহইলে তাহাদের ভালবাসার কোন মূল্যই থাকিতে পারেনা। তাহাদের শূন্যগর্ভ মৌখিক প্রেম নিবেদন দুঃখরূপ বষ্টি পাথরে যাচাইয়ের পর মেকী বলিয়া প্রমাণিত হইবে। একমাত্র দুঃখ ও ত্যাগের অগ্নি পরীক্ষার মারফতই ভালবাসার যথার্থ মূল্য নিরূপিত হইয়া থাকে। আজিকার আধুনিক উচ্চ শিক্ষিতা মেয়েদের মুখস্থ করা বিদ্যায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার হলে কৃতিত্ব প্রদর্শন করা সত্বেও এই অগ্নি পরীক্ষায় অনেককে অকৃতকার্য হইতে দেখা যায়। ফলে দাম্পত্য জীবন সুখের আকর না হইয়া দুঃখের কারাগারে পরিণত হয়। ইউরোপ আমেরিকার শিক্ষিত স্বামী-স্ত্রীর ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ এবং পাক ভারতের শিক্ষিত সমাজের উপর তলার যুবকযুবতিদের দাম্পত্য জীবনের শত সহস্র করুণ ঘটনাপ্রবাহ একমাত্র এই পারস্পরিক বুঝাপড়ার অভাব জনিত কারণেই তাহাদের সুখ সম্ভাব্য পরিণয় সমূহকে বিয়োগান্ত পরিণতির দিকে ঠেলিয়া দিতেছে।

আদর্শ স্ত্রীর স্বভাব-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোরআন মজীদে এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিৎ প্রদান করা হইয়াছে—

و من ايـاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة –

"আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য হইতেই তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে তোমরা তাহাদের নিকট হইতে শান্তি এবং স্বস্তিলাভ করিতে পার এবং তিনি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রণয়-অনুরাগ এবং দয়া-সহানুভূতি সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন।

স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধ বলা হইয়াছে—

هن لباس لكم و انتم لباس لهن

"তাহারা তোমাদের জন্য পোষাকের আবরণ স্বরূপ আর তোমরাও তাহাদের পোষাকের আবরণ স্বরূপ।" অর্থাৎ তাহারা তোমাদিগকে বিপদ-বেদনার খরতাপ, শোক দুঃখের শীত দংশন এবং গর্হিত যৌন মিলনের দুরাকাঙ্খা হইতে তোমাদের দেহকে নিজেদের সহৃদয় অন্তর এবং দেহরূপ পোষাকের সাহায্যে সুরক্ষিত রাখিবার চেষ্টা করিবে আর তোমাদিগকেও ঠিক অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং পুরুষ এবং নারীকে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে পরস্পরের সুখের অংশী এবং দুঃখের ভাগীদাররূপে মনে করিতে হইবে যাহার ফলে উভয়ের মধ্যে একটি প্রীতিস্নিগ্ধ মধুর সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবে এবং সংসার মরুভূমি একটি স্বর্গীয় নন্দন-কাননে পরিণত হইবে। এই ব্যাপারে কোমল — প্রকৃতি এবং দয়া মমতার বাস্তবছবি গৃহবাসিনী নারীকে সংসার তাপ-দগ্ধ পুরুষের তাপজ্বালা জুড়াইবার দায়িত্ব বেশী করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে প্রথমোক্ত আয়তের প্রথমাংশে নারীর এই প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যকে আল্লাহর অন্যতম নিদর্শনরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

নারীর এই সুমহান দায়িত্ব এবং গুরুভার কর্তব্য পালনের জন্য তাহাকে স্বামীর গৃহাভ্যন্তরেই অবস্থান করিতে হইবে— সেই গৃহকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার এবং তাহার স্বামী ও পুত্রকন্যাদের সুখের নীড়—শান্তির আশ্রয় রচনা করিতে হইবে। নারী হইবে এই স্বর্গ রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী, এখানে অন্য কাহারও হুকুম চলিবে না, তাহার কর্তৃত্ব অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার থাকিবেনা। বাহিরের কোন ঝড় ঝঞ্ঝার বাতাস, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, সামাজিক কলহ এবং অর্থনৈতিক উৎকণ্ঠার দুয়ার খোলা থাকিবেনা, ইহা হইবে শুধু বাড়ী—সমস্ত চিন্তা, সমস্ত উদ্বেগ, সমস্ত ঝড় এবং ঝাপ্টা হইতে সুরক্ষিত দুর্গ—ছায়াময় আশ্রয়স্থল। আমার এই উক্তির পোষকতায় আমি শাস্ত্রীয় কোন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দলিল উধৃত করিব না, ইংরাজী শিক্ষিত নর নারীর মনোরঞ্জনের জন্য ইংরাজ সুলেখক জন রাসকিন (John Ruskin) এর "Woman's True Place & power" নামক নিবন্ধ হইতে খানিকটা উধৃত করিব।

This is the true nature of home—it is the place of Peace, the shelter not only from all injury but from all terror, doubt, and division. In so far as it is not this, it is not home, so far as the anxieties of the outer life penetrates into it, and the inconsistently-minded, unknown, unloved, or hostile society of the outer world is allowed by either husband or wife to cross the threshold, it ceases to be home ; it is then only a part of that outer world which you have roofed over, and lighted fire in. But so far as it is a sacred place, a vestal temple, a temple of the hearth watched over by Household Gods, before whose faces none may come but those whom they can receive with love, so far as it is this ;—and roof and fire are types only of a nobler shade and light—shade as of the rock in a weary land, and light as of the Pharos in the stormy sea ;—so far it vindicates the name and fulfills the praise, of Home.

"গৃহের আসল পরিচয় হইল এই যে, উহা শান্তির আবাস ; উহা একটি আশ্রয় স্থল, শুধু সমস্ত বিপদ আপদ হইতেই নয়, বরং সমস্ত বিভীষিকা, সন্দেহ এবং ঝগড়াবিবাদ হইতেও। যে পর্যন্ত উহা এইরূপ সুরক্ষিত আশ্রয়স্থল না হইতে পারিবে—সে পর্যন্ত উহা গৃহ পদবাচ্য হইতে পারিবে না, যখনই বহির্বিশ্বের চিন্তা এবং উৎকণ্ঠাসমূহ এখানে প্রবেশ লাভ করিবে, এবং অপরিচিত, অবাঞ্ছিত, অসমঞ্জস-মনা ব্যক্তি অথবা বাহিরের ঝগড়াপ্রিয় বিরোধী লোক স্বামী কিম্বা স্ত্রীর অনুমতি ক্রমে উহার প্রবেশ পথ অতিক্রম করিবে তখনই গৃহ আর গৃহ থাকিবে না, উহা তখনই বহির্বিশ্বের এমন একটি অংশে—পরিণত হইবে— যাহার উপর তুমি একটি ছাদ—রচনা করিয়াছ আর যাহার অভ্যন্তরে আগুন প্রজ্বলিত করিয়াছ মাত্র। কিন্তু উহা একটি পূত স্থান, একটি পবিত্র মন্দির, যে গৃহ-মন্দিরে এমন গৃহদেবতা-গণ পাহারায় রত যাহাদের সম্মুখ দিয়া এখানে শুভাগমন করিতে পারে শুধু তাহারাই যাহাদিগকে তাহারা স্নেহ ও দরদের সঙ্গে গ্রহণ করিতে পারে, অন্য আর কেহই নহে ; গৃহের ছাদ আর আগুন মহত্তর ছায়া এবং জ্যোতির প্রতীক মাত্র— এমন ছায়া যাহা ক্লান্তিকর বিরাণ ভূমিতে পাহাড়ের ছায়া সদৃশ ; এমন আলো যাহা ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সাগরে—জ্যোতির উৎস আলোক স্তম্ভের মত। গৃহ যখন ঠিক এইরূপ হইতে পারিবে, তখনই উহার গৃহ নাম সার্থক হইবে—সত্যকার গৃহের প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হইবে।"

অতঃপর লেখক বলিতেছেন, "সত্যকার এবং যথার্থ স্ত্রী যেখানেই অবস্থান করিবে এইরূপ গৃহই সেখানে সে গড়িয়া তুলিবে। তাহার মাথার উপর উন্মুক্ত আকাশ ও তারকাপুঞ্জ আর পদতলে রাত্রির শিশির-সিক্ত দুর্বাদলে জোনাকী পোকা ভিন্ন অন্য কোন ছাদ এবং আলো না থাকিতে পারে—কিন্তু সেই স্থানই তাহার বাড়ী, সেখানেই তাহার গৃহ। আর মহত্ব যে স্ত্রীর ভূষণ তাহার বাড়ীর সীমানা তাহার চতুষ্পার্শে অধিকতর প্রসারিত, দেবদারুর ছাদ বিশিষ্ট এবং লোহিত রঙ্গে রঞ্জিত গৃহ অপেক্ষাও সে গৃহ উত্তম, গৃহহীনদের জন্য—সুপ্রশস্ত আলো বিতরণকারী এ গৃহ।... "

"এমন বাড়ীর গৃহকর্ত্রীকে হইতে হইবে ধৈর্য্য-শীলা, নীতিবতী, সুশীলা, সহজাত ভাবে ও অভ্রান্ত রূপে বুদ্ধিমতী। আত্মপ্রকাশের জন্য নহে, আত্ম-

www.ahlehadeethbd.org

পরিহারের জন্য সে তাহার বুদ্ধিকে পরিচালিত— করিবে, স্বামীর উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নহে, তাহার তরফ হইতে তাহার স্বামী যাহাতে নিরাশ না হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই তাহার— বুদ্ধিকে সে ব্যবহার করিবে; উদ্ধত স্বভাব আর প্রেম শূন্য অহঙ্কারের সঙ্কীর্ণতার ভিতর তাহার বুদ্ধি হুংকারে ফাটিয়া পড়িবেনা বরং বিনয়-নম্র শিষ্টাচার এবং অন্তহীন বিচিত্রপ্রকৃতি ও সর্বথা প্রযোজ্য— ভদ্রোচিত সেবা পরায়ণতার ভিতর উহার সুষ্ঠুবিকাশ-লাভ ঘটিবে। নারী বিচিত্ররূপিনী— কিন্তু এই— বৈচিত্রের প্রকৃতি এমন ছায়া সদৃশ নয় যাহা আলোর প্রকম্পনে বিক্ষিপ্ত এবং আন্দোলিত হইয়া উঠে, বরং উহা আলোর সমধর্মিণী যাহার উপর উহা পতিত হয় উহার বিকীর্ণ ধারা সেই রঙ্গেই রঞ্জিত হইয়া উঠে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উহাকে উজ্জ্বলিত ও উল্লসিত করিয়াও তোলে।" *

আদর্শ গৃহিণীর জন্য সৌন্দর্যজ্ঞান, শৃঙ্খলাবোধ, সঞ্চয়প্রবৃত্তি, প্রভৃতি গুণাবলী অপরিহার্য। এই জ্ঞান, এই বোধ ও এই প্রবৃত্তি তাহার সমস্ত কার্যে অপূর্ব পারিপাট্য ও সৌন্দর্যের আভা ফুটাইয়া তুলিবে, গৃহের সমস্ত দ্রব্যের গোছ-গোছাল এবং আসবাব-পত্রের সাজসজ্জায় সুশৃঙ্খলতার বিশিষ্ট ছাপ আঁকাইয়া দিবে, আহার্য এ ব্যবহার্য দ্রব্যের কিছু অংশ— তাঁহাকে ভবিষ্যৎ অভাব এবং অসময়ের প্রয়োজনের জন্য সঞ্চিত রাখার প্রেরণা যোগাইবে। সুগৃহিণী কখনও অলস হইবে না, বৃথা বাক্যব্যয় এবং ফযুল আলোচনা ও উদ্দেশ্যহীন কার্যকলাপে সময় নষ্ট— করিবেনা। সে হইবে কর্মঠ, কাজ দেখিয়া সে কখনও ভয় পাইবেনা, গৃহের কোন কর্ম সম্পাদনে লজ্জা অনুভব কিম্বা অসম্মান বোধ করিবেনা — সংসারের উন্নতি, পরিবারের আর্থিক সমৃদ্ধির জন্য তাহার নিজস্ব স্থান হইতে স্বামীর সহিত সহ-যোগিতা করিবে, সে তাহাকে প্রয়োজন হইলে উপদেশ দিবে, বুদ্ধি এবং সাহসদ্বারা স্বামীর হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিতে সচেষ্ট হইবে। গৃহিণীকে স্বাস্থ্যজ্ঞান সম্পর্কেও ভালরূপে ওয়াকেফহাল থাকিতে হইবে, এই জ্ঞান তাহাকে শুধু বিশুদ্ধ এবং পুষ্টিকর খাদ্য পরিবেশন এবং গৃহের অভ্যন্তর ও চতুস্পার্শস্থ পরিবেশ-টিকে জঞ্জাল ও আবর্জনা মুক্ত রাখিতেই সহায়তা করিবেনা, রোগীর পরিচর্যা ও পথ্যাপথ্য নির্বাচন এবং শিশুর প্রতিপালন ও উপযোগী খাদ্য বাছাই-য়েও তাহাকে সুপরিচালিত করিবে।

কিন্তু নারীর শ্রেষ্ঠ গৌরব তাহার মাতৃত্বে, তাহার চূড়ান্ত কৃতিত্ব মাতৃত্বের সুমহান দায়িত্ব প্রতিপালনে, জননীর গৌরবময় কর্তব্য সুসমাধায়। পশুর ন্যায় সন্তান ও প্রসবান্তেই সে এ দায়িত্ব হইতে — মুক্ত হইতে পারেনা, শৈশবে শুধু দুগ্ধদান ও পক্ষ-পুটে সন্তানকে আশ্রয়দান এবং স্নেহ বিতরণ দ্বারাই এই কর্তব্য সুসম্পন্ন হয়না, এই পরিমাণ কাজ মাতা পশু দ্বারাও হইয়া থাকে। শ্রেষ্ঠতম পশু অপেক্ষাও বহু— বহু উর্ধে তাহার স্থান। আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি— দুনিয়ার বুকে তাহার সুনির্বাচিত একমাত্র প্রতি-নিধি—মনুষ্যজাতির মহিমান্বিতা ধারয়িত্রী এবং জননী সে। অমর কবি ইকবালের ভাষায়—

وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ
اسی کے ساز سے ہے زندگی کا ساز دروں -
شرف میں بڑھکے ثریا سے مشت خاک اس کی
کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں -

"নারীর অস্তিত্বের ফলেই বিশ্ব জীবনের ছবিতে রঙ্গের ঝলক; তাহারই বীণার সুরে জীবন-বীণা গীত-মুখর। তাহার এক মুষ্টি মৃত্তিকা আকাশের উচ্চতম তারকার চাইতেও অধিক মর্যাদাবান। কারণ সমস্ত গৌরব-গরিমা তাহারই ঝিনুকে প্রতিপালিত মুক্তা।" পুনঃ—

زن نگہ دارندۂ نار حیات
فطرت او لوح اسرار حیات
انش مارا بجان خود زند
جوہر او خاک را آدم کند -
در ضمیر ممکنات زندگی
از تب وتابش ثبات زندگی -

* Ideals And Realities, pages 19 & 20

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"নারী জীবন-বহ্নির রক্ষয়িতা, তাহার স্বভাব জীবন-রহস্যের ধারয়িত্রী। আমাদের আগুনকে সে ধরিয়া রাখে তাহার অন্তরে, তাহার জওহর মাটিকে রূপান্তরিত করে মানুষে। তাহার হৃদয়-অভ্যন্তরে জিন্দেগীর অনন্ত সম্ভাবনাগুলি রহিয়াছে লুক্কায়িত, তাহার জ্যোতিতেই জীবনের স্থায়িত নির্ভরশীল।"

শিশু মাতৃদেহের সারসার হইতে মাতৃগর্ভে এবং শৈশবে যেমন তাহার দৈহিক পরিপুষ্টি, স্বাস্থ্য ও সৌরভলাভ করিয়া থাকে তেমনি তাহার প্রকৃতি-গত গুণ বৈশিষ্টগুলিও উত্তরাধিকারী সূত্রে আপন হৃদয়মন ও স্বভাবের মধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহার উপর শৈশবের কচিমনে তাহার একমাত্র নির্ভর ও আশ্রয় মাতাই সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার এবং ছাপ অঙ্কিত করিয়া দিতে সক্ষম হয়। — প্রাণীতাত্ত্বিক এবং মনস্তাত্ত্বিত বিজ্ঞানবিদদের — (Biologist & Psychologist) সকলেই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত।

উত্তরাধিকার (Heredity) এবং পরিবেশ — (Environment) এই দুই উপায়েই শিশুর চরিত্র গঠিত এবং যোগ্যতা অর্জিত হইয়া থাকে। শিশুর দেহ এবং অন্তরে পিতা ও মাতা হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্ভাবনার বীজগুলির প্রকৃতিগত কোন পরিবর্তন সম্ভব নহে বটে কিন্তু উক্ত সম্ভাবনাগুলির সুষ্ঠু বিকাশ অনুকূল পরিবেশের উপরই নির্ভর করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, নির্দিষ্ট প্রকরণের ধানের বিছন সুকর্ষিত উর্বর ক্ষেত্রে ছিটাইয়া দিলে উহা হইতে উত্তম ধান প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিবে কিন্তু এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত দেখিতে চাহিলে ঠিক সময়মত এবং পরিমিত অংশে পানি, রৌদ্র, বাতাস, নিড়ানি প্রভৃতির প্রয়োজন হইবে, পরিবেশ প্রতিকূল হইলে অথবা যত্নের অভাব ঘটিলে সম্ভাবনার রূপায়ণ অর্থাৎ উত্তম ধান প্রাপ্তির আশা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। মানুষের বেলাতেও ঠিক ঐ একই কথা। নির্দিষ্ট স্বামী এবং স্ত্রীর মিলনজাত সন্তানের বুদ্ধি ও কার্যক্ষমতার বিকাশ, স্বভাব এবং চরিত্রের উন্নয়ন এইরূপে পরিবেশ এবং শিক্ষার উপরই বহুল পরিমাণে নির্ভর করিবে। বিজ্ঞানবিদ ও জীবন সমালোচক হাক্সলী বলেন:

"What we may call social environment or tradition (in the sense of education, the various influences of home, of civilization, of one's country) plays a much larger part in moulding development in him than in any other organism. The same child which would grow-up in one way brought up in England of the Twentieth century would have developed quite differently in England of the tenth century, or in modern Russia. It is the prevailing tradition of a nation which largely determines what we call—"National Characteristics"..... A national tradition may—and does change very rapidly, and so mould what is inborn in the national temper into quite new forms,"

"আমরা যাহাকে সামাজিক পরিবেশ অথবা জাতীয় ঐতিহ্য বলিয়া থাকি—প্রচলিত শিক্ষা, গৃহের বিভিন্নরূপী প্রভাব এবং নিজ দেশের বা জাতির সভ্যতার অর্থে—তাহা অন্য যে কোন প্রাণী অপেক্ষা মানুষের চরিত্র গঠনে অধিকতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকে। বিংশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে একটি ছেলে যে ভাবে গড়িয়া উঠিবে ঠিক সেই ছেলেটি এক হাজার বৎসর পশ্চাতের ইংল্যাণ্ডে কিম্বা আধুনিক রাশিয়ায় সম্পূর্ণ অন্যভাবে গড়িয়া উঠিত বা উঠিবে। আমরা যাহাকে National Characteristics অর্থাৎ জাতীয় বৈশিষ্ট্য আখ্যা দিয়া থাকি উহা প্রধানতঃ এবং বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে একটি জাতির সম্মুখস্থ প্রবহমান ঐতিহ্য ধারা দ্বারা। ..... জাতীয় ঐতিহ্য অতি দ্রুত পরিবর্তিত হইতে পারে ও হইয়াও থাকে এবং সেইভাবে জাতীয় স্বভাব এবং

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আচরণের সহজাত ভাবধারাগুলিকে সম্পূর্ণ নূতন আকারে রূপান্তরিত করিয়া তুলিতে পারে। *

বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন জগৎ সংসার — বিবর্তনের ধারায় গতিশীল রহিয়াছে। প্রকৃতির সমস্ত উপাদান—উদ্ভিদ, প্রাণী, মনুষ্য সমস্তই ক্রম-বিকাশের ধারা বহিয়া উন্নতির পথে আগাইয়া—চলিয়াছে। অস্তিত্বরক্ষার জীবন-সংগ্রামে যাহারা হারিয়া যাইতেছে তাহারা পিছনে পড়িয়া অন্যের পদপিষ্টে নির্মূল হইয়া যাইতেছে; যাহারা আগাইতে পারিতেছে তাহাদের লইয়া প্রকৃতি নবতর, সুন্দরতর এবং মহত্তর জগৎ রচনা করিতে চাহিতেছে।

বিবর্তনবাদের এই থিওরী উদ্ভিদ এবং প্রাণী-তাত্ত্বিক (Botanical & Biological) ক্ষেত্রে কি পরিমাণে সত্য সে প্রশ্ন বাদ রাখিয়াও একথা নিশ্চিতভাবে বলা যাইতে পারে যে, মানুষের মনোরাজ্যে ইহার সত্যতা অনস্বীকার্য। যুগের পর যুগ মানুষের মনের পরিধি বিস্তততর হইয়া চলিয়াছে এবং মহত্তর মানবতার সৃষ্টির জন্য মানুষ আপ্রাণ চেষ্টা এবং সাধ্য সাধনা করিয়া যাইতেছে। একথা সত্য যে, মানুষ পদে পদে ভুল করিতেছে এবং ভোগের স্বার্থপরতা অর্থের লোলুপতা, জ্ঞানের অহঙ্কার ও শক্তির দম্ভ পৃথিবীতে রক্ত প্রবাহের স্রোত বহাইয়া এই অগ্রগতিকে মাঝে মাঝে ব্যাহত করিয়া দিতেছে, কিন্তু তবু বিশ্বপ্রকৃতি যে তাহাদিগকে অগ্রগতির পথে নিরন্তর আহ্বান জানাইয়া যাইতেছে—এ কথা স্বীকার না করিলে সত্যের অবমাননা করা হইবে।

ইছলাম প্রাকৃতিক ধর্ম। তাই এই গতি প্রকৃতিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইছলাম মানুষের এই অগ্রগতির চূড়ান্ত লক্ষ্যস্থল সুনির্ধারিত করিয়া দিয়াছে। আর লক্ষ্যে পৌছিবার অভ্রান্ত গতি-পথও সুনির্দিষ্টভাবে বাঁধিয়া দিয়াছে। ইহার পরিচয় আছে আল্লাহর শাশ্বত কালামে, রছুলের (দঃ) অমর পয়গামে। এই পথ ধরিয়াই আমাদের পূর্ববর্তীরা আগাইয়া গিয়াছেন। এই পথ ভুলিয়া পরবর্তীরা পিছাইয়াছে, হোচট খাইয়াছে— ধ্বংস হইয়াছে! দীর্ঘ দিনের বিরূপ অভিজ্ঞতার পর—মুছলমানের দিশা ফিরিয়া আসিয়াছে, সঠিক পথে অগ্রসর হওয়ার প্রতিশ্রুতিতে তাহাদের বৃহত্তম জনসমষ্টি পাকিস্তান রূপ একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র লাভ করিয়াছে। এইবার তাহাদের আপন পথে নিজস্ব ঐতিহ্যের গতিধারায় প্রগতির পথে আগাইয়া চলার পালা।

কিন্তু পথ খুব সহজ নয়, বিভ্রান্ত করার, পদ-স্খলিত করার, পথভ্রষ্ট করার জন্য ঘাটে ঘাটে দুশমন ওঁত পাতিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু আমরা আমাদের লক্ষ্যস্থলের প্রতি যদি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি আর পথ ছাড়িয়া এদিক ওদিক না দৌড়াই তাহা হইলে কোন শত্রুই আমাদের গতিরোধ বা বিভ্রান্ত করা দূরের কথা কেশ পর্যন্ত স্পর্শ করিতে পারিবেনা। কিন্তু ইহার জন্য আমাদের প্রত্যেককে লক্ষ্য এবং পথ ভাল রূপে চিনিয়া লইতে হইবে, আমাদের দেহ মন হইতে দীর্ঘদিনের বিরুদ্ধ প্রভাব এবং আদর্শ বিরোধী ভাবধারার সমস্ত রেশ মুছিয়া ফেলিতে হইবে, আমাদের গৌরবময় নিজস্ব ইতিহাসের দিকে মুখ ফিরাইতে হইবে, স্বকীয় ঐতিহ্যের প্রতি অন্তরে অনুরাগ সৃষ্টি করিতে হইবে।

এই জন্যই সঠিক পরিবেশ ও উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ বর্ধিত এবং শিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত হইবে— কিন্তু পরিবেশের আদি কেন্দ্র হইবে গৃহ আর শিক্ষার গোড়া পত্তন হইবে আপন পরিবারে তাহার প্রথম আশ্রয় স্থল জননীর কোলে। আপন শিশুর আহার দান ও প্রতিপালনে, বুদ্ধির বিকাশে এবং অন্যান্য শক্তিনিচয়ের পরিস্ফুটনে পাকিস্তানী মাতার বহুবিধ কর্তব্য রহিয়াছে, কিন্তু সব কর্তব্যের সেরা কর্তব্য—সব দায়িত্বের বড় দায়িত্ব তাহার শিশু সন্তানের অন্তরে জাতীয় সচেতনতার অঙ্কুর বপন করা, তাহার সুমহান অতীত, তাহার ধর্ম, তাহার কৃষ্টি, তাহার ইতিহাসের—সহিত তাহার যোগসূত্র স্থাপিত করিয়া দেওয়া।

* Vide Prof. Julian S. Huxley's Essay on Nature and Nurture in his book "The Stream of Life." page—42

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সে যে এক বিরাট জাতির ও মহান মিল্লতের অন্যতম অংশ, এক বিশাল সেনাবাহিনীর অন্যতম সৈনিক, আদর্শের লড়াইয়ে এক বীর যোদ্ধা, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অন্যতম স্রষ্টা—এই বোধ তাহার কচি অন্তরে একমাত্র তাহার মাতাই সর্বপ্রথম উন্মেষিত, দৃঢ়বিদ্ধ এবং সদা জাগ্রত রাখিতে পারে। কিন্তু এই মহান দায়িত্ব পালন করিতে হইলে স্বয়ং মাতাকে সর্বাগ্রে এই আদর্শের সঙ্গে সুপরিচিতা, উহার প্রতি অনুরাগিনী এবং সন্তানের মনে সেই অনুরাগ সৃষ্টি করিয়া দেওয়ার মত যোগ্যতা অর্জন এবং সুশিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। যত নৈপুণ্য এবং সার্থকতার সঙ্গে সে তাহার উপর ন্যস্ত এই পবিত্র দায়িত্ব পালন করিতে সক্ষম হইবে—দেশ এবং জাতির লক্ষ্য পথে অগ্রগতি ততই দ্রুততর, সহজতর হইয়া উঠিবে।

আমাদের দেশের নারী শিক্ষার গতি ও প্রকৃতি আলোচনা করিতে বসিয়া আমি অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছি—অনেকের ধৈর্য্যের সীমাও হয়ত অতিক্রম করিয়া ফেলিয়াছি কিন্তু আমি অবান্তর এবং অনাবশ্যক প্রসঙ্গ উত্থাপন করি নাই— আমাদের শিক্ষা নীতির এবং বিশেষ করিয়া নারী-শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এই মুহূর্তে একেবারে ফরয— অবশ্য কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্ত্রী, গৃহিণী এবং মাতা হিসাবে নারীর স্থান কোথায়, পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি সংস্থাপনে তাহার ভূমিকা, এবং জাতি গঠনে তাহার কর্তব্য কি, সুযোগ এবং শক্তি কি পরিমাণ ইছলামের আলোকে এবং স্বভাবের বিচারে—প্রথমে সঠিকভাবে তাহা উপলব্ধি করিয়া তবেই আমরা তাহার উপযোগী এবং সার্থক শিক্ষা ব্যবস্থার আয়োজন করিতে পারি।

সমাজ জীবনে নারীর স্থান, জাতীয় কর্তব্যে তাহার ভূমিকা এবং বিশেষ করিয়া আদর্শিক রাষ্ট্র পাকিস্তানে তাহার দায়িত্ব সম্বন্ধে সবিস্তার —আলোচনার পর এখন আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা—যে শিক্ষা ব্যবস্থায় নারী এবং পুরুষ একসঙ্গে শিক্ষালাভ করিতেছে—মুছলিম নারীর শিক্ষাগত উদ্দেশ্য কতদূর সফল করিয়া তুলিতেছে। এ কথা বোধহয় না বলিলেও চলে যে, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই শিক্ষা শুধু আর্থিক উপার্জনের প্রস্তুতির পথ দেখাইয়াই ক্ষান্ত হয়না, ভোগলালসার দুর্নিবার স্পৃহাও জাগ্রত করিয়া দেয়। এই শিক্ষা নারীকে জীবনের সংগ্রাম ক্ষেত্রে পুরুষের সহিত শুধু অশুভ প্রতিযোগিতার কার্যেই নামাইয়া আনে না, তাহাদের সহিত অবাধ মেলামেশার, ক্লাবে থিয়েটারে আড্ডা মারার, শিকারে, পর্যটনে আমোদ লুটিবার প্রেরণাও জাগাইয়া দেয়। এই শিক্ষা নারীর সভাবসুন্দর সলজ্জতা, স্ত্রীর অকৃত্রিম সেবা-পরায়ণতা, গৃহিণীর ঘর বাঁধার অন্তরজাত আগ্রহশীলতা, মাতৃ হৃদয়ের স্নেহ মমতা, প্রভৃতির স্বাভাবিক বিকাশ প্রবণতাকে উৎসাহিত করেনা, বরং তাহার সহজাত লজ্জার আভরণ খুলিয়া দেয়; বাহিরের আকর্ষণ, সুদূরের আহবান তাহাকে তাহার শান্তি নীড় ঘরের সঙ্কীর্ণ আবেষ্টনী হইতে টানিয়া আনিয়া তাহাকে উন্মুক্ত আকাশতলে তাহার স্বভাব-প্রতিকূল, ধূলি-ধূসরিত, বাষ্প আঁধার ও মেঘ-জমাট কৃষ্ণ আবহাওয়ায় নিক্ষেপ করে। এই শিক্ষা মাতৃত্বের শাশ্বত আকাঙ্খা, অথবা দেহজাত সন্তানের প্রতিপালন আর শিক্ষাদানের আনন্দানুভূতিকে উন্মেষিত ও বিকশিত হওয়ার পথ দেখায় না, বরং মাতৃত্বের পবিত্র দায়িত্ব এড়াইবার, সন্তানের প্রতি মাতার কর্তব্য ফাঁকি দেওয়ার ঈঙ্গিত প্রদান করে! এই শিক্ষা ভিন্ন-আকৃতি ও বিপরীত প্রকৃতির নারীকে পুরুষের সহিত একই শিক্ষানীতি ও পাঠ্য তালিকার ব্যবস্থা প্রদান করিয়া তাহার দেহ, মন, চোখ মুখ, কথা এবং আচরণের সেই লোভনীয় মাধুর্য এবং লালিত্য, সেই চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্য এবং সুবিমল শান্তিচ্ছবিকে বিনষ্ট করে যা নারীত্বের ভূষণ, নারী জীবনের গৌরব নিদর্শন, তার অন্তরাত্মার দীপ্তিমান সৌরব। কবির ভাষায় যা—

A Countenance in which did meet
Sweet records, promises as sweet *

* Lucy—Wordsworth,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

স্বভাব ধর্ম ইছলামের আদর্শকে এই রাষ্ট্রে—রূপায়িত করিয়া তুলিতে হইলে নারী শিক্ষার এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থা বর্জনপূর্বক প্রাকৃতিক নিয়ম আর ইছলামের বিধান ও তামাদ্দুনিক ঐতিহ্যের ভিত্তিতে নারী শিক্ষার নব সৌধ রচনা করিতে হইবে। পুরুষ ছাত্রের পাঠ্য তালিকা তাহার উপর জোরপূর্বক না চাপাইয়া নারী প্রকৃতির সহিত সুসমঞ্জস এবং উপযুক্ত স্ত্রী, আদর্শ গৃহিণী এবং যোগ্য মাতা তৈয়ারের উপযোগী এবং সর্বোপরির নারীত্বের বিকাশ সহায়ক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইবে।

এই জন্য নারী শিক্ষার পাঠ্য তালিকায় নারীর স্বামী, পুত্র-কন্যা ও আত্মীয়-কুটুম্ব পরিবৃত আশ্রয় নীড়টিকে সর্ব ব্যাপারে সর্বদিক দিয়া সুন্দর, সুশৃঙ্খল, সুষমা-মণ্ডিত, সুসমৃদ্ধ ও শান্তিময় আকর্ষণীয় গৃহ এবং জ্যোতির্ময় শিক্ষাগার রূপে গড়িয়া তোলার জন্য যে ধরণের মনোবিকাশ ও শারীর গঠন এবং অভ্যাস অনুশীলনের প্রয়োজন নবপ্রবর্তেয় নারী-শিক্ষা —ব্যবস্থাকে সেই সব উপাদানে নব ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

এই জন্য মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার শেষ —পর্যায়ে এবং মাধ্যমিক স্তরে সৌন্দর্যজ্ঞান, স্বাস্থ্যনীতি, গার্হস্থ অর্থনীতি, খাদ্য বিজ্ঞান, নার্সিং, পাকপ্রণালী, সূচকার্য, শিশুপালন, প্রভৃতির বিশেষ ব্যবস্থা যে রাখিতে হইবে সে কথা বলাই বাহুল্য।

ধর্মীয় বিষয়গুলির মধ্যে নীতিকথা, নবীকাহিনী ও চরিত্রপাঠ এবং জাতীয় ইতিহাস সামাজিক —রীতিনীতি ও তামাদ্দুনিক বৈশিষ্ট্যগুলির শিক্ষা এমন সুনির্বাচিত সিলেবাসের সাহায্যে দিতে হইবে যাহাতে ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ও জাতীয় সচেতনতার জলন্ত ছাপ তাহার হৃদয়গাত্রে অংকিত হইয়া যায় এবং উত্তরকালে সন্তানবৃন্দের কোমল হৃদয়ে উহা নূতন করিয়া অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিতে পারে। বিজ্ঞান এবং সাহিত্যকলায় তাহার পাণ্ডিত্য অর্জনের প্রশ্ন খুব বড় কথা নহে, বড় কথা এই যে, সে উক্ত বিষয়ের যেকুটু পাঠ করিবে ততটুকুই যেন তাহার অন্তরকে অনুরণিত এবং চিন্তাশক্তিকে আলোড়িত ও সচেতন করিয়া তুলিতে পারে। সে ইতিহাসের তারীখ ও ঘটনাপুঞ্জ, সহর বন্দরের ভৌগলিক অবস্থান এবং মহৎ ব্যক্তিদের নাম ধাম কি পরিণাম আয়ত্ব করিল তাহার দ্বারাই তাহার—কৃতিত্বের পরিমাপ করা চলিবেনা, কৃতিত্বের হকদার হইবে সে তখনই যখন সে যাহা কিছু পাঠ করিবে তাহাই সে সমস্ত সত্তা দিয়া বুঝিবে, হৃদয় দিয়া অনুভব ও উপলব্ধি করার চেষ্টা করিবে এবং উহা তাহার কল্পনা শক্তিকে উজ্জীবিত করিয়া তুলিবে।

সুতরাং নারী শিক্ষার সাধারণ পাঠ্য তালিকায় ঘটনা পুঞ্জের লক্ষশূন্য সমাবেশ নয়, বর্ণনার—উদ্দেশ্যমূলক নৈপুণ্যই একান্ত ভাবে প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যবস্থাপক, পাঠ্যতালিকার নির্ধারক, টেক্সট বুকসমূহের লেখক এবং শিক্ষকবৃন্দের খেয়াল রাখা প্রয়োজন তাঁহাদের শিক্ষাদানের লক্ষ্য শুধু তাঁহাদের—সম্মুখস্থ শিক্ষার্থিনীই নয়, রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা শিশুদের মাতা ও আদি শিক্ষয়িত্রীও বটে। ছাত্রীদের শিক্ষাদানের অর্থই তাহাদের ভবিষ্যৎ সন্তানবৃন্দের মূল শিক্ষার ব্যবস্থা। চিন্তাশীল লেখক দুররানী ছাহেব সত্যই বলিয়াছেন,—

"The education and training of the young is primarily a question of the training and education of their mothers" শিশুদের লেখাপড়া ও শিক্ষাদান—মূলতঃ তাহাদের মাতাদের লেখাপড়া ও শিক্ষাদানের প্রশ্ন ভিন্ন আর কিছুই নয় *

বস্তুতঃ মাতাদের শিক্ষা ও তরবীয়ত এবং চরিত্রের উপরই জাতির উত্থান পতন, গৌরব অগৌরবের প্রশ্ন নিবিড় ভাবে জড়িত।

فطرت تو جذبہا دارد بلند'
چشم هوش از اسوهٔ زهرا مبند'
تا حسینے شاخ تو بار آورد'
موسم پیشیں بگلزار آورد'

* F. K. Khan Durrani— A Plan Of Muslim Educational Reform—page 9

www.ahlehadeethbd.org

সম্রাট আলমগীর

[আওরঙ্গযেবের চরিত্রমাহাত্ম্য এবং ধর্মীয় অনুরাগের মূল্য নিরূপণ]

—ইব্‌নে সিকন্দর

পাক-ভারত ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম সম্রাট আবুল মুযাফ্‌ফর মুহীউদ্দিন আওরঙ্গযেব আলমগীর গাযীর বিস্ময়কর প্রতিভা, দুর্জয় সাহসিকতা, অনমনীয় — চারিত্রিক দৃঢ়তা, অকৃত্রিম ধর্মীয় অনুরাগ, আবিলতা-মুক্ত নৈতিকতা ও অনুপম কীর্তিগাঁথা অতীত ও বর্তমানের শত্রুমিত্র দোস্তদুশমন সকল সমালোচকের মুগ্ধদৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। আমরা আমাদের দুর্বল ও অনিপুণ হস্তে এই পূতচরিত্র রাজর্ষি সম্রাটের গুণবৈশিষ্ট্য এবং ধর্মীয় অনুরাগের একটি সংক্ষিপ্ত — কলমী নক্সা অঙ্কনের চেষ্টা করব।

সম্রাট শাহজাহান এবং বেগম মোমতায মহলের তৃতীয় পুত্র মুহীউদ্দিন মোহাম্মাদ আওরঙ্গযেব ১৬১৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর বর্তমান বোম্বাই প্রেসিডেন্সির দোহাদ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

শৈশব থেকেই তাঁর বুকের বল, অন্তরের সাহস বুদ্ধির দীপ্তি, ধর্মপ্রীতি, শিক্ষা-অনুরাগ এবং স্মৃতিশক্তির অপূর্ব নিদর্শন সকলকে চমকিত ও স্তম্ভিত করে এবং তাদের সপ্রশংসদৃষ্টি আকর্ষণ করে।

১৪ বৎসর বয়সের একটি ঘটনা—

বাংলার সুবাদার শাহজাহানের নিকট সুপ্রশংসিত ৪০টি খেলোয়ার হস্তী পাঠিয়েছেন। সম্রাট তখন লাহোরে। তিনি হস্তীর দ্বন্দ্বক্রীড়া দেখতে খুব ভালবাসেন। এই হাতীগুলোর মধ্যে দুটো—'শুধাকর' ও 'ছুরৎ সুন্দর'কে এজন্য বেছে নেয়া হল। প্রথমটির সুলম্ব দন্ত ছিল, দ্বিতীয়টির ছিল না। হুকুমমাত্র তারা যুদ্ধ শুরু করল। বিখ্যাত শালিমার পুষ্পোদ্যানের একটি সুদৃশ্য প্রাসাদের দ্বিতল বারিন্দায় বিপুল রাজকীয় শানসওকতের সঙ্গে শাহানশাহ উপবিষ্ট। নিবিষ্ট মনে তিনি খেলা দেখছেন আর উপভোগ করছেন।

চার যুবরাজ—দারা, সুজা, আওরঙ্গযেব এবং মুরাদ নিচে ৪টি সুন্দর অশ্বপৃষ্ঠ থেকে তামাসা দেখছেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর দন্তহীন ছুরৎ সুন্দর পরাজিত হয়ে দিগবিদিক বিচার না করে মত্ত হস্তীর ন্যায় ছুট দিয়েছে, 'শুধাকর' সক্রোধে তার পিছু নিয়েছে। পরাজিত হাতী ঠিক যুবরাজদের নিকট এসে পড়ছে, এখনই যে কোন দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। যুবরাজরা ৩ জনে যে যে দিকে পারলেন প্রাণের দায়ে ঊর্দ্ধশাসে সড়ে পড়লেন। কিন্তু আওরঙ্গযেব অটল, অনড়। ছুরৎ সুন্দর তার পাশ ঘেষে দূরে চলে গেল। 'শুধাকর' তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে না পেয়ে আওরঙ্গযেবকেই — আক্রমণ ক'রে বসল। ১৪ বৎসরের বালক আল্লাহর নামে তার হস্তস্থিত বর্শা অমিত তেজে মত্ত হস্তীর কপালে নিক্ষেপ করলেন। আহত হাতী তার সুবৃহৎ দন্তের সাহায্যে আওরঙ্গযেবের ঘোড়াকে ভূপাতিত করে ফেলল। বালক সঙ্গে সঙ্গে লম্ফ দিয়ে মাটীতে পড়লেন। অবিলম্বে বর্শা হস্তে তুলে নিয়ে আবার হাতীকে সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হলেন। ইতিমধ্যে উপস্থিত লোকজন সব দৌড়ে কাছে এলেন। শাহান শাহ উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে ভীত ত্রস্তপদে নিচে নাবলেন। আওরঙ্গযেব মন্থরগতিতে সম্রাটের দিকে এগোতে লাগলেন।

নাযির ঈ'তিকাদ খান এই অবস্থায় যুবরাজের এই মন্থরগতির জন্য রুষ্ট হলেন, চিৎকার করে বললেন, "সম্রাট তোমার জন্য ভয়ার্ত সন্ত্রস্ত, আর তুমি তার দিকে ধীর পদবিক্ষেপে এগোচ্ছ?"

"হস্তীটা কাছে থাকলে হয়ত আমার গতিকে দ্রুততর করার প্রয়োজন ঘটত। কিন্তু হাতী এখন দূরে। এখন বিচলিত হওয়ার কোনই কারণ নেই।"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

—নম্রস্বরে উত্তর দেয় যুবরাজ।

আওরঙ্গযেব তাঁর পিতার কাছে পৌছলেন। সম্রাট তাঁকে সাদরে আলিঙ্গন করলেন, আর পুরস্কার স্বরূপ এক লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করলেন। সস্নেহ বললেন, বৎস, আল্লাহর শোকর, ব্যাপারটার শুভ পরিণাম ঘটেছে। খোদা না করুন, যদি এর পরিণাম অন্য দিকে গড়াত, তাহলে কী বে-ইয্যতীই না ঘটে যেতো?

আওরঙ্গযেব সশ্রদ্ধ ছালাম জানায় আর মৃদু হেসে উত্তর দেয়, "এর পরিণাম অন্য কোন রূপ দাঁড়ালে তাতে বে-ইয্যতির কিচ্ছু ছিল না। বরং আমার ভ্রাতারা যা করলেন তাই ছিল লজ্জাস্কর।
মৃত্যু ছড়িয়ে দেয় তার সর্বআবরক কৃষ্ণ পর্দা,
বৃহত্তম সাম্রাজ্যের মালিক সম্রাটের দেহের উপরও।"

আওরঙ্গযেব তাঁর বাল্য শিক্ষা লাভ করেন এমন সব বুযর্গ উস্তাদদের পাদপদ্মে বসে যারা সে যুগে ইছলামী শাস্ত্রের জ্ঞানগভীরতায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন প্রভূত পরিমাণে। তাঁদের মধ্যে এক-জনের নাম ছিল শেইখ আবদুল কাদের বুরহানপুরী। পাণ্ডিত্যে, ধার্মিকতায়, নৈতিক চরিত্রে ভারতে তাঁর জুড়ি ছিলনা। তিনি শুধু কোরআনের তফছীর, হাদীছ আর ফেকাহ প্রভৃতি শাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারীই ছিলেন না— শরীঅতের খুঁটিনাটিগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মেনেও চলতেন। আওরঙ্গযেবের কিশোর মনে এঁর প্রভাব গভীর ভাবে অঙ্কিত হয়ে যায়। তিনি এই ঋষি পণ্ডিতের এবং অন্যান্য— প্রসিদ্ধ আলেমদের নিকট কোরআনের তফছীর, হাদীছ গ্রন্থ এবং ফেকাহ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। দার্শনিক পণ্ডিত ইমাম গাযযালী, শেইখ শরফুদ্দীন ইয়াহ্য়া মানেরী, শেইখ জয়েনউদ্দীন, শেইখ কুতবুদ্দীন মুহীউদ্দীন শিরাজী, প্রভৃতির রচিত গ্রন্থ এবং কবিতা সঞ্চয়ণ তিনি পরম আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করতেন। এ গুলো ছিল তাঁর জীবন সাথী, পর-বর্তী জীবনে রাজকার্যের বিরাট দায়িত্বের সামান্য ফাঁকে তিনি এ সবের ভিতর নিজেকে ডুবিয়ে দিতে আনন্দ পেতেন। ফেকাহ্ শাস্ত্রের জটিল প্রশ্নগুলোও তিনি পরম কৃতিত্বের সঙ্গে আয়ত্ব করে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর সব দেশের সে সময়ের সংগ্রহ-সাধ্য ইতিহাস, ভৌগলিক তথ্য, দেশ বিদেশের সমসাময়িক রাজরাজাদের শক্তি— সামর্থ, যুদ্ধবিদ্যা, শাসন পদ্ধতি, প্রভৃতির সঙ্গে ওয়া-কেফহাল হতেও সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন।

আওরঙ্গযেবের ইছলাম-প্রীতি এবং অসাধারণ স্মৃতিশক্তির বড় প্রমাণ তাঁর কোরআন মজীদ হেফ্জ করার কার্য্য। শাহানশাহে আলমগীর তাঁর অন্তহীন সদগুণ বলে জীবনে বহু গৌরবের অধিকারী হন। কিন্তু ৪৩ বৎসর বয়সে এই সদাব্যস্ত সম্রাট মাত্র একবৎসরের সংকীর্ণ সময়ে গোটা কোরআন-মজীদ হেফ্য ক'রে তাঁর গুণামুগ্ধদের অন্তরে যে বিস্ময়ের সঞ্চার এবং তাদের হৃদয়-সিংহাসনে যে সুউচ্চ আধ্যাত্মিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হন তার তুলনা নেই। ১০৭১ হিজরী সালে তিনি নিয়মিতভাবে এই— পবিত্রগ্রন্থ মুখস্থ করা শুরু করেন আর পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ ১০৭২ সালেই উহা সম্পূর্ণ শেষ করেন। আবজাদের হিসেবে سنقرئك فلا تنسى ("আমরা তোমাকে পড়িয়ে দেব তখন আর ভুলবেনা) এর সাংখিক রূপান্তর হোলো ১০৭১ আর لوح محفوظ (সুরক্ষিত ফলক) কথার রূপান্তর হল ১০৭২। — সম্রাটের হেফ্জ শুরু করার আর তা খতম হওয়ার যে দুইসন তার সঙ্গে উপরোক্ত দুটি অতি উপযোগী আয়ত বা আয়াতাংশের মিল ঘটে যাওয়া তাঁর চরম সৌভাগ্যের চমৎকার নিদর্শন। হাফিয হিসেবেও তিনি সাধারণ পর্যায়ভুক্ত ছিলেন না। তাঁর সময়-কার সর্বত্তোম কোরআন হাফিযদের মধ্যে তিনি গণ্য হতেন।

আওরঙ্গজেবের হস্তলিপি ছিল যেমন সুন্দর তাঁর রচনাশক্তিও ছিল তেমনি চমৎকার। বিবিধ রাজকার্যে, যুবরাজদের উদ্দেশ্যে এবং অন্যান্য প্রয়োজনে তিনি স্বহস্তে যে সব চিঠিপত্র লিখেছেন তার একটা বড় অংশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এই উদ্ধারকৃত চিঠির পাণ্ডুলিপির সংখ্যা দুই হাজার। এগুলো বিলেতের ইণ্ডিয়া অফিস, ভারতের সুপ্রসিদ্ধ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

লাইব্রেরী এবং ব্যক্তিবিশেষের নিকট আজও মওজুদ রয়েছে। এ সবের কিছু কিঞ্চিৎ ইংরেজী তরজমা আমাদের দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে—তাতে তাঁর অসাধারণ জ্ঞানবত্তা এবং অপূর্ব রচনাশক্তির পরিচয় দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। পত্রসমূহের একটা বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেকটি চিঠির উপসংহারে বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে সুসমঞ্জস দু' একটি সুনির্বাচিত কবিতাংশ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। নীতি কবিতার প্রতি সম্রাটের প্রগাঢ় অনুরাগ এবং তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির নির্ভুল চিহ্ন এসব চিঠি বহন করছে।

আওরঙ্গযেবের সুবিখ্যাত জীবনী লেখক স্যার যদুনাথ সরকার বহুস্থলে এই মহর্ষি সম্রাটের প্রতি তাঁর অন্তরের সুগভীর বিতৃষ্ণা এবং সুতীব্র বিষ ছড়িয়েও তাঁর পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যানুরাগ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন তার অংশ বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হোলো। তিনি বলেন :

Unlike other sons of monarchs, Aurangzib was a widely-read and accurate scholar, and he kept up his love of books to his dying day. Even if we pass over the many copies of the Quran that he wrote with his own hand, as the mechanical industry of the zealot, we cannot forget that he loved to devote the scanty liesure of a very busy ruler to reading Arabic, works on Jurisprudence and Theology, and hunted for MSS of rare old books like the *Nehaya* the *Ihya-ul-Ulum* and the *Diwan-i-Saib* with the passion of an ideal bibliophile. His extensive correspondence proves his mastery of Persian poetry and Arabic sacred literature as he is ever ready with apt quotations for embellishing almost every one of his letters. In adition to Arabic and Persian he could speak Turkish & Hindi (Urdu) fluently. *

"রাজা বাদশাদের সন্তানদেরকে সাধারণতঃ খুব বেশী পড়ুয়া এবং বড় রকম বিদ্বানরূপে বড় একটা দেখা যায়না। কিন্তু আওরঙ্গযেব ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তার অধ্যয়নের ক্ষেত্র ছিল প্রশস্ত আর—অধীত বিষয়ের জ্ঞান ছিল সুগভীর। জীবনের শেষ দিবস পর্যন্ত তিনি তার বই পড়ার আসক্তি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। ধর্মের প্রতি অতি আগ্রহশীল গোড়া ধার্মিকের যত্ন সদৃশ অক্লান্ত উদ্যম নিয়ে তিনি নিজ হস্তে যে অসংখ কোরআন নকল করে গিয়েছেন সে কথা বাদ দিলেও আমরা একথা কখনো ভুলতে পারি না যে, তাঁর মত একজন সদা অতিব্যস্ত—শাসক শাসনযন্ত্রের সমস্ত কার্য স্বয়ং পরিচালনা ও তদারক করবার পর যে সামান্য সময়টুকু পেতেন সেই অবসরটুকুকেও বৃথা নষ্ট হতে দিতেননা। তখন তিনি আরবী সাহিত্য, ধর্মের ব্যবহারিক শাস্ত্র, আইন ও কালাম শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন, আর নেহায়া, এহিয়া-উল-উলুম, দিওয়ানে-সাইব, প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের পাণ্ডুলিপিগুলোর মর্মোদ্ধারে পুরাতত্ত্ববিদের ভাবাবেগ ও দুর্নিবার আগ্রহ নিয়ে সাধনায় নিমগ্ন হতেন। তাঁর স্বরচিত সুবিস্তীর্ণ পত্রাবলী থেকে তাঁর অদ্ভুত সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি চিঠির সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য যে ভাবে পরম যোগ্যতার সঙ্গে পারসিক কবিতা এবং কোরআন হাদীছ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেগুলো উক্ত ভাষায় ও পবিত্র সাহিত্যে তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞানবত্তার স্বাক্ষরই বহন করে। পার্শী এবং আরবী ছাড়াও তুর্কী এবং উর্দুতে তিনি অনর্গল কথা বলার দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।"

আওরঙ্গযেব শরীঅতের বিধানসমূহ নিজে নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলতেন আর অপরেও মেনে চলুক এটা তিনি দেখতে চেতেন। ইছলামের মূলমন্ত্র কলেমায় তওহিদকে শুধু তিনি মনে মনে জপ আর মুখে উচ্চারণ ক'রেই ক্ষান্ত হতেন না, কাজের ভিতর রূপায়িত করতেও সচেষ্ট ছিলেন। তিনি বেদআতকে ঘৃণা করতেন আর শের্ক থেকে শত গজ দূরে থাকতেন। আল্লাহর উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল সুগভীর, নির্ভরশীলতা ছিল অটল এবং সুদৃঢ়। কোন কৃতকার্যতার জন্যই তিনি কোনদিন গর্ব বোধ করেন নি কিম্বা আত্মম্ভরিতার পরিচয় দেন নি। আল্লাহর অপার অনুগ্রহকেই তার সাফল্যের এক মাত্র কারণ রূপে হামেশা উল্লেখ করতেন আর তার জন্য তিনি ছিলেন সর্বদা শোকর-গোযার। অক্ষমতা ও অকৃতকার্যতার জন্য নিজের পাপকেই তিনি দায়ী করতেন এবং তজ্জন্য সর্বদা অনুতাপ প্রকাশ করতেন।

* History of Aurangzib vol. V, Pages 474—475

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইছলামের চারটি আনুষ্ঠানিক অবশ্যকর্তব্য কাজ যথাযথভাবে পালন ক'রে তিনি নিজেকে খাঁটি মুছলমানরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে গিয়েছেন। জ্ঞান লাভের পর থেকেই তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিতভাবে আদা করেছেন। যখন দিল্লী কিম্বা আগ্রায় থাকতেন তখন সদলবলে জামে মছজিদে জু'মার নামাযে যোগদান করতেন, ওয়াক্তিয়া নামায প্রাসাদ প্রাঙ্গণের মছজিদে সমাধা করতেন। যখন বাইরে তাবুতে রয়েছেন, তখন সকলের সঙ্গে শরীঅতের নির্দেশানুসারে ব-জমাত নামায আদা করতেন। ফরয ছাড়া ছুন্নত আর নফল নামাযগুলোও পূর্ণ মনোসংযোগের সঙ্গে ধীরে সুস্থরে আদা করতেন। ফরয নামাযের পর নির্দিষ্ট নিয়মে তছবিহ পাঠ করতেন আর দিনের নির্দিষ্ট সময়ে ধ্যানস্থ মনে ওযিফা পড়তেন। যুদ্ধের বিভীষিকাতেও তিনি ফরয নামায পরিত্যাগ দূরের কথা তাহাজ্জদও বাদ দিতেন না। নিম্নে এ সম্পর্কে তাঁর প্রাথমিক জীবনের দুটি মাত্র ঘটনা উল্লিখিত হল।

১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে ২৯ বৎসর বয়সে যুবরাজ আওরঙ্গযেব বলখ ও বাদাখাসান পুনর্জয়ের জন্য সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক এশীয়া মাইনারে প্রেরিত হন। মোগল সৈন্য আওরঙ্গযেবের নেতৃত্বে বুখারার রাজা আবদুল আযীযের বিপুল সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় সূর্য পশ্চিম গগনে অস্তমিত হল; মগরিবের নামাযের সময় সমুপস্থিত! সেনাপতি আওরঙ্গযেব স্থির থাকতে পারলেন না, অধীনস্থ অফিসারবৃন্দের নিষেধ অগ্রাহ্য ক'রে তিনি হাতীর পিঠ থেকে নেবে পড়লেন, উভয় সৈন্য বাহিনীর দৃষ্টি পথে মাটীতে দাঁড়িয়ে নামায শুরু করলেন এবং শান্ত-সমাহিত চিত্তে যথাযথভাবে— নামাযের সমস্ত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সুসম্পন্ন করলেন। বুখারার রাজা আবদুল আযীযের কর্ণে যখন এই অপূর্ব দৃশ্যের কথা পৌছল তখন তিনি চীৎকার ক'রে বলে উঠলেন, এমন পূতাত্মা ব্যক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করার একমাত্র অর্থ নিজেকে ধ্বংস করা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি যুদ্ধ বন্ধ করে দিলেন। *

দারাশিকোকে পরাজিত করার পর আওরঙ্গযেব ১৬৫৮ খৃঃ ২১ শে জুলাই দিল্লীতে সম্রাট রূপে বিঘোষিত হয়েছেন। এদিকে শূজা সিংহাসনের জন্য দ্বিতীয়বার চেষ্টা চালাবার উদ্দেশ্যে এলাহাবাদ থেকে এক বিরাট সৈন্য বাহিনীসহ পশ্চিমাভিমুখে রওয়ানা হয়েছেন। আওরঙ্গযেব সসৈন্যে পূর্বদিকে এগিয়ে এলেন, উভয় সৈন্যবাহিনী ১৬৫৯ সনের ৪ঠা জানুয়ারী খাজাওয়ার মুক্ত প্রান্তরে মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সকাল থেকেই যথারীতি যুদ্ধ শুরু হবে। মধ্য রাত্রির পর সংবাদাতা এই দুঃসংবাদ নিয়ে— সম্রাট সমীপে উপস্থিত হলেন যে যশোবন্তসিং (যাকে সম্রাটের পশ্চাৎ বাহিনীর ভারার্পণ করা হয়েছিল।) সমূহ ক্ষতির আশাঙ্কাসহ তাঁর ১৪ হাজার পদাতিক-সৈন্য নিয়ে শূজার পক্ষে যোগদান করছেন! সংবাদদাতা কাছে এসে দেখেন—সম্রাট ধ্যান গম্ভীরভাবে তাহাজ্জদের নামায আদা করছেন। নামাযের অংশ বিশেষ সমাধার পর তিনি হাতের শুধু একটা ইশারা জানালেন, যার অর্থ এই দাঁড়ায়— যদি সে গিয়েই থাকে, যেতে দাও, কুছ্ পরোয়া নেই। আল্লাহ্ আমাদের সহায়। নামায শেষে মীর জুমলাকে ডেকে বললেন, "এ ঘটনা আল্লাহর অনন্ত রহমতেরই একটি কণা মাত্র। যদি এই বিশ্বাসঘাতক যুদ্ধের ঠিক মধ্য অবস্থায় এ সাংঘাতিক পদক্ষেপ করে বসতো তা হলে তার প্রতিকার করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠতো।" *

মুছলমানদের নিকট যে সব রাত্রি বিশেষরূপে পুণ্য এবং পবিত্ররূপে কথিত— যেমন শবে কদর, শবেবরাত প্রভৃতি—সে সবে তিনি রাজকীয় প্রাসাদস্থ মছজিদে সারা রাত্রি জেগে নামায পড়ে, কোরআন তেলাওয়াত ক'রে এবং পুণ্যাত্মাদের সঙ্গে— ধর্মীয় আলোচনা করে কাটিয়ে দিতেন।

যাকাত আদায়ের ব্যাপারে তিনি বিশেষ ভাবে সতর্ক ছিলেন। যুবরাজ অবস্থায় তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিজের ভরণ পোষণের জন্য যে আয় করতেন— তার যাকাৎ হিসাব মত আদা করতেন। সাম্রাজ্য শাসনের দায়িত্বভার গ্রহণের পর তিনি টুপী সেলাই, কোরআন নকল, প্রভৃতি উপায়ে যে ব্যক্তিগত আয়

* Anecdotes of Aurangzib, Pages 3 & 4

* Anecdotes of Aurangzib, page 50.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

লাভ করতেন কড়ায় গণ্ডায় হিসাব ক'রে তার যাকাৎ দিতেন। তিনি তাঁর সন্তানবৃন্দকেও সঠিকভাবে যাকাৎ প্রদান করতে হামেশা উপদেশ দিতেন।

রামাযান মুবারকে আওরঙ্গযেব নিষ্ঠার সঙ্গে দিবসে রোযা রাখতেন আর রাত্রিতে জাগরণ—করতেন। মধ্য রাত্রি পর্যন্ত তারাবিহর নামায ব-জমাত সমাধা ক'রে অল্প কিছু ক্ষণের জন্য ঘুমাতেন। তারপর নিদ্রা থেকে উঠে বাকী রাত নামায,—কোরআন তেলাওয়াত এবং ওলামা সংসর্গে কাটিয়ে দিতেন। শেষ দশ দিবসে তিনি এ'তেকাফে বসতেন এবং মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন কারণে বের হতেন না। ফরয রোযা ছাড়াও তিনি অনেক সময় নফল রোযা করতেন। এ ছাড়াও প্রতি চান্দ্র মাসের শুক্লপক্ষে প্রতি সোম, বৃহস্পতি এবং শুক্রবার রোযা ব্রত পালন করতেন।

আওরঙ্গযেব পবিত্র হজ্জব্রত উদযাপনের জন্য খুবই উৎসুক ছিলেন, কিন্তু নানাবিধ অসুবিধা এবং দুস্তর বাধার জন্য এবং বিশেষ ক'রে সাম্রাজ্য—পরিচালন সংক্রান্ত জরুরী ব্যাপার এবং যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকার জন্য এই পবিত্র কর্তব্য সমাধা করিতে পারেন নি। কিন্তু তিনি তাঁর এই অক্ষমতার জন্য প্রচুর ক্ষতিপূরণদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রতি বৎসর এদেশের হজ্জযাত্রীদেরকে বহু টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য এবং অনুগ্রহরাশি বিতরণ ক'রে তিনি তাঁদের সম্মানিত করতেন আর প্রায় প্রত্যেক বৎসর মক্কা এবং মদীনায় অভাবগ্রস্থ হাজী আর উক্ত দুই—সহরের ধর্ম্মভীরু, পবিত্রাত্মা খাদেমদের প্রয়োজন মিটানর জন্যও প্রচুর অর্থ প্রেরণ করতেন। পবিত্র সহরদ্বয়ের বহু লোককে তিনি তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিবৎসর হজের সময় ছাফা মারওয়ায় দৌড়ানোর জন্য বৃত্তি দিয়ে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি তাঁর স্বহস্তলিখিত দুখানা কোরআন মজীদ মদীনার মছজিদে তেলাওয়াতের জন্য পাঠিয়েছিলেন, যারা উক্ত দুই কোরআন নিয়মিতভাবে মছজিদুন-নববীতে তেলাওয়াত করতেন তাদেরকে তিনি প্রচুর অর্থদ্বারা সাহায্য করতেন।

মীরাত-ই-আলমের গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন, "দানশীলতার প্রস্রবণ এই মহানুভব সম্রাট এত অধিক দান খয়রাত করতেন যে পূর্বযুগের কোন সম্রাট এর শতভাগের এক ভাগও করেন নি। রামাযান মাসে সম্রাট ৬০ হাজার টাকা আর অন্যান্য মাসে তদপেক্ষা কম টাকা গরীব ও দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করতেন। তিনি রাজধানী এবং অন্যান্য সহরে বহু লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠিত করেন। সেখান থেকে অসহায় দরিদ্রদের খাদ্য বিতরণ করা হ'ত। পথিকদের বিশ্রাম এবং রাত্রিবাসের জন্য যেখানে সরাইখানা ছিলনা সেখানে সম্রাট তা নির্মাণ করেন। সাম্রাজ্যের সমস্ত মছজিদ সরকারী ব্যয়ে মেরামত করা হয়। ইমাম, খতীব এবং মুয়াযযীনদের জন্য উপযুক্ত ভাতার ব্যবস্থা করা হয়। এই বিশাল সাম্রাজ্যের প্রত্যেক সহরের বৃদ্ধ অধ্যাপক এবং বিদ্বান ব্যক্তিদের জন্য পেনশন ও ভাতা মঞ্জুর করা হয় আর মেধাবী এবং দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য যোগ্যতা অনুসারে বৃত্তি দান এবং বিনা খরচায় পড়ার সুযোগ ক'রে দেওয়া হয়। (Elliot & Dowson. vol. VII P, 154) *

আওরঙ্গযেব ইছলামের তব্‌লীগ কাজে যথেষ্ট উৎসাহ দেখাতেন। যারা তাঁর সামনে স্বেচ্ছায় ইছলাম কবুল করতে চাইতেন, তিনি তাঁদের নিজে কলেমা পড়িয়ে ইছলাম ধর্মে দীক্ষিত করতেন। উৎসাহ দানের জন্য তিনি তাঁদিগকে বহু মূল্যবান খিলাত এবং অন্যান্য অনুগ্রহ রাশি দ্বারা পুরস্কৃত করতেন। "তাঁর পবিত্র দরবারে কোন অশোভন আলোচনা, কারো অন্যায় গীবৎ হতে পারতো না, তাঁর সভাসদদের উদ্দেশ্যে এই সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছিল যে, কোন অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্বন্ধে এমন কোন মন্তব্য করা চলবেনা যাতে তাদের চরিত্রে এতটুকু আঘাত লাগতে পারে। তাদের সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে ভদ্রোচিত ভাষায় এবং বিস্তৃত ভাবে তা প্রকাশ করতে হবে।" (Elliot, vol VII P 158) †

* Al-Islam, July I, 1953, page 54

† Do

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আওরঙ্গযেব নিজে পুরোপুরি ধর্মের বিধি বিধান পালন করেই ক্ষান্ত হন নি, "সমস্ত মুছলমান যাতে করে সনাতন ইছলামের জীবন ব্যবস্থাদ্বারা পরিচালিত হয় তার জন্য তিনি অর্ডিন্যান্স জারি করেছিলেন। পবিত্র কলেমা যাতে অমুছলমানদের হস্তস্পর্শে অপবিত্র হতে না পারে তজ্জন্য তিনি মুদ্রায় "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ"র মুদ্রণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন, আকবর পারসিকদের অনুকরণে নওরোয নামক যে বেদ্আতি অনুষ্ঠান প্রবর্তন করেছিলেন, আওরঙ্গযেব তাও রহিত করে দেন।" (A short History of Muslim Rule in India, Ishwari prasad, P. 154)

পূর্বেই বলা হয়েছে শরীঅতের পাবন্দ তত্ত্বজ্ঞানী উস্তাদদের সাহচর্য এবং শিক্ষাগুণে শরীঅত বিরোধী যে কোন নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি আওরঙ্গযেবের একটা স্বভাবজাত ঘৃণা এবং বিতৃষ্ণার ভাব জন্মগিয়েছিল। এ জন্যই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শানশওকত সম্পন্ন এবং আড়ম্বরপ্রিয় শাহানশাহের পুত্র হওয়া স্বত্বেও এবং উত্তরকালে স্বয়ং বিশাল ভারতের শাসনকর্তৃত্ব হস্তে গ্রহণ করেও আওরঙ্গযেব নিজ পোষাক-পরিচ্ছদ, ব্যবহার্য দ্রব্য অথবা ব্যক্তিগত আচরণে শরীঅত-বিরোধী কোন কাজের প্রশ্রয় দেননি! মা'ছিরী আলমগীরীর লেখক বলেন, "তিনি কস্মিনকালে শরীঅত নিষিদ্ধ রেশমী কাপড়, স্বর্ণ ও রৌপ্য খচিত বস্ত্র পরিধান কিম্বা স্বর্ণ ও রৌপ্য বাটিতে আহার করতেন না। গানের অতি উঁচুদরের সমঝ্দার হওয়া স্বত্বেও সিংহাসন আরোহণের কয়েক বৎসর পরই কণ্ঠ সঙ্গীত, যন্ত্র সঙ্গীত সমস্তই দরবার থেকে নির্বাসিত করেন এবং এ ধরণের বিলাস-শিল্পের উপর রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা উঠিয়ে নেন। সরকারী অর্থে পোষিত গায়ক ও বাদকদলের মধ্যে যাঁরা এই নিষিদ্ধ শিল্পের প্রতি অনুরাগের জন্য অনুতপ্ত হন তাঁদের জীবিকা নির্বাহের সাহায্য বা উপায় স্বরূপ প্রয়োজনীয় ভাতা এবং জমিজমা মনসুর করেন। জনগণ অসুবিধায় পতিত কিম্বা দুঃখ কষ্টে গেরেফতার হতে পারে এমন আশঙ্কাজনক কোন কাজের হুকুম তিনি কখনও জারি করতেন না।"

"আওরঙ্গযেব রাজধানী থেকে পেশাকার — মেয়ে এবং অসচ্চরিত্র পুরুষদের বিতাড়নের হুকুম জারি করেছিলেন। এ হুকুম প্রাদেশিক সহর এবং রাজ্যের দূরতম কোণেও কার্যকরীকরণের আদেশ তিনি প্রদান করেছিলেন। নৈতিক চরিত্রের — সংশোধন ও উন্নতি বিধানের জন্য ইহ্তিসাব বিভাগকে তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং কার্যতৎপর করে গ'ড়ে তুলেছিলেন। শ্রমসাধনা এবং কঠোর নিয়ম নিষ্ঠার জন্য এ বিভাগ যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল। এ বিভাগের ছোট বড় যে কোন কর্মচারীকে অন্যান্য সমস্ত বিভাগের নিম্ন ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কার্যকলাপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করার অধিকার প্রদান করা হয়েছিল।"

"এত বড় বিরাট সাম্রাজ্যের শাসন সুশৃঙ্খলায় প্রয়োজনীয় শাস্তিদান কার্যে তিনি কস্মিনকালে — শরীঅতের হদ কিম্বা ছিয়াছতের সীমা লঙ্ঘন — করতেন না। ব্যক্তিগত কারণে, ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কিম্বা মুহূর্তের অবিবেচনায় কোনদিন তিনি কোন নরহত্যার আদেশ প্রদান করেননি। এ জন্যই তার বিশাল সাম্রাজ্যে কোন কর্মচারীও অনুরূপ কারণ বা অবস্থায় মানব হত্যার আদেশ দিতে সাহস পেতেননা। ...মোট কথা তাঁর আমলে দীন-ই-মতীন—ইছলাম অথবা ইছলামী শরীঅত এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং তাঁর কাছ থেকে এমন শক্তির প্রেরণা লাভ করেছিল যে তাঁর পূর্ববর্তী শাসকদের মধ্যে আর কারও নিকট থেকেই তা পাওয়া সম্ভব হয়ে উঠেনি।" *

আরঙ্গযেবের চরিত্রালোচনায় তাঁর প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন সুবিখ্যাত জীবনীতিহাস লেখক স্যর যদুনাথের দু চারটি মন্তব্য পুনঃ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,—

"ব্যক্তিগত আচরণে নিষ্কলুষ ও মিতাচারী এই সন্ন্যাসী সম্রাটের কর্তব্যজ্ঞান ছিল অত্যন্ত প্রখর, আরাম আয়াস আর আনন্দস্ফূর্তির প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা

* Al-Islam July I, 53—Page 55

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ছিল মজ্জাগত। ·· তাঁর সাহস আর শীতল মস্তিষ্ক ছিল সর্ব ভারতে বিখ্যাত। বিপদ যত বিভীষিকা নিয়েই উপস্থিত হোক, সঙ্কট যত অদৃশ্য ভাবে আর অভাবিত পথেই আগমন করুক, তাঁর ভয়লেশহীন অন্তরকে কম্পিত কিম্বা তাঁর সদাপ্রদীপ্ত বুদ্ধির আলোককে ক্ষণকালের জন্যও নিষ্প্রভ করতে পারত না। বস্তুতঃ তিনি বিপদ আপদকে মহত্বলাভের অবশ্যম্ভাবী ঝুঁকি রূপে মনে করতেন। সেই ক্ষীণাঙ্গ শ্রমঅকুণ্ঠ দেহকে কোন দারুণতম পরিশ্রমও ক্লান্ত করতে সমর্থ হ'তো না। কোন যুদ্ধাভিযানের শত কষ্ট তাঁকে মুহূর্তের জন্যও আতঙ্কিত করতে পারতো না। রাজনৈতিক কূটকৌশল অথবা গোপন চাল-বাজির কোন খেলাতেও তাঁকে কখনও পরাজিত করা সম্ভব হয়নি। তিনি যেমনি ছিলেন কলমের ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত তেমনি তরবারী পরিচালনায় অতি সুদক্ষ।"

"কোরআনী আইনের প্রতি একনিষ্ঠ মুছলিম রাজার আদর্শ পথ থেকে কোন কিছুই তাঁকে বিচ্যুত করতে পারত না। অন্যরাও বিচ্যুত না হোক সে দিকেও তিনি ছিলেন দৃঢ়সঙ্কল্প। বস্তুগত কোন ক্ষতি, প্রিয় পাত্রের উপর প্রভাব হ্রাসের কোন আশঙ্কা, অথবা কাহারও বিনয় প্রণতি বা অশ্রুপাত শরীঅত বিরোধী কোন কার্য সম্পাদনে তাঁর কঠোর হৃদয়কে একটুও হেলাতে পারত না। প্রশংসাকারীরা তাঁকে হিন্দা-পীর নামে অভিহিত করত। সত্য কথা এই যে, তিনি তাঁর জীবনের প্রাথমিক সোপান থেকেই "যে সোজা এবং সরুপথ অনন্ত জীবন পানে ধাবিত" সেই পথকেই বেছে নিয়েছিলেন। ·····কোরআনের নির্দেশাবলী পরম নিষ্ঠার সঙ্গে শুধু নিজে প্রতিপালন করেই তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি, অপরের উপরও ওগুলো প্রয়োগ করাকে তিনি তাঁর অন্যতম রাজ-কীয় কর্তব্যরূপে মনে করতেন। তাঁর সাম্রাজ্যের যে কোন প্রান্তে শরীঅতের কঠোর এবং সীমাবাঁধা পথ থেকে কোন প্রজার সামান্যতম বিচ্যুতির জন্য রাজপ্রতিনিধি হিসেবে তাঁর নিজের আত্মা আল্লাহর দরবারে সূক্ষ্ম বিচার দিবসে বিপদগ্রস্থ হ'তে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করতেন।" *

মুছলিম ঐতিহাসিকগণ আওরঙ্গযেবের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি এবং সর্বাধিক প্রশংসনীয় কাজরূপে উল্লেখ করেছেন ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীর সম্পাদনার — কার্যকে। ভারতে মুছলিম ইতিহাসের সূত্রপাত থেকেই এ দেশে হানাফী মযহব পন্থীরাই ছিলেন সংখ্যাধিক। অন্যান্য মযহব এবং হাদীছপন্থীদের কালেভদ্রে কিছু কিঞ্চিৎ দেখা গেলেও হানাফী— মযহবই এদেশের ছুন্নী মুছলমানদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। প্রাচীন হানাফী ফিক্‌হ গ্রন্থ-গুলোর ভিতর এমন কোন একটা নির্দিষ্ট গ্রন্থ ছিল না যে গ্রন্থ মুছলিম সমাজের ক্রমবর্ধমান ধর্মীয় সমস্যার সমাধান পুরোপুরি দিতে পারে। এ অভাব মিটাবার জন্য একটা সর্বব্যাপক এবং উপস্থিত — সমস্যার সমাধান-উপযোগী ফিক্‌হগ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা হানাফী আলেমগণ দীর্ঘদিন থেকে অনুভব ক'রে আসছিলেন। আওরঙ্গযেব এ অভাব পরিপূরণের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন এবং এ জন্য সাম্রাজ্যের সমস্ত খ্যাতনামা আলেম এবং আইনবিদদের — একত্রিত ক'রে তাঁর প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা এবং — তত্ত্বাবধানে এই বিরাট গ্রন্থ পূর্ণ আটবৎসরে সঙ্কলিত ক'রে মুছলিম ভারত তথা মুছলিম জাহানের এবং বিশেষ ক'রে হানাফী স্কুলের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী সম্রাট আওরঙ্গযেব আলমগীরের ধর্মীয় অনুরাগ এবং জ্ঞানানুশীলনের এক জলন্ত প্রমাণ।

আওরঙ্গযেবের চরিত্রমাহাত্ম, ধর্মীয় অনুরাগ এবং ইছলাম প্রীতির মোটামুটি আলোচনা আমরা শেষ করেছি। কিন্তু তাঁর সুনির্দিষ্ট দৈনন্দিন কার্য-সূচির একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় না দিলে তাঁর চরিত্র অঙ্কন ও জীবন পদ্ধতির বর্ণনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

সম্রাট আওরঙ্গযেবের স্বামানায় লিখিত আলমগীর-নামাহ থেকে স্যর যদুনাথ সরকার তাঁর Anecdotes of Aurangzib গ্রন্থে সম্রাটের দৈনিক কার্যসূচির যে পরিচয়

* Anecdotes of Aurangzib.
Life of Aurangzib in Anecdotes Pages 28 to 31

www.ahlehadeethbd.org

Contents

লিপিবদ্ধ করেছেন, আমরা নিম্নে তার সংক্ষিপ্তসার—সঙ্কলন করলাম। তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে দিল্লীতে তিনি যে কার্যক্রম অনুসরণ করতেন, এ বর্ণনা তারই পরিচয়।

অতি প্রত্যুষে তিনি শয্যা ত্যাগ করতেন। অজু প্রভৃতি সেরে নিয়ে দীওয়ানে খাস সংলগ্ন মছজিদে গমন ক'রে আজানের প্রতীক্ষা করতে থাকতেন। ফজরের নামায সম্পন্ন ক'রে তিনি কোরআন তেলাওয়াত শুরু করতেন, অতঃপর বেলা অনুমান সাড়ে সাত ঘটিকা পর্যন্ত হাদীছ শরীফ পাঠ করতেন। তৎপর অন্দর মহলে এসে প্রাভাতিক নাশ্‌তা গ্রহণ করতেন।

অতঃপর সম্রাট তাঁর খাস কামরায় (খিলওয়াতগাহে) গমন করতেন। এখানে শুধু গোপন বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট আপন লোকজন এবং বিশ্বস্ত কর্মচারীদেরই প্রবেশের অনুমতি ছিল। রাজধানী এবং প্রদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে যারা তাদের অভিযোগ নিয়ে সম্রাট সমীপে উপস্থিত হতেন—তাদিগকে বাছাই করে তাঁর খেদমতে হাযির করা হ'ত। তাদের অভিযোগ এবং বক্তব্য সব লিপিবদ্ধ করা হ'ত। সম্রাট নিজে সমস্ত অভিযোগ পরীক্ষা ক'রে দেখতেন এবং কোরআনের নির্দেশ মত বিচারের রায়—প্রদান করতেন। সাধারণ বিষয়সমূহ সাম্রাজ্যের চিরাচরিত প্রথা এবং নিয়মানুযায়ী নিষ্পন্ন করা হ'ত। অভাবগ্রস্থ এবং দুঃস্থ অভিযোগকারীদেরকে সরকারী তহবিল থেকে সাহায্য করা হ'ত।

বেলা অনুমান সাড়ে আট ঘটিকায় সম্রাট তাঁর শয়নকক্ষের অন্যতম গবাক্ষ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে যমুনার বেলাভূমিতে সমবেত নাগরিকদের দর্শন দিতেন। এখানে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ এবং নবধৃত বন্য হস্তীদের যুদ্ধ কৌশল শিক্ষাদান এবং হস্তীদ্বন্দ্ব তিনি পরিদর্শন করতেন।

সোয়া নয় ঘটিকায় তিনি দীওয়ানে-আমে গিয়ে বসতেন এবং দু' ঘণ্টা অবধি ঠিক তাঁর পিতা শাহজাহানের অনুসৃত পদ্ধতিতে শাসন সংক্রান্ত সাধারণ বিষয়সমূহের কাজ সমাধা করতেন।

মধ্যাহ্নের সামান্য কিছু পূর্বে তিনি দীওয়ানে-খাসে তশরীফ নিতেন। এখানে নির্দিষ্ট এবং—নির্বাচিত ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনা এবং পরামর্শ করতেন, গোপনীয় বিষয়াদি সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন এবং ইনআম প্রভৃতি বিতরণ করতেন।—প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং বৃহৎ নগরসমূহের গভর্নরদের প্রেরিত চিঠিপত্রগুলো তাঁর সামনে পঠিত অথবা প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সেগুলোর সংক্ষিপ্তসার বর্ণিত হত। আলোচ্য বিষয়ে সম্রাটের আদেশ গ্রহণ ক'রে—প্রধানমন্ত্রী মুন্‌শীদের নিকট উত্তরসমূহ বলে যেতেন, তারা লিখে নিতেন। এই মুশাবিদা স্বয়ং সম্রাট কর্তৃক একবার দেখে দেওয়ার এবং সংশোধনের পর—ওগুলোর কপি করা হত। তারপর সম্রাটের দস্তখত এবং সিলমোহরের জন্য তাঁর সামনে হাযির করা হত। চিঠির গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হলে সম্রাট নিজহস্তে সম্পূর্ণ অথবা চিঠির অংশবিশেষ লিখে দিতেন। দীওয়ানে-খাস থেকে তিনি সোজা হারেমে প্রবেশ করতেন।

সম্রাট মাত্র দু' ঘণ্টা অন্দরমহলে অবস্থান—করতেন। এর ভিতর তিনি স্নানাহার, এবং অল্প কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে নিতেন।

বেলা দু ঘটিকায় তিনি মছজিদে গিয়ে জামাতের সঙ্গে যোহরের নামায আদা করতেন। বেলা আড়াই ঘটিকায় তিনি দীওয়ানে খাস ও হারেমের মাঝে অবস্থিত খাস কামরায় তশরীফ নিয়ে পুনঃ কোরআন পাঠ, কোরআনের নকল, ফেকাহ ও শরয়ী আইনের পুস্তক অথবা সর্বযুগের প্রসিদ্ধ ও ধর্মভীরু লেখকদের বই পুস্তকগুলো পাঠ করতেন।

এই অবস্থায়ও অনেক সময় রাষ্ট্রের জরুরী—বিষয়সমূহ তাঁর পাঠাভ্যাসে ব্যাঘাত সৃষ্টি করত। মাঝে মাঝে এই সময়ের ভেতর হারেমে গমন করেও হয়ত ঘণ্টাখানেক অবস্থান করতেন। এই সময় দুঃস্থ নারী, বিধবা এবং ইয়াতীমদের অভিযোগ শুনতেন আর তাঁদের দুঃখ দূরীকরণের জন্য অর্থ, ভূসম্পত্তি এবং অলঙ্কার দিয়ে সাহায্য করতেন।

অনুমান ৪৷৷০ ঘটিকায় আছরের নমায জামাআতের সঙ্গে আদা ক'রে পুনঃ খাস কামরায় বসে প্রায় সূর্য্যাস্ত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পর্যন্ত শাসনসংক্রান্ত বিষয়াবলীর কাজে অতিবাহিত করতেন।

সূর্য ডোবার অর্ধ ঘণ্টা পূর্বে পুনঃ দীওয়ানে-খাসে প্রবেশ করে সিংহাসনে আসন গ্রহণ করতেন। মোগলীয় প্রথায় সম্রাট আমীরওমারাই এবং বড় বড় সভাষদদের অভিবাদন গ্রহণ করতেন এবং সময় পেলে আরও কিছু জরুরী কাজ সম্পন্ন করে নিতেন।

তারপর সূর্য অস্ত যেতো। মুয়ায্যীন সুমধুর স্বরে মীনারা থেকে আযান হাঁকতেন। সমস্ত কাজ তৎক্ষণাৎ বন্ধ ক'রে দেওয়া হতো। সম্রাট গভীর মনোযোগ এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে আযানের প্রত্যেকটি শব্দ শুনতেন এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ মত যথাযথভাবে সেগুলোর উত্তর দিতেন। অতঃপর সকলকে সঙ্গে নিয়ে মগরিবের নামায পড়তে মছজিদে ঢুকতেন আর দুনিয়ার সমস্ত বিষয়াদি এবং পার্থিব কাজ কর্ম ও আকর্ষণাদি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ক'রে তন্ময় তদ্গত হৃদয়ে নামায ও প্রার্থনা সুসম্পন্ন করতেন।

বাদ মগরিব আলোক সজ্জিত দীওয়ানে খাসে এসে পুনঃ সিংহাসনে বসতেন। এ সময় সাধারণতঃ রাজস্ব বিষয়ক তথ্যাদি শুনতেন এবং তার উপর হুকুম প্রদান করতেন। পূর্ববর্তীদের ন্যায় এ সময় তিনি আনন্দস্ফূর্তি বা নৃত্য গীতে মশগুল হতেন না বরং এশার পূর্ব পর্যন্ত যেটুকু সময় পেতেন শাসন সংক্রান্ত আবশ্যক কাজ চালিয়ে যেতেন।

মছজিদে এশার নামায শেষ ক'রে রাত্র অনুমান ৯ ঘটিকায় হারেমে প্রবেশ করতেন। —কিন্তু সহজে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়তেন না। নফল নামায, কোরআন পাঠ এবং ধর্মীয় চিন্তায় তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন। তারপর তাঁহার দেহ মন উভয়ই যখন শ্রান্ত এবং ক্লান্ত হয়ে পড়ত তখনই তিনি নিদ্রায় যেতেন। কিন্তু মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েই তাহাজ্জদ নামায পড়ার জন্য শয্যা থেকে উত্থান করতেন।

সপ্তাহে তিন দিন এ কার্যসূচির কিছু ব্যতিক্রম ঘটত। শুক্রবার সমস্ত কাজ কারবার, দরবার, আদালত সম্পূর্ণ বন্ধ থাকত। বুধবার দীওয়ানে আমের অধিবেশন বসত না। 'দর্শনের' প্রকোষ্ঠ থেকে সোজা দীওয়ানে-খাসে গমন করতেন এবং সমস্ত আইনবিদ কর্মচারী, কাযী, মুফতি, বিদ্বান, ওলামা, বিচারক, শহর-কোতুয়াল প্রভৃতিকে নিয়ে দরবার বসাতেন আর তাঁদের সামনে নিজে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত বিচার কার্য পরিচালনা করতেন। বৃহস্পতিবার — অর্ধ ছুটির দিবস রূপে প্রতিপালিত হ'ত। বৈকাল এবং রাত্রির অধিকাংশ সময় নামায, পবিত্র গ্রন্থ সমূহ পাঠ এবং অন্যান্য পুণ্য কাজে তিনি ব্যয়িত করতেন।

মোট কথা সম্রাট আলমগীর অত্যন্ত কঠোর এবং কৃচ্ছ্র সাধনার জীবন অতিবাহিত করতেন। কোন সময়ের জন্য খেল তামাসা বা আনন্দ স্ফূর্তি নয়, কাজ এবং নিরন্তর কাজই তাঁর দরবারকে একটি সুপ্রশান্ত এবং কঠোর গাম্ভির্যময় রূপ প্রদান করেছিল। তিনি যেন তাঁর শাসক জীবনের জন্য এই মটোকে জীবনব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন, "One must work hard to reign and it is ingratitude & presumption towards God; injustice & tyranny towards man, to wish to reign without hard work."

"যে ব্যক্তি শাসক হতে চান, তাঁকে কঠোর কাজ করতে হবে। কঠোর পরিশ্রম না করেই যে ব্যক্তি শাসনদণ্ড পরিচালনা করতে চাইবেন, তিনি শুধু আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা এবং দাম্ভিকতাই প্রদর্শন করিবেন না, মানুষের প্রতিও অবিচার এবং নিষ্ঠুরতার পরিচয় প্রদান করিবেন।"

—০:():০—

www.ahlehadeethbd.org

ইস্‌লাম

ঃ খোন্দকার আব্দুর রহিম।

শোন, পৃথিবীর সেই আধখানা ইতিহাস
শান্তির কোটি ধোকাবাজী-দূত যেই কাহিনীর করেছে সুপ্রকাশ।
আঠারো শতকে হয়েছে, জানো ত, মৃত্যু-নিষাদ ফরাসীর বিপ্লব,
রুশোর লেখনি লিখে গিয়েছিল মূক-মানুষের লক্ষ আর্ত্তরব।
"মুক্ত, স্বাধীন, আজাদ জীবন জন্মগতই মানুষের অধিকার,"
এ কথা দৃপ্ত রুশোর লেখনী লিখে গিয়েছিল থিওরিতে বারবার।
কিন্তু ভোগ বিলাসীর স্বার্থ পিপাসায় সে কথা যে হায় ব্যর্থ হয়.
আজও তাই মানুষ দাস রূপে কত যালিমের হাতে মৃত্যু-বেদনা সয়।
ইটালীর বুকে নয়ানীতি গড়ে অত্যাচারী ধূমকেতু-মুসোলিনী;
লাখো মানুষের জিন্দেগী নিয়ে ক'রে যায় শুধু প্রাণান্ত ছিনিমিনি।
নিৎস বলে ঃ বেঁচে থাকবার অধিকার শুধু শক্তিমানের তরে।
তাঁরি থিওরির ভিত্তি প'রে টোটালিটারি' সরকার সেথা গড়ে।
মুসোলিনী বলে ঃ দেশবাসী তরে, দেশবাসীদের মাথার উপরে, আর
প্রয়োজন হ'ল দেশবাসীদের বিপক্ষে হ'বে আমাদের সরকার।
দেশবাসীদের অধিকার গুলো খর্ব করেই হিট্‌লার হয় জাঁহাগীর
মুঠো মাঝে নিয়ে জাতীয় জীবন দুর্ভোগে মারে জনতা জার্ম্মাণীর।
বিশ শতকের প্রথম পাদে রাশিয়ার বুকে এল অদ্ভুত ইনকেলাব।
মার্ক্সের বাণী সারা রাশিয়ায় এনে দিল এক দুর্দম সয়লাব।
রাশিয়া-জনক লেলিন তখন কমুনিজ্‌মের "বলিষ্ঠ" সমঝ্‌দার;
"জাতীয়করণ" ক'রে নিল সেথা আয় ও ব্যয়ের সহস্র সম্ভার।
দেশের মানুষ কাজ ক'রে যায় দিনান্ত দিন বোবা মেসিনের মত;
বিনিময়ে তার সরকার দেয় খাওয়া ও পরার "ন্যায্য" (?) খরচ যত।
কোনো মানুষের হেন অধিকার নেই—করে ইচ্ছামতন জীবন উদযাপন।
দিনে দিনে যেন মানুষের প্রাণ নিয়েছে লৌহ-মেসিনের রূপায়ন।

চলো চলো এবার বহু অতীতের যুগ-পারে,
যেখানে আরব জাতি উঠ্‌ছে জেগে এক মহা দিশারীর দেওয়া অধিকারে।
জীবনে জীবনে শান্তির বাণী বিলিয়ে যায় ইলাহী ফরমান।
নবী জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে রাসুলে করীম রেখে যান তাঁর আদর্শ অবদান।
প্রথম খলিফা আবু বকর যে পথে চলিল খিলাফত জু'ড়ে তাঁর,
যুগান্ত-যুগ সেই আদর্শ স্বর্ণ আখরে ইতিহাসে আছে ভার।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

খলিফা ওমর ইতিহাস জুড়ে রেখেছেন এক প্রদীপ্ত দৃঢ় মন।
খালিদের প্রতি ভ্রান্ত (?) বিচারে ওমর করেকি অশ্রু-সংবরণ?
চার খলিফার খিলাফত আর পৃথিবীতে কেউ দেখেছ কি কোনোদিন?
সে ছিল এক রহমতি যুগ। আজিকার যুগ বেদনায় বিমলিন!
ইসলাম বলে: মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেইকো দুনিয়াতে,
বাদশা ফকিরে ব্যবধান নেই। পৃথিবী চলেছে খোদার হিকমতে।
শোন, পৃথিবীর মানুষ হিংসাতুর!
সারা জাহানের মালিক তোমার হয়েছে রুষ্ট। ইসলাম বহুদূর!

বিশ্ব-পরিক্রমা

এবারের হজ্জ ও "নয়া ইছলামী সম্মেলন"

এ বৎসর হজ্জব্রত পালন উদ্দেশ্যে মুছলিম — জাহানের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে অসংখ্য সাধারণ হজ্জব্রতী ছাড়া ও বিভিন্ন দেশের শাসকপদে অধিষ্ঠিত বহু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও মক্কায় সমবেত হন। তন্মধ্যে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল জনাব গোলাম — মোহাম্মদ ও প্রধান মন্ত্রী মিঃ মোহাম্মদ আলী এবং মিছরের প্রধানমন্ত্রী লেঃ কর্ণেল জামাল আবদুন্ নাছেরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হজ্জ শেষে মুছলিম নেতৃবৃন্দ একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে সমবেত হন এবং মুছলিম জাহানের— সাধারণ স্বার্থ ও জরুরী সমস্যা সমূহের আলোচনার পর একটী 'নয়া ইছলামী সম্মেলন' গঠন করেন। জানা গিয়াছে প্রতি বৎসর মক্কায় হজ্জের সময় — বিশ্বের মুছলিম দেশগুলির নেতৃবৃন্দের মধ্যে এইরূপ নিয়মিত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। উহার প্রধান উদ্দেশ্য হইবে মুছলিম দেশগুলির সমস্যাবলীর — আলোচনা, পারস্পরিক ছমঝোতার ভাব সৃষ্টি এবং সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করা। নয়া ইছলামী — সম্মেলনের অস্থায়ী সেক্রেটারী জেনারেল কায়রোর এক বিবৃতিতে বলেন, "নয়া সম্মেলন আরব লীগের চাইতেও শক্তিশালী এবং উহার কার্যক্ষেত্র ব্যাপকতর হইবে। আরব লীগ একটি আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান মাত্র। তিনি বলেন, ইছলামের প্রথম যুগ হইতেই মুছলিম দেশগুলিকে লইয়া এই ধরণের সম্মেলন — গঠনের পরিকল্পনা মুছলমানদের মনে ছিল। বর্তমানে উহা রূপায়ণের পথে।"

মিছরের প্রধান মন্ত্রী জামাল আবদুন্ নাছের মক্কায় পৃথকভাবে জনাব গোলাম মোহাম্মদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাদের মধ্যে পাকিস্তান ও মিছরের সাধারণ স্বার্থ সংক্রান্ত বহু বিষয়ের আলোচনার পর তাঁহারা একমত হন যে, ইছলাম ও মুছলিম দেশগুলির স্বার্থের খাতিরে উভয় দেশকে অবশ্যই ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মনোভাব লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

বৃটেনের সুয়েজ ত্যাগ

বিগত মাসের আন্তর্জাতিক রাজনীতির সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং মজাদার সংবাদ আসিয়াছে মিছর হইতে। সুয়েজখালে বৃটিশ সৈন্যের অবস্থিতি লইয়া বৃটেন ও মিছরের মধ্যে দীর্ঘদিন হইতে যে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মনকষাকষি ও ভুল বুঝ-বুঝির পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছিল এতদিনে উহার সন্তোষজনক সমাধান হইয়া গেল। বিগত ২৭শে জুলাই কায়রোতে এই সম্পর্কে যে ইঙ্গ-মিছর চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে উহাতে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ সৈন্য সুয়েজ ইলাকা হইতে বিনা শর্তে অপসারিত হইবে। এই অপসরণ কার্য আগামী সেপ্টেম্বর মাস হইতে শুরু হইবে। প্রতিমাসে দশ হাজার করিয়া সৈন্য সুয়েজ ইলাকা পরিত্যাগ করিবে।

দীর্ঘদিন হইতে মিছরের জনগণ এবং বিশেষ করিয়া উহার তরুণ সমাজ মাতৃভূমির পাক জমিতে যে বিদেশী সৈন্য জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসিয়াছিল তাহাদিগকে পোটলা-পুটলী সহ বিতাড়নের জন্য বিরামহীন আন্দোলন পরিচালনা করিয়া আসিতেছিল, এত দিন পর নজীব-নাছিরের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে উহার সাফল্যজনক পরিণতিতে স্বভাবতঃই মিছরবাসীগণ যে আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিবে তাহা বলাই বাহুল্য।

মিছরের জাতীয় দাবীর পরিপূরণ এবং স্বীয় অধিকার পুনর্দখলের পূর্ব মুহূর্তে উহার জয়োল্লাসে সমধর্মীয় ও মিত্র রাষ্ট্র পাকিস্তান এবং সমগ্র মুছলিম জাহান স্বাভাবিকভাবেই এই আনন্দে অংশ গ্রহণ করিবে।

সভ্যতার নমুনা

পাশ্চাত্য জগতে নরনারীর অবৈধ মিলনের ফল কিরূপ ভয়াবহ আকার ধারণ করিতেছে তাহা—নিম্নলিখিত সংবাদ হইতে হৃদয়ংগম করা যাইবে। ক্রমবর্ধমান ব্যভিচারের অন্যতম পরিণতি এই যে, কুমারী কন্যাগণ বিবাহ ব্যতিরেকেই অগণিত সংখ্যায় মাতৃত্ব লাভ করিতেছে!

সানফ্রান্‌সিস্‌কোর ২৬শে জুলাই এর এক বিশ্বস্ত সংবাদে প্রকাশ, যুক্তরাষ্ট্রে অবিবাহিতা মাতার সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। উক্ত দেশে ১৯৩৮ সালে ৮৮ হাজার জারজ সন্তান জন্মলাভ করে। এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫০ সালে ১লক্ষ ৪২ হাজারে গিয়া পৌছে। আশ্চর্যের বিষয় এই মাতাগণের মধ্যে শতকরা ৪৪ জনের বয়স ১৫ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে। ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, অবিবাহিতা মাতাদের অধিকাংশই সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত। হাই স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং চাকুরীর কর্ম স্থল অর্থাৎ যেখানে নরনারীর মেলামেশার সুযোগ—অবারিত সেই সব স্থানই ব্যভিচারের সূতিকাগাররূপে দেখা যাইতেছে! আধুনিক চলচ্চিত্র, টেলিভিশন এবং থিয়েটার অল্পবয়স্ক বালিকাদের মধ্যে যৌন প্রবৃত্তি জাগ্রত এবং কুঅভ্যাস ও অসৎ দৃষ্টান্ত অনুকরণের দুরভিলাষ জাগাইয়া তোলে বলিয়া যুক্ত রাষ্ট্রের মেডিকেল কর্তপক্ষের তরফ হইতে অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে।

চলচ্চিত্রের কুফল

বর্তমানে প্রচলিত ছায়াচিত্রসমূহ বালকবালিকাদের নৈতিক চরিত্রের কিরূপ অবনতি ঘটাইতেছে নিম্নলিখিত সংবাদ হইতে উহার কিছুটা আন্দাজ করা যাইবে।

প্রকাশ, সিনেমার কুফল নিয়ন্ত্রণকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানাইয়া নয়াদিল্লীতে ১৩ হাজার গৃহকর্ত্রী ও সন্তানের মাতা প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

আবেদন পত্রে তাহারা এই বিষয়ের প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন যে, বর্তমানের ছায়াচিত্রগুলি বালকবালিকাদের নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটাইতেছে। ফলে তাহারা শুধু যৌন—বিষয়েই অকালপক্ক হইয়া পড়িতেছেনা, বরং তাহাদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতাও বৃদ্ধি পাইতেছে এবং তাহারা সমাজে বসবাসের অযোগ্য হইয়া পড়িতেছে।

তাহারা অভিযোগ করিয়াছেন বহু সংখ্যক—ছেলেমেয়ে চলচ্চিত্রের আকর্ষণে স্কুলে না গিয়া কোন প্রকারে গৃহ হইতে টাকা চুরি করিয়া সিনেমা গৃহে গমন করে। বড় বড় শহরে তরুণ বালকবালিকাগণই এই সব চিত্রগৃহের প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রাশিয়ায় ধর্মবিরোধী অভিযান

সম্প্রতি রাশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'প্রাভদা'র এক সংখ্যায় সকল ধর্মের বিরুদ্ধে নব উদ্যমে নূতন বৈজ্ঞানিক ও নাস্তিক্যবাদী অভিযান চালাইবার আহ্বান জানান হইয়াছে। উহাতে প্রসঙ্গক্রমে বলা হইয়াছে যে, ধর্মীয় সংস্কার এখনও অনেক সোভিয়েটবাসীর মনকে 'বিষাক্ত' করিয়া রাখিয়াছে। এই পত্রিকায় ধর্মকে পুঁজিবাদের মারাত্মক জীর্ণাবশেষ বলিয়া অভিহিত করা হয়। পত্রিকাটিতে আরও বলা হয় যে, সংবাদপত্র, পুস্তক পুস্তিকা,—বিজ্ঞাপন এবং বক্তৃতার মাধ্যমে ধর্মের বিরুদ্ধে বিরামহীন অভিযান চালাইয়া যাওয়া প্রয়োজন।

ভারতে আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

ভারতের উত্তর প্রদেশে আবার মুছলমানদের উপর বেপরোয়া হামলা ও অত্যাচারের নিষ্ঠুর লীলা শুরু করা হইয়াছে। লক্ষ্ণৌর ন্যাশন্যাল হেরাল্ডের উর্দু সংস্করণ সরকার-সমর্থক 'কউমী আওয়ায', জম্ঈয়তে উলামায়ে হিন্দের মুখপত্র 'আল জমঈয়ৎ' ও 'নয়া দুনিয়া'য় এই সব অত্যাচারের বিবরণ এবং উহার সমালোচনা বাহির হইয়াছে।

কউমী আওয়াযের এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে, "সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে উত্তর প্রদেশ মুছলমানদের পক্ষে দোযখে পরিণত হইয়াছে।" উহাতে আরও বলা হইয়াছে, "সুচিন্তিত উপায়ে মিথ্যা অজুহাতে এই দাঙ্গা বাধান হয়। গত জুন মাসে আলিগড়ে যে ভাবে দাঙ্গা বাধান হয় সম্প্রতি পিলিভিটেও ঠিক সেইভাবে দাঙ্গা বাধান হইয়াছে। আলিগড় দাঙ্গার সময় মুছলমানদের ২৬টি দোকান লুণ্ঠিত ও ৬টিকে অগ্নিদগ্ধ করা হয় এবং এক ব্যক্তিকে প্রহার করিতে করিতে একেবারে মারিয়া ফেলা হয়।" আল জমঈয়তে দুঃখ করিয়া বলা হইয়াছে, "দাঙ্গায় মুছলমানগণ অন্যায়ভাবে নিপীড়িত ও ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের উপরই অযথা দোষ চাপান হইতেছে এবং তাহাদিগকে অনর্থক গ্রেফতার ও আটক করিয়া রাখা হইতেছে।" 'নয়া দুনিয়ায়' বলা হইয়াছে, "দাঙ্গার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার অসহায় মুছলমানদের অপেক্ষা হাঙ্গামার সৃষ্টিকারী সাম্প্রদায়িকতাবাদী অমুছলিমদের প্রতিই অধিক সহানুভূতি সম্পন্ন।"

আশ্চর্যের বিষয় ভারতের লৌকিক রাষ্ট্রের কোন মুখপাত্র অথবা কংগ্রেসী ও অকংগ্রেসী কোন মুখপত্রই এই দাঙ্গার নিন্দা কিম্বা দুঃস্থ মুছলমানদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন নাই।

অন্যদিকে হিন্দুগণ কর্তৃক মুছলমানদের মছজিদ অপবিত্রকরণ এবং মছজিদকে মন্দিরে পরিণত করণের কাজ অব্যাহত গতিতেই চলিতেছে।

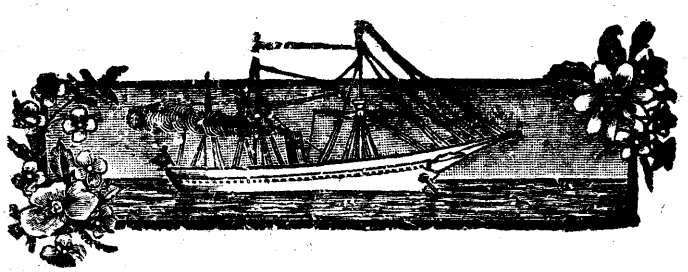

www.ahlehadeethbd.org

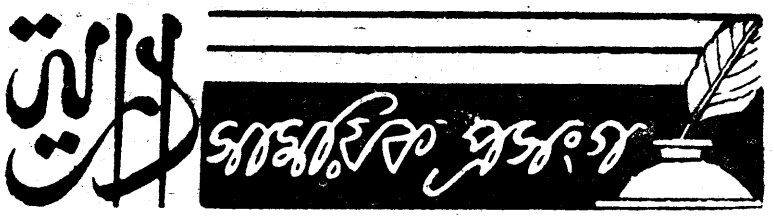

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

শোক সংবাদ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, নারায়ণগঞ্জ মহকুমার নওগাঁ নিবাসী প্রবীণ ও বিশিষ্ট আলেম মওলানা ছৈয়েদ ওবায়দুর রহমান ছাহেব কিছুদিন পূর্ব আকস্মিক ভাবে এবং মুর্শিদাবাদ জিলার বিলবাড়ি নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ বক্তা মওলানা মোঃ ইয়াছীন ছাহেব দীর্ঘদিন শ্বাসরোগে ভুগিবার পর বিগত ২৫শে শ্রাবণ ইদুয্‌যোহার দিবসে ৬৮ বৎসর বয়সে ইনতেকাল ফরমাইয়াছেন। (ইন্নালিল্লাহে……রাজেউন) উভয় মরহুমাইন আরবী ও পার্শি সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং মুত্তাকীন ও দ্বীনদার আলেম ছিলেন। তাঁহাদের বিয়োগে স্ব স্ব ইলাকার মুছলমানগণ অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হইলেন।

আমরা আরও দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, রাজসাহী জিলার প্রবীণতম আলেম হাঁসমারীর হযরত মওলানা আব্বাছ আলী ছাহেবের ছালেহা স্ত্রী শোকতাপ ও দীর্ঘ রোগ ভোগের পর এই ফাণী দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। জনাব মওলানা ছাহেব একমাত্র বয়স্ক পুত্রের মৃত্যুর পর জীবন সঙ্গিনীর এই অভাবিত মৃত্যুতে একেবারে মুষড়াইয়া পড়িয়াছেন।

এইখানেই আমাদের শোক কাহিনীর শেষ নয়। বিগত ২০শে আগষ্ট মুতাবেক ৩রা ভাদ্র শুক্রবার মরহুম হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী ছাহেবের জীবিত পুত্র-কন্যাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা শেফা খাতুন তাঁহার স্বামী (বরিশাল জেলের—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মওলবী ওবায়দুল্লাহ, এম-এ ছাহেব)ও পুত্রকন্যা, বৃদ্ধা মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়বর্গকে—শোক সাগরে ভাসাইয়া প্রসবের অস্বাভাবিক যাতনায় কয়েকদিন ভীষণ ভাবে ভুগিয়া মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে জান্নাত বাসিনী হইয়াছেন। (ইন্নালিল্লাহে……রাজেউন) অপরিণত বয়সে মরহুমার এই আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁহার আত্মীয়বর্গ এবং আপনজন যে শোকাঘাত প্রাপ্ত এবং বিশেষ করিয়া মাতৃহারা শিশু সন্তানগণ যে অসহায় অবস্থায় নিপতিত হইলেন উহাতে সান্ত্বনার বারি সিঞ্চনের ক্ষমতা আমাদের নাই।

আমরা মরহুমীনের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের বেদনায় গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং অমর ধামে তাঁহাদের পরলোকগত আত্মার অনন্ত শান্তি কামনা করিতেছি। আল্লাহ তাঁহাদের শোকতাপদগ্ধ আত্মীয় স্বজনকে ছবুরের তওফিক এনায়েত করুণ কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা জানাইতেছি।

মওলানা ছাহেবের অবস্থা ও দোআর আবেদন

তর্জুমানের পাঠকবর্গ বিগত মাসে জমঈয়ত-প্রেসিডেণ্ট এবং তর্জুমান-সম্পাদক জনাব হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেবের ঢাকায় উপস্থিতি এবং শারীরিক অবস্থার অবনতির কথা অবগত হইয়াছেন। পাবনা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে তিনি বিগত ১৮ই জুলাই তাঁহার দুরন্ত পুরাতন অম্লপিত্তশূল বেদনায় ভয়াবহ আকারে আক্রান্ত হন। পাঁচদিন পর্যন্ত বেদনার ভীষণ তীব্রতায় তিনি মুহুর্মুহুঃ কর্ণ বিদারী চীৎকার—করিতে, হাত পা আছড়াইতে এবং সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ঘরের এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে থাকেন। অবশেষে একরূপ অজ্ঞান অবস্থাতেই তাঁহাকে অতিকষ্টে তুলিয়া লইয়া মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালের পেয়িং কোবিনে ভর্তি করান হয়। সেখানে প্রায় সপ্তাহ দুই গত বারের ন্যায় নানাবিধ আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা ও ব্যয়বহুল চিকিৎসার পর তিনি বিগত ৯ই আগষ্ট নারায়ণগঞ্জ, গোয়ালন্দ ও পোড়াদহ হইয়া অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া রোগজীর্ণ ও শ্রমক্লিষ্ট দেহ লইয়া ঈদের পূর্বদিন পাবনায় পৌঁছেন।

এখানে কিছুদিন নিরিবিলি অবস্থান করিয়া তিনি ডাক্তারের পরামর্শমত বিশ্রাম গ্রহণ ও ঔষধ পথ্য ব্যবহারের ইচ্ছা পোষণ করিতেছিলেন। কিন্তু বিধির বিধান ছিল অন্যরূপ। পর দিবস ঈদের নমাযের অব্যবহিত পর তিনি পুনরায় অসহ্য বেদনায় আক্রান্ত হন। প্যাথেডিন ও দুইবার মর্ফিন ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর বেদনার সামান্য উপশম হয়। অতঃপর সংজ্ঞাহীন, নিদ্রাহীন ও অভুক্ত অবস্থায় চার দিন কাটানোর পর তাঁহার হুশ ফিরিয়া আসে। কিন্তু দেহ পুনঃ অস্থিকংকালসারে পরিণত হয়, চক্ষু কোটরগত এবং অত্যন্ত পিংগলবর্ণ ধারণ করে। শরীর এত দুর্বল এবং নিস্তেজ হইয়া পড়ে যে, এখন আক্রমণের পক্ষাধিককাল পরেও ভালরূপে কথা বলিবার এবং নিজ—শক্তিতে উঠিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম নন। পেটে এখনও প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ ছুরি-কাটা বেদনা অনুভব করিতেছেন। জিহ্বায় কোন স্বাদ নাই, আহারে মোটেই রুচি নাই, নিদ্রাও একরূপ বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। নিজের জীবন সম্বন্ধে তিনি অনেকটা নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন। ঢাকার চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে—ব্যয়বহুল শেষ চিকিৎসা চালাইয়া যাইতেছেন। বর্তমানে মাসিক প্রায় ৪০০৲ টাকা ঔষধ, পথ্য ও ডাক্তার বাবদ ব্যয় করিতে হইতেছে। ডাক্তারের নির্দেশ অনুসারে এই ব্যবস্থা দীর্ঘদিন চালাইতে হইবে এবং কতিপয় দুর্মূল্য ঔষধ আজীবন ব্যবহার করিতে হইবে। তিনি এখন হইতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর দয়ার উপর সঁপিয়া দিয়া তাঁহারই করম ও রহমের ছায়ায় জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইতে চান।

আপনাদের নিকট বিনীত অনুরোধ—আপনারা আল্লাহর নামে উৎসৃষ্ট-প্রাণ—ইছলামের এই একনিষ্ঠ সেবক এবং হাদীয়ে-যামান মুকাব্বরম হযরত মওলানা ছাহেবের আশু 'শাফায়ে কামেল' ও পূর্ণ তনদুরুস্তির জন্য পূর্বের ন্যায় আল্লাহর খেদমতে আন্তরিক দোআ জারী রাখিবেন।

জনাব মওলানা ছাহেব রোগশয্যা হইতে আপনাদিগকে ছালাম আরয করিতেছেন এবং আপনাদের সর্বাংগীন খাইরীয়ত কামনা করিতেছেন।

আবার ঘোড়দৌড়!

অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। বাঙ্গালার ধর্মপ্রাণ মুছলমান এবং জনমতের চাপে বিভাগপূর্ব বাংলার মুছলিম লীগ সরকার ঢাকার দীর্ঘদিনের প্রচলিত ঘোড়দৌড় বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। আজ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অষ্টম বর্ষে এবং 'ইছলামী' শাসন প্রবর্তনের মুখে পূর্বপাক সরকার ৯২ ক ধারার আমলে উহার পুনঃ প্রচলনের সংকল্প ঘোষণা করিয়াছেন। কর্তৃপক্ষ এই অশুভ পথে নব পদক্ষেপের ছাফাই গাহিতে গিয়া যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা যেমন হাস্যকর, তেমনই বেদনাদায়ক ও বিরক্তিকর। তাঁহাদের যুক্তির সার নির্যাস এই যে, এই ব্যবস্থার ফলে সরকারী রাজস্বের আয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, অর্থাগমের একটা সহজ পথ উন্মুক্ত হইবে, নাগরিকগণ তাহাদের অবসর বিনোদন এবং আনন্দ উপভোগের একটা নতুন সুযোগ পাইবে আর এই ধরণের—ঘোড়দৌড় ব্যবস্থা মধ্য-প্রাচ্যের মুছলিম রাষ্ট্রগুলিতেও বিদ্যমান রহিয়াছে।

ঘোড়দৌড়ের ব্যবস্থা হইতে সরকার রাজস্বের দিক দিয়া কিছুটা লাভবান হইবেন সত্য। কিন্তু এই লাভের বিনিময়ে জনসাধারণকে যে মূল্য প্রদান করিতে হইবে তাহা পরিমাপ করিবার মত শক্তি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ও বুদ্ধি সরকারের আছে কি? অতীতে ঘোড়দৌড় কত বিত্তশালীর গৃহে লালবাতি জ্বালাইয়া দিয়াছে, কত সুখী ও সমৃদ্ধ পরিবারকে সর্বস্বান্ত করিয়া পথের—ভিখারী সাজাইয়াছে, কত আনন্দ-উল্লসিত পারিবারিক জীবনে নরকের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে এবং দাম্পত্য সুখকে ধূলায় লুটাইয়া দিয়াছে তাহার ইয়ত্তা করিবে কে? তদুপরি ঘোড়দৌড়ের বাজী খেলা জুয়া খেলোয়াড়দের নৈতিক জীবনে যে উচ্ছৃংখলতার বান ডাকিয়া আনে, উহার ধ্বংসলীলায় গৃহে গৃহে যে হাহাকার রব ও চীৎকার ধ্বনি উত্থিত হয় উহার পরিমাপ করিবে কে? মোহাবিষ্ট দরিদ্র জনগণের আর্থিক ক্ষয় ক্ষতি এবং নৈতিক অধঃপতন ও সর্বনাশের মূল উৎস এই সর্বজনধিকৃত ঘোড়দৌড়ের পুনঃপ্রচলন দ্বারা সরকার রাজস্বের সামান্য আয় বৃদ্ধির পথে এবং গুটীকয়েক আদর্শ বিচ্যুত ভ্রান্ত পথ-অনুসারীদের বিকৃত আনন্দ পরিবেশনের কাজে অগ্রসর হইতে পারেন একথা ভাবিতেও আমরা লজ্জায় সংকুচিত হইয়া উঠি, শরমে মাথা হেট হইয়া যায়। আর মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে যে অন্যায় ও শরীঅত বিরোধী ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে অন্ধের মত আমাদিগকে নির্বিচারে উহার অনুসরণ করিতে হইবে এ কোন যুক্তির কথা? পাকিস্তান একটি ইছলামী রাষ্ট্র, উহার আদর্শ মধ্য প্রাচ্যের কোন দেশত নহেই, ইছলামের জন্মভূমি হেজাজ প্রদেশও নয়। পাকিস্তানের আদর্শ ইছলাম। উহার জীবন দর্শনের উৎস ইছলামের ধর্মগ্রন্থ আলকোরআন, উহার সমাজ বিধানের নিয়ামক এবং আনন্দ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রচারিত বাণী ও আচরিত জীবনের ধারক আলহাদীছ। এই কোরআনী বিধান এবং হাদীছী ব্যবস্থার বরখেলাপ কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন—পাকিস্তানের পাক ভূমিতে কোন অজুহাতেই কস্মিনকালে বরদাশ্‌ত করা হইবেনা।

আমরা আমাদের দেহ-মন যবানের সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া এই মহা অনিষ্টকর সর্বনাশা ব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্তনের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং সরকারকে তাঁহাদের সংকল্প পরিবর্তনের জন্য জনগণের পক্ষ হইতে দৃপ্ত কণ্ঠে বলিষ্ঠ দাবী জানাইতেছি।

বন্যার ধ্বংসলীলা

প্রায় দুইমাস পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও যমুনায় যে পানি স্ফীতি দেখা দিয়াছিল তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া রংপুর, বগুড়া, ময়মনসিংহ, পাবনা ও ফরিদপুরের বিরাট এলাকা প্লাবিত করিয়া ফেলে। এই উচ্ছসিত জলরাশি অবশেষে ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা এবং শীতলালক্ষ্যাকেও প্লাবিত করিয়া ঢাকা জেলার প্রায় সমস্ত ইলাকা ডুবাইয়া দেয়। এই সব নদীতে জল হ্রাসের লক্ষণ দেখা দিতে না দিতেই দক্ষিণাঞ্চলের মেঘনা, কর্ণফুলি হালদা এবং উত্তর বঙ্গের পদ্মা, ইগামতি, আতরাই, তিস্তা প্রভৃতি—নদীতে প্রবল জলোচ্ছাস দেখা দেয়। জনৈক সরকারী মুখপাত্রের বর্ণনা মতে এই ভয়াবহ বন্যা ১০ হাজার বর্গ মাইল পরিমিত ইলাকা আক্রান্ত এবং ৭০ লক্ষ লোক ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। পরবর্তী সংবাদে জানা গিয়াছে ঢাকা জিলার ৪২ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ৩১ লক্ষ, ত্রিপুরা জিলার ২৫ লক্ষ রংপুরের কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধার সমগ্র অধিবাসীর শত করা ৫০ জন এবং পাবনা, ময়মনসিংহ, বগুড়া ও ফরিদপুরের প্রায় অনুরূপ হারে লোক ভয়ানক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ এবং সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এক বেসরকারী হিসাবে বন্যাপীড়িত জেলা সমূহে শতকরা ৬০ ভাগ ধান্য, ৩০ ভাগ পাট ও ৩০ ভাগ ইক্ষু নষ্ট হইয়াছে। এই সব জেলায় শতকরা ৪০টি গৃহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

ঢাকা সহরের বহু ইলাকা এবং রাস্তাঘাট জলমগ্ন হইয়াছে—ফরিদপুর এবং সিরাজগঞ্জের রাস্তার উপর দিয়া লোক নৌকায় যাতায়াত করিয়াছে—নৌকা এবং পানসিতে অফিস আদালত বসাইতে হইয়াছে। বিভিন্ন রেল লাইন জলমগ্ন অথবা বন্যাস্রোতে উহার মাটি ধ্বসিয়া ও লাইন ভাসিয়া যাওয়ায় ট্রেন চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে— উত্তর বঙ্গের সহিত রাজধানী ও পূর্ববঙ্গের জিলা সমূহের এবং ঢাকা—চট্টগ্রাম যোগাযোগ দীর্ঘ দিন হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে। কোন কোন ইলাকায় শতকরা ৯০টি গৃহ জলমগ্ন হইয়া পড়িয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

লক্ষ লক্ষ গৃহহারা মানুষ তাঁহাদের সন্তান—সন্ততিসহ সহরের রিলিফ কেন্দ্রে, রেল রাস্তায় অথবা অন্য কোন উঁচু স্থানে আশ্রয় লইয়া কোন মতে মাথা গুজিবার ঠাঁই করিয়া লইয়াছে। যাহারা গৃহের মায়া ছাড়িতে পারে নাই কিম্বা স্থানান্তর গমনের ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারে নাই তাহারা ঘরে মাচা পাতিয়া, চালায় আশ্রয় লইয়া অথবা নৌকা কিম্বা ভেলায় উঠিয়া পানির ঊর্ধ গতি হইতে বাঁচিবার চেষ্টা করিয়াছে। গৃহপালিত পশুর যে দুর্দশা হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। অসংখ্য গরু বাছুর, ছাগল-ভেড়া, কুকুর শৃগাল বন্যার জলে ভাসিয়া গিয়াছে। সাপ ও পোকা মাকড়ের উৎপাতে প্লাবিত ইলাকায় অবস্থানরত হতভাগ্য অধিবাসীবৃন্দের জীবন অনেক স্থলে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। সাপে-কাটা ও জলে-ডুবা মৃত্যুর সংবাদ বিভিন্ন স্থান হইতে পাওয়া গিয়াছে। মৃত দেহ কবরস্থ করার স্থানাভাবে নদীর পানিতে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

পাট এবং আউস ও আমন ধান্যের যে বিপুল ক্ষতি সাধিত হইয়াছে—তাহা এখন কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। দ্রুত বেগে পানি হ্রাস প্রাপ্ত হইলে হয়ত উহার কিছু পরিমাণ রক্ষা পাওয়ার আশা করা যাইতে পারিত। কিন্তু যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা প্রভৃতি নদীতে পানি সামান্য হ্রাস পাইয়া আবার বৃদ্ধি পাইতেছে। যে সব নদীতে বন্যা মারাত্মক আকারে দেখা দেয় নাই সেগুলিও স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। অল্পকাল মধ্যে যদি অবস্থার উন্নতি দেখা না দেয় তাহা হইলে মানুষের দুর্গতি কোথায় গিয়া ঠেকিবে এবং পরিণতি কী ভয়াবহ আকারে দেখা দিবে তাহা ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে।

সাহায্য ব্যবস্থা

এই সীমাহীন দুঃখ এবং মহাব্যাপক দুর্দশার মধ্যে সান্ত্বনার বাণী এই যে, আর্তমানবতার দুঃখ নিবারণ, বন্যা শেষে আশংঙ্কিত মহামারীর প্রতিরোধ এবং বাস্তুহীন সর্বহারাদের পুনর্বসতির জন্য আমাদের প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও সেবা-সঙ্ঘ এবং বৈদেশিক রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থাসমূহ সর্ববিধ সাহায্য ও আর্তত্রাণের দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গে সরকারী—পর্যায়ে "যরূরী রিলিফ কাউন্সিল" গঠিত হইয়াছে। এ পর্যন্ত বিভিন্ন খিলায় কৃষিঋণ, গৃহ নির্মাণ ঋণ ও খয়রাতি সাহায্য বাবৎ প্রাদেশিক সরকার ২০ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন। ৭০ হাজার মণ—চাউল রিলিফ কমিশনার বরাদ্দ করিয়াছেন, —২ লক্ষ মণ ধান তাঁহার হস্তে প্রদান করা হইয়াছে। ২৫ হাজার টাকা আমন ধানের চারা সরবরাহের জন্য মনযুর করা হইয়াছে। ধানের বীজ ও চারা সরবরাহের আরও ব্যবস্থা করা হইতেছে।

কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম কিস্তিতেই ত্রিশ লক্ষ টাকা মনযুর করিয়াছেন। প্রয়োজন মত আরও মনযুর করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত ও পাঞ্জাব সরকার প্রত্যেকে এক লক্ষ টাকা পূর্ববঙ্গের বন্যাপীড়িতদের সাহায্যকল্পে মনযুর করিয়াছেন। মুহ্তারেমা ফাতেমা জিন্নাহর সভানেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্র ও প্রদেশের অন্যান্য ক্ষমতাসীন ব্যক্তি, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সমবায়ে একটি শক্তিশালী "পূর্ববঙ্গ সাহায্য সমিতি" গঠিত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই এই সমিতির উদ্যোগে কয়েক লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। করাচীর কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ববঙ্গীয় কর্মচারীগণ আগামী ৩ মাসে প্রতিমাসে একদিন হিসাবে ৩ দিনের বেতন দেওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন সহরে বহু বেসরকারী আর্তত্রাণ সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং তাহাদের উদ্যোগে বেসরকারী পর্যায়ে অর্থ সংগ্রহ ও সেবা কার্য শুরু হইয়াছে।

বিদেশ হইতেও উৎসাহজনক সাড়া পাওয়া—গিয়াছে। বার্মা সরকার দুই শত টন চাউল প্রেরণ করিয়াছেন। ভারত ৫০০ শত টন করোগেটেড টিন মনযুর করিয়াছেন। তুরস্কের রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি দুইটি ডাকোটা বিমান ভর্তি খাদ্যদ্রব্য ও পোষাক পরিচ্ছদ প্রেরণ করিয়াছেন। মার্কিন সরকার ১৯টি মাষ্টার গ্লোব—বৃহদাকার বিমান ভর্তি কাপড় চোপড় এবং ঔষধপত্র সাহায্য স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন।—আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটি প্রচুর ঔষধ-সম্ভার লইয়া পূর্ববঙ্গে উপনীত হইয়াছেন, একটি মার্কিন বেসরকারী সেবা প্রতিষ্ঠান ১০ হাজার টন খাবার তৈল, ২ হাজার টন গুড়া দুধ পাঠাইয়াছেন। এইভাবে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত এবং বিদেশ হইতে সরকারী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ও বেসরকারীভাবে প্রচুর সাহায্য আসিতেছে। তবু বলিতে হইবে দীর্ঘস্থায়ী এবং ব্যাপক বন্যায় যে অপরিসীম এবং অকল্পনীয় ও অভাবিত ক্ষতি সাধিত হইয়াছে বিভিন্নদিক হইতে প্রাপ্ত এই — সাহায্যের প্রাচুর্যদ্বারাও এই বিরাট ক্ষতির আংশিক অভাব মিটানও সম্ভব নহে। এই ক্ষতির সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করা সুকঠিন। জনৈক এম, এল এ সরেজমীনে তদন্তের পর এক ময়মনসিংহ — জিলাতেই ক্ষতির পরিমাণ ৩০ কোটির উর্দ্ধে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই অনুমান যদি সত্য হয় তাহা হইলে সমগ্র প্রদেশের ক্ষতির পরিমাণ যে ১ শত কোটি টাকার উর্ধে উঠিবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

কবে এই সর্বনাশা পানি অপসারিত হইবে—লক্ষ কোটি মানুষ এই ভরসায় রুদ্ধশ্বাসে দিন গণিতেছে। ইতিমধ্যে মড়ার উপর খাড়ার ঘা স্বরূপ বিভিন্ন — ইলাকায় কলেরা, টাইফয়েড শুরু হইয়া গিয়াছে। পানি হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক আকারে মহামারী ছড়াইয়া পড়িবার আশঙ্কা রহিয়াছে। অবস্থা দৃষ্টে সরকার ১৯শে আগষ্ট এক প্রেস নোটে ময়মনসিংহ, ঢাকা, রংপুর, বগুড়া, পাবনা, ফরিদপুর ও ত্রিপুরা— এই ৭টি জিলাকে মহামারী ইলাকা রূপে ঘোষণা করিয়াছেন এবং আশঙ্কিত মহামারীর প্রতিরোধের জন্য পূর্বাহ্নেই তাঁহাদের প্রস্তুতির কথা ঘোষণা— করিয়াছেন। মার্কিন সরকারের মেডিক্যাল মিশন, পাকিস্তানের সামরিক মেডিক্যাল ইউনিট, আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থা, রেডক্রস সোসাইটি এবং বিভিন্ন বেসরকারী সেবা প্রতিষ্ঠানের সমবায়ে ঐক্যবদ্ধ মহামারী প্রতিরোধ পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই এই সম্মিলিত মেডিক্যাল ইউনিটের ৪০টি দল ঢাকা ও ও নারায়নগঞ্জের বিভিন্ন ইলাকায় টীকা ও ইঞ্জেকশন দেওয়ার কার্য শুরু করিয়া দিয়াছেন। হেল্‌থ অফিসার, হেল্‌থ এসিসট্যাণ্ট ও ভ্যাকসিনেটরের বিভিন্ন গ্রুপ 'মহামারী ইলাকা'য় প্রেরিত হইয়াছেন। কিন্তু তবু প্রয়োজনের তুলনায় এই আয়োজন নেহায়েত অকিঞ্চিৎকর। মফস্বলের অভ্যন্তরে এখনও আর্থিক কিম্বা খাদ্য সাহায্য অথবা মহামারী প্রতিশেষধ ব্যবস্থার বিশেষ কিছুই পৌছায় নাই। ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। বর্তমানের অন্ন চিন্তা, বাস গৃহের দুরবস্থা, প্রভৃতি বন্যার্ত্তদিগকে দিশাহারা করিয়া তুলিয়াছে। সরকার এবং দেশ বিদেশের সাহায্য দাতাগণ তাঁহাদের দ্রুত আর্ত্তত্রাণ ব্যবস্থার জন্য নিশ্চয়ই আমাদের ধন্যবাদার্হ। আরও অধিকতর সাহায্য দানের জন্য — সরকারকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং সর্বপ্রকার সাহায্য ও আর্ত্তত্রাণ ব্যবস্থা যাহাতে সঠিক ভাবে প্রকৃত বন্যা-প্রপীড়িত অধিকতর দুঃস্থদের নিকট— অতি সত্বর পৌঁছে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং এজন্য সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। সাধারণ কাজ সম্ভবমত স্থগিত রাখিয়া শাসন যন্ত্রের বৃহত্তর অংশের উদ্যম এই দিকে নিয়োজিত করিতে হইবে। এজন্য সরকারী কর্মচারীদিগকে পুরাতন আমলাতান্ত্রিক নীতি ও আচরণ পরিত্যাগ করিতে হইবে—তাঁহাদিগকে স্বচক্ষে অবস্থা নিরীক্ষণের জন্য হয়ত পানিতে গা ভিজাইতে হইবে, পদযুগলকে কর্দমসিক্ত করিতে হইবে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হইবে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও গ্রাম্য নেতাদিগকে তাঁহাদের মুরুব্বিয়ানা দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বজন প্রীতির মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া দুঃস্থ মানবতার সেবায় ন্যায় পরায়ণ ভাবে কাজ করিতে হইবে। যে সাহায্য— পাওয়া গিয়াছে এবং যাহা পাওয়া যাইবে উহা যাহাতে প্রকৃত হকদারদের নিকট গিয়া পৌছে, কোন রূপ পক্ষপাতিত্ব, তছরুফ বা অপচয় না হয়, বন্টনকারীদের পকেটস্থ অথবা মাতাব্বরগণের স্বজন পোষণের জন্য ব্যয়িত না হয় সে দিকে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষ ভাবে তৎপর থাকিতে হইবে।

জমঈয়ত ও তর্জুমান দফতর স্থানান্তর করা প্রসঙ্গ

দীর্ঘদিন হইতে জমঈয়তের কর্মীবৃন্দ জমঈয়তের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি এবং তবলীগে-দ্বীনের খিদমত জোরদার করিয়া তোলার জন্য দফতর পাবনা হইতে রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছিলেন। এইবার বর্ষার শেষভাগে তাঁহারা তাঁহাদের ইচ্ছাকে কার্যকরী করিতে মনস্থ করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন। কিন্তু সমগ্র প্রদেশে অতিরিক্ত প্লাবন নিবন্ধন যাতায়াতের অসুবিধা এবং জমঈয়তের প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের নিদারুণ অসুস্থতা হেতু এই সভা আহ্বান করা এতদিন সম্ভবপর হয় নাই। যতশীঘ্র সম্ভব সভা আহ্বানপূর্বক এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। কমিটীর সিদ্ধান্ত যথা সময়ে ডাকযোগে তর্জুমানের গ্রাহক-গ্রাহিকা এবং জমঈয়তের কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীগণকে জানান হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার

(১৯৫৪ সনের ১লা মে হইতে প্রাপ্ত টাকার এবং উহার দাতাগণের তালিকা)

জিলা—পাবনা

আদায় মারফত হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ছাহেব—

১। নিশ্চিন্তপুর জামা'আ'ত হইতে—হাজী মোঃ রামাযান আলী ও আহমদ আলী সরকার ফিৎরা—৮৲ কোরবানী—৪৲। ২। শয়খ মোহাম্মদ ইজিবর রহমান—কৃষ্ণপুর, এককালীন—৪০৲। ৩। মোঃ তোরাব আলী চরদার—শিবরামপুর, যাকাৎ—৺০৲। ৪। আলহাজ্জ শয়খ আবদুছ ছোবহান, আটুয়া, যাকাৎ—২০০৲ ৫। আলহাজ্জ বেলায়েত আলী খাঁ—আটুয়া, যাকাৎ—৫০৲। ৬। আহমদ আলী মিঞা রাঘবপুর, যাকাৎ—৩০০৲। ৭। আলহাজ্জ শয়খ আছীরুদ্দীন আহমদ, রাঘবপুর, যাকাৎ—২০০৲। ৮। মোঃ মনছুর রহমান মিঞা, শিবরামপুর, যাকাৎ—৫০৲। ৯। মোঃ শামছুদ্দীন মিঞা ঐ, যাকাৎ—২৫৲ ১০। মোঃ রইছুদ্দীন মিঞা, ঐ, যাকাৎ—২৫৲। ১১। মৌঃ খবীরুদ্দীন, কৃষ্ণপুর, যাকাৎ—১৫৲। ১২। মৌলবী আমনতুল্লাহ, পাবনাবাজার, যাকাৎ—২০৲। ১৩। মওলানা মোঃ মওলাবখ্শ নদভী, পাবনাবাজার, যাকাৎ—৫০৲। ১৩। (ক) হাজী আখতারুর্‌রহমান, আটুয়া, যাকাৎ—১৫০৲

আদায় মাঃ মওলানা যিল্লুর রহমান আনছারী ঃ

১৩। মোঃ আবদুল বারী মিঞা, মাদারবাড়িয়া, দোগাছী, ফিৎরা—৫৲ ১৪। মিনহাজুদ্দীন, রাঘবপুর, এককালীন—২৲ ১৫। মোঃ আবদুল গফুর প্রামানিক, এককালীন—৩৲ ১৬। ডাঃ মকবুল হুসেন, রাধানগর, বিবাহ ৩৲, এককালীন ২৲। ১৭। হাজী গোলজার হুছেন খাঁ, আটুয়া, যাকাৎ ১২৲ ১৮। মুন্সি করম আলী, রাধানগর, যাকাৎ ১৫৲। ১৯। মৌঃ মঈনুল হক, পাবনা বাজার, যাকাৎ ৫৲। ২০। মোহাম্মদ মুনাওয়ার আলী মিঞা, ভূরভূরিয়া, যাকাৎ ৪৲। ২১। মোঃ জসিমুদ্দীন, শালগাড়িয়া, যাকাৎ ৭৲। ২২। মোঃ সেকান্দর আলী মিঞা, রাধানগর, যাকাৎ ১০৲। ২৩। হাজী জাবেদ আলী প্রামানিক, কৃষ্ণপুর, যাকাৎ ৫৲। ২৪। মৌঃ ওয়াজেদ আলী মিঞা, রাধানগর, ফিৎরা ২।/০। ২৫। মোঃ তোরাব আলী প্রামানিক, শিবরামপুর-রাঘবপুর জামাআত, ফিৎরা ৫০৲ ২৬। ডাঃ মকবুল হুসেন, রাধানগর, ফিৎরা ১২৲। ২৭। মৌঃ কফিলুদ্দীন খাঁ, ব্রজনাথপুর, ফিৎরা ১০৲। ২৮। মুন্সি মোহাম্মদ আলী, কুলুনিয়া জামাআত, দোগাছি, ফিৎরা ৬০৲। ২৯। মৌঃ আবদুর রহমান মালিথা, খয়েরসুতি, দোগাছী, ফিৎরা ৬৲ নিজ যাকাৎ ২॥০। ৩০। মৌঃ মফিযুদ্দীন, মাদারবাড়িয়া, দোগাছি, যাকাৎ ৬০। ৩১। মোঃ মঙ্গল প্রামানিক, খয়েরসুতি, ফিৎরা ২০৲। ৩২। ইউছুফ আলী মালিথা, চকছাতিয়ানি, যাকাৎ ১০৲। ৩৩ মোঃ ঈমান আলী প্রামানিক মাঃ মৌঃ মুজাহারুদ্দীন, মুকুন্দপুর, ফিৎরা ১৭৲। ৩৪। মওঃ যিল্লুর রহমান আনছারী, শালগাড়িয়া জামাআত, ফিৎরা ৬০৲। ৩৫। মুন্শী আবদুল মিন্নত আলী মোল্লা, খয়েরসুতি, ফিৎরা ২০৲। ৩৬। আহমদ আলী প্রামানিক, কৃষ্ণপর, ফিৎরা ৩৲। ৩৭। হামেদ আলী ছরদার, কৃষ্ণপর, ফিৎরা ৫৲। ৩৮। হাজী মোঃ আবদুল কাদের বিশ্বাস, আটুয়া, ফিৎরা ৭।০। ৩৯। মোঃ বেলায়েত আলী বিশ্বাস, পুরাণ কুঠিবাড়ী, যাকাৎ ২০৲ ৪০। মোঃ নওয়াব আলী প্রামানিক, প্রতাবপুর, (মাঝিপাড়া) ফিৎরা ৩৲। ৪১। মোঃ হাফিযুর রহমান খাঁ, আটুয়া, ফিৎরা ৫৲। ৪২। মোহাঃ আবদুল হাকিম শেখ, আফুরী, হেমায়েতপর, ফিৎরা ৮৲। ৪৩। মোঃ আজর প্রামানিক, মাদারবাড়িয়া, ফিৎরা ৬৲। ৪৫। মোঃ লেবু খাঁ, খয়েরসুতি, ফিৎরা ৮৲। ৪৫। মোঃ শাহাদৎ আলী প্রামানিক, খয়েরসুতি, ফিৎরা ১৫॥০। ৪৬। মুন্সি মোহাঃ ইছমাইল মালিথা,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

চরকুলুনিয়া, ফিৎরা ১৩৷৷০। ৪৭। মোঃ মেহের আলী কবিরাজ, খয়েরসুতি, ফিৎরা ১০৲। ৪৮। মোঃ হারান আলী খাঁ, খয়েরসুতি, ফিৎরা ১২৲। ৪৯। মোঃ বাবর আলী প্রামানিক, আটুয়া, ফিৎরা ১৫৲। ৫০। মোঃ জাবেদ আলী মিস্ত্রী, কৃষ্ণপর, ফিৎরা ১০৲। ৫১। মোঃ আবদুল বিশ্বাস, চর ভাড়ারা, ফিৎরা ১০৲। ৫২। হাফেজ মোঃ আবদুছ ছালাম, পাবনা বাজার, ফিৎরা ৮৲। ৫৩। মোঃ আবদুল হক, পাবনা বাজার ফিৎরা ৪৲। ৫৪। মোঃ হৈয়দ আলী খাঁ, আটুয়া, ফিৎরা ৫৲। ৫৫। মোঃ আব্বাছ আলী খাঁ, পুরাণকুঠিবাড়ী, ফিৎরা ১৫৲। ৫৬। মোঃ আবদুল বারী মিঞা, মাদারবাড়ীয়া, ফিৎরা ৭৲। ৫৭। মোঃ মুনছের আলী বিশ্বাস, আরিফপর, যাকাৎ ২৫৲। ৫৮। মোঃ আব্বাছ আলী জোয়ার্দার, পুরাণকুঠিবাড়ী, নিজ যাকাৎ ২৫৲, ফিৎরা ৪৷৷৵০। ৫৯। মোঃ এনায়েত আলী প্রামানিক, মালঞ্চি, ফিৎরা ১০৲ ৬০। মোঃ মুনছের আলী প্রামানিক, রাঘবপুর, এককালীন ৷৷০ ৬১। আহমদ আলী প্রামানিক, রাঘবপুর জামাআত, ফিৎরা ৫৮৲ ৬২। হাজী আফযল হুছাইন, পাবনা বাজার, ফিৎরা ১২৷৷০ ৬৩। মোঃ ছকীরুদ্দীন প্রামানিক, মাঝিপাড়া, হেমায়েতপুর, ফিৎরা ৩৲ ৬৪। মোঃ নাহেরুদ্দীন প্রামানিক, ভুরভুরিয়া, মালঞ্চি, ফিৎরা ৫৲।

সদর দফতরে মণিঅর্ডারে প্রাপ্ত ঃ—

৬৫। ভরসুল্লাহ মুছল্লী, কাটেঙ্গা, কাচিকাটা, ফিৎরা—৫৲ ৬৬। হাজী রহীম বখ্‌শ—গয়েশপুর, পাবনা, ফিৎরা—৫৲ ৬৭। বয়াতুল্লাহ আহমদ ধুকুরিয়া, ধুকুরিয়া বেড়া, ফিৎরা—৪০৲ ৬৮। মৌঃ আবদুল মান্নান নন্দলালপুর, পোর্জনা, ফিৎরা—৫৲ ৬৯। ডক্টর আয়েযুদ্দীন আহমদ—সিদ্দীকীয়া মেডিক্যাল ষ্টোর, পোঃ জামালগঞ্জ, ফিৎরা—১০৲ ৭০। মৌঃ মোঃ আবদুছ ছুবহান—ইমাম, সারাই পূর্বপাড়া মছজিদ, হারাগাছ, ফিৎরা—২৲ ৭১। মোঃ আবদুল জব্বার মিঞা ঠেঙ্গামারা, চালুহারা, ফিৎরা—৫৲ ৭২। আবু সাঈদ মোহাম্মদ—বাঁশবা ডুবা,বৈদ্যজামতৈল, ফিৎরা—৫৲ ৭৩। মোঃ আবুল কালাম আজাদ—দশশিকা, বৈদ্যজামতৈল, ফিৎরা—৫৲ ৭৪। মৌঃ আবদুল করিম—নূরগঞ্জ, বরহর, ফিৎরা—১০৲ ৭৫। মোঃ আবদুল ওয়াহেদ, হেড মাষ্টার, চরশরিষা সি, পি, স্কুল ফিৎরা—২৲ ৭৬। এম, মছিরুদ্দীন খাঁ, কানসোনা, সলপ, ফিৎরা—১২৲ ৭৭। মৌঃ নূর মোহাম্মদ—কামারখন্দ, বৈদ্যজামতৈল, ফিৎরা—১৪৸০

আদায় মারফত মোহাম্মদ আবদুর রহমান [সেক্রেটারী],

৭৮। মোহাম্মদ তোয়াজ মালিথা—খয়েরসুতি, দোগাছি, যাকাৎ—৪৲ ৭৯। হুসেন আলী প্রামানিক মুকুন্দপুর, যাকাৎ—২৫৲ ৮০। মৌলবী আকবর আলী খাঁ, খয়েরসুতি, দোগাছি, যাকাৎ—৫৲ ৮১। মোহাঃ গাধল শেইখ—ব্রজনাথপুর, ফিৎরা ৬৵১০ ৮২। মোঃ গোলাম রহমান শালগাড়িয়া, মাসিক চাঁদা—৩৲

জিলা—রংপুর

আদায় মারফত হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী—

১। মোঃ নওফেল মিঞা, কাপাসীটারী, ছালাপাক, গজঘণ্টা, যাকাৎ—২৲। ২। পাংগা জামাআ'ত পক্ষে মোঃ ইহ্‌ছানুদ্দীন, গজঘণ্টা, বিবিধ—৭৷৷০। ৩। হারাগাছ জামাআত পক্ষে হাজী মোহাম্মদ ছাহানতুল্লাহ, এককালীন—৩০০৲। ৪। মুন্সী মোঃ আবদুল মালেক, চরপাড়া বালুয়া মছজিদ, মহিমাগঞ্জ, ফিৎরা—৪। ৫। বসন্তেরপাড়া জামাআৎ হইতে মোঃ ছুলায়মান, পোঃ জুমারবাড়ী, ফিৎরা—৫৲ কোরবানী—৫৲। ৬। মোঃ আবদুছ ছুবহান, ধনারুহা—ভরতখালি, এককালীন—১৲। ৭। মোহাম্মদ শরাফতুল্লাহ, গজারিয়া, পোঃ জুমারবাড়ী, এককালীন—১৲। ৮। হাজী মোঃ ভোমরুদ্দীন, বুরুঙ্গী, বোনারপাড়া, যাকাৎ—৫৲।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সদর দফতরে মণিঅর্ডারে প্রাপ্ত ঃ—

৯। মৌঃ মোঃ আবদুছ ছুবহান ইমাম, সারাই পূর্বপাড়া মছজিদ, হারাগাছ, ফিৎরা—২৲। ১০। মুনশী আলীমুদ্দীন আহমদ, মুশা, কিশোরীগঞ্জ, যাকাৎ—৭৷৷০, ফিৎরা—৭৷৷০। ১১। মৌঃ শাহ মোঃ রইছুদ্দীন—ইমাম, চকমাকড়া জুমা মছজিদ, কাজলা, ফিৎরা—৬৶০। ১২। মৌঃ খেতাবুদ্দীন বাসুনিয়া, বালাতরি মছজিদ পক্ষে বামনডাঙ্গা, ফিৎরা—৫৲ নিজ যাকাৎ—৬৶০। ১৩। মৌঃ এস, এ, মান্নান সারাই বিদ্যাপাড়া, হারাগাছ, যাকাৎ—২৲। ১৪। মৌঃ আবদুল মান্নান, ভোগ্‌দাবড়ী পাটোয়ারীপাড়া, চিলাহাটি, ফিৎরা—১০৲। ১৫। আবদুল আযীয ছাহেব, চণ্ডিজান—পাণ্ডোল, ফিৎরা—৮৲। ১৬। মুন্‌শী আবদুল বাছের, মধুহাইল্যা, নাগেশ্বরী, ফিৎরা—২০৲। ১৭। হাজী আনিছুদ্দীন, হারাগাছ জামে মছজিদ, ফিৎরা—১০৲। ১৮। মনছুর রহমান রংপুরী, চরগঞ্জ, টেপামধুপুর, ফিৎরা—৩৲।

আদায় মারফত মুবাল্লেগে আমুমী ছাহেব ঃ

হারাগাছ পোষ্ট অফিসের ইলাকা ভুক্ত গোমসমূহ ঃ—

১৯। মুন্‌শী মোঃ আবদুর রহমান, সারাই, যাকাৎ ৫৲ ২০। মোহাঃ অছিমুল্লাহ মার্চেন্ট, সারাই, যাকাৎ ২০৲ ২১। আলহাজ্জ মোহাঃ আনিছুদ্দীন, আজিতীয়া প্রেস, যাকাৎ ১০০৲ ২২। মওলবী মোহাঃ আবদুর রহমান মিঞা, শেখপাড়া, ৫৲ ২৩। মোহাঃ আবদুল খালেক মিঞা, সারাই, যাকাৎ ৩৲ ২৪। মোহাঃ মিযানুদ্দীন স্বর্ণকার, হারাগাছ, ১৲ ২৫। মোহাঃ আবদুল আযীয ও মোহাঃ আনারুদ্দীন, ধুমগড়া, এককালীন ১৲ ২৬। মোহাঃ উমর আলী স্বর্ণকার, হারাগাছ, যাকাৎ ১৲ ২৭। মোহাঃ আবদুল গফুর স্বর্ণকার, হারাগাছ, যাকাৎ ১৲ ২৮। হাজী মোহাঃ মফিযউদ্দীন, সারাই—যাকাৎ ৫৲ ২৯। মোহাঃ গইছুদ্দীন ব্যাপারী, সারাই, যাকাৎ ২৲ ৩০। মোহাঃ সিরাজুদ্দীন পাইকার, সারাই, যাকাৎ ২৲ ৩১। হাজী মোহাঃ সমছুদ্দীন মিঞা, নয়াটারী সারাই, যাকাৎ ১০৲ ৩২। হাজী মোহাঃ সাহানতুল্লাহ, হাজী পাড়া, যাকাৎ ১৫৲ ৩৩। হাজী মোহাঃ তমেরুদ্দীন ধনী, সারাই, যাকাৎ ২৫৲ ৩৪। মোছাম্মাৎ মতিরুন্নেছা বিবি, হাজিরপাড়া, যাকাৎ ২৲ ৩৫। মোহাঃ নওশের আলী সওদাগর, ধুমগাড়া, যাকাৎ ১০৲ ৩৬ মোহাঃ আবদুল গফুর, ধুমগাড়া, ১৫৲ ৩৭। মোহাঃ মুছলেমুদ্দীন স্বর্ণকার, ধুমগাড়া, যাকাৎ ২৲ ৩৮। মোহাঃ বছিরউদ্দীন স্বর্ণকার, ধুমগাড়া, যাকাৎ ২৲ ৩৯। মোহাঃ তছিরউদ্দীন স্বর্ণকার, ধুমগাড়া, যাকাৎ ২৲ ৪০। মোহাঃ বাবর আলী মিঞা, হাজীরপাড়া, যাকাৎ ২৫৲ ৪১। মোহাঃ শাবানুল্লা মিঞা, সারাই, যাকাৎ ৫৲ ৪২। মোহাঃ শাফায়াতুল্লাহ পাইকার, সারাই, যাকাৎ ৪ ৪৩। মোহাঃ আযিযুর রহমান, কামদেব, যাকাৎ ১৲ ৪৪। মোহাঃ হাফিজ মিঞা, হাজীরপাড়া, যাকাৎ ২৲ ৪৫। মৌঃ মোহাঃ আবদুর রাজ্জাক, হারাগাছ, মাসিক চাঁদা ২৲ ৪৬। মোহাঃ রমিজউদ্দীন মিঞা, কামদেব, যাকাৎ ৫৲ ৪৭। মোছাম্মাৎ ফজরুন্নেছা খাতুন বিবি, হারাগাছ, এককালীন ২৲ ৪৮। মওলবী মোহাঃ এমাদউদ্দীন এম, এল, এ, ধুমগাড়া, যাকাৎ ১১৲ ৪৯। মওলবী আযিযুর রহমান সারাই, যাকাৎ ১০৲ ৫০। হাজী মোহাঃ তমেরুদ্দীন, সারাই নতুনটারী, যাকাৎ ৩৲ ৫১। মওলবী মোহাঃ মুজাম্মেল হক, সারাই, যাকাৎ ২৲ ৫২। মওলবী মোহাঃ মুফিযউদ্দীন মাষ্টার, সারাই, যাকাৎ ৫৲ ৫৩। আলহাজ্জ মোহাঃ ছমিরউদ্দীন, জমতড়া, যাকাৎ ২৫৲ ৫৪। পচা মাহমুদ পাইকার, শেখপাড়া, যাকাৎ ৫৲ ৫৫। মোহাঃ ছলিমুদ্দীন দালাল, যাকাৎ ৩৲ ৫৬। মোহাঃ যবেদ আলী, সারাই, যাকাৎ ২৲ ৫৭। মোহাঃ আবদুল গনী মিঞা, সারাই, যাকাৎ ১৲ ৫৮। মুন্‌শী মোহাঃ ছোলাইমান, সারাই, যাকাৎ ১৲ ৫৯। মওলবী মোহাঃ আবদুল আযিয মিয়া, সারাই, যাকাৎ ২৲ ৬০। মোহাঃ আপাতুল্লা মিয়া, কামদেব, যাকাৎ ২৲ ৬১।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মোহাঃ শহীদুর রহমান, কিসামত, যাকাৎ ২৲ ৬২। মোহাঃ আবদুস সামাদ মুন্‌শী, মৌভাষা, এককালীন ২৲ ৬৩। মোহাঃ আবদুল মান্নান, হক ষ্টোর, এককালীন ১৲ ৬৪। আলহাজ্জ মোহাঃ যিয়ারতুল্লাহ, ধুমগাড়া, যাকাৎ ২৲ ৬৫। আবুল হুছেন মিয়া, আজিতীয়া মেশিন প্রেস, এককালীন ২৲ ৬৬। আবদুর রহমান মিয়া, সারাই, এককালীন ২৲ ৬৭। মোহাঃ আচিমুদ্দীন মিয়া, সারাই, যাকাৎ ৫৲ ৬৮। মোহাঃ শামছুল হক মিয়া, আজিতীয়া প্রেস, এককালীন ২৲ ৬৯। মোহাঃ ইয়াকুব হুছেন ও মজাহার হুছেন আজিতীয়া প্রেস, এককালীন ২৲ ৭০। মোহাঃ আবদুল জব্বার ও আবদুস সাত্তার, শেখপাড়া, যাকাৎ ৫৲ এককালীন ১৩৲।

৭১। মওলবী আবদুল আযীয, কুপতলা, জামাআত, গাইবান্ধা, ফিৎরা ৯৷৵০ ৭২। মোহাঃ নায়েবুল্লাহ সরকার, খোলাহাটী জামাআত, গাইবান্ধা, ফিৎরা ১০৲ ৭৩। মওলবী মোহাঃ ফযলুর রহমান, কিছামত বালুয়া জামাআত, গাইবান্ধা, ফিৎরা ৫৲ ৭৪। মওলবী সিরাজুল হক, চাপাদহ জামাআত, গাইবান্ধা, ফিৎরা ৫০৷৵০ ৭৫। হাজী মোহাঃ গেদলা ব্যাপারী, দুর্গাপুর, গাইবান্ধা, এককালীন ৫৲ ৭৬। মওলবী সিরাজুল হক, চাপাদহ, গাইবান্ধা, মাসিক চাঁদা ৬৲ ৭৭। মোহাঃ সিরাজুদ্দীন ব্যাপারী, আনাইলের ছড়া জামাআত, ভবানীগঞ্জ, ফিৎরা ৫৲ ৭৮ হাজী মোহাঃ আমানতুল্লাহ কবিরাজ, সম্পাদক, ধর্ম্মপুর, ১০৲ ৭৯। মুন্‌শী মোহাঃ আবদুল হক, ধর্ম্মপুর, ফিৎরা ৫৲ ৮০। মোহাঃ ইমামুদ্দীন সরকার, ধর্ম্মপুর, ফিৎরা ৩৲ ৮১ মোহাঃ জামালুদ্দীন সরকার, গোপাল চরণ নওগাঁও মহব্বিদ, সুন্দরগঞ্জ, ফিৎরা ৫৲ ৮২। ডাক্তার মোহাঃ আবদুল হাই, বাঁকের পার, সুন্দরগঞ্জ, ফিৎরা ২৲ ৮৩। মোহাঃ হেছাবুদ্দীন সরকার; সোনারাই; সুন্দরগঞ্জ; ফিৎরা ৪৲ ৮৪। মওলবী ডাক্তার মোহাঃ আবদুল বারী ও মোহাঃ হেছাব উদ্দীন বাসুনিয়া, রামদেব ও রামধন, বামনডাঙ্গ, ফিৎরা ১০৲ ৮৫। মওলবী ডাক্তার মোহাঃ আবদুল বারী, রামধন, বামনডাঙ্গা, এককালীন ৫৲ ৮৬। মোহাঃ মহছেন আলী কাজী, নছর শহর-কাজিরপাড়া জামাআত, বাদিয়াখালী, ফিৎরা ৫৲ ৮৭। মোহাঃ আফতাবউদ্দীন মণ্ডল, ভরট পশ্চিমপাড়া জামাআত, পদুম শহর, বাদিয়াখালী, ফিৎরা ২৷৷০ ৮৮। আবদুল আযীয সরকার, তালুক রিফায়েতপুর দক্ষিণপাড়া, বাদিয়াখালী, ৩৲ ৮৯। মোহাঃ রইছুদ্দীন মুন্‌শী, চরপাড়া জামাআত পদুমশহর, বাদিয়াখালী, ফিৎরা ৩৲ ৯০। মোহাঃ আফছরউদ্দীন মিয়া, পদুমশহর মিয়াবাড়ী জামাআত; বাদিয়াখালী, ফিৎরা ৫৲ ৯১। মোহাঃ ইয়াকুব তালুকদার, যদু মণ্ডলের বাড়ীর জুমা হইতে; বাদিয়াখালী; ফিৎরা ২৲।

আদায় মারফত মওঃ মোহাম্মদ আবদুল জব্বার খড়িয়াবাদা, মহিমাগঞ্জ।

মোহাঃ মযেনুদ্দীন, কোচুয়া, মহিমাগঞ্জ, ফিৎরা—৬৲ মোহাঃ করিম বখ্‌স প্রধান, চন্দনপাঠ মহিমাগঞ্জ, ফিৎরা—১৩৲ মোহাঃ ইমান আলী মুন্‌শী, সাহাপুর কোচাশহর ফিৎরা—৫৲ মোহাঃ শাহেবুল্লাহ সরকার, সিংজানী, মহিমাগঞ্জ, ফিৎরা—১৪৷০ মোহাঃ জছিমুদ্দীন, জীবনপুর, মহিমাগঞ্জ, ফিৎরা—১০৲ মোহাঃ আবদুল আজীজ, গোপালপুর, মহিমাগঞ্জ, ফিৎরা—২০৲

জিলা—বগুড়া।

আদায় মারফত মুবাল্লেগে আমুমী ছাহেবঃ

১। সেক্রেটারী, হলদিয়াবগা, জামে-মছজিদ, সোনাতলা, ফিৎরা—৩৲ ২। মোহাঃ আবদুল কাদের মণ্ডল, রংরারপাড়া জামাআত, সোনাতলা, ফিৎরা—৫৲ ৩। মওলবী মোহাঃ মজহার উদ্দীন আখন্দ, কাবিলপুর জামাআত, সোনাতলা, যাকাৎ—২৲ ফিৎরা—২৲।

(ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উদীয়মান পাকিস্তানী জাতির স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও সুখী পরিবার গঠনের কাজে অপরিহার্য্য ঃ—

১। কুইনোভিনা—নূতন, পুরাতন, ম্যালেরিয়া জ্বর, পালা জ্বর, ত্রাহিক জ্বর, প্লীহা সংযুক্ত জ্বর প্রভৃতি যত কঠিন এবং যত দিনের পুরাতন জ্বরই হউক না কেন এই ঔষধ সেবন করিলে আরোগ্য হইবেই হইবে।

২। হেপাটোন— শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিগণের লিভার এবং যাবতীয় পেটের পীড়ায় অব্যর্থ মহৌষধ। অল্পদিনের ব্যবহারেই রোগ নিরাময় এবং সুন্দর স্বাস্থ্য লাভ হয়।

৩। অশোক কর্ডিয়াল— (এডরুক) অনিয়মিত ঋতু, বাধক-বেদনা, প্রদর রোগ ইত্যাদি যাবতীয় স্ত্রীরোগের মহৌষধ। জীবনের প্রতি হতাশ মা ভগ্নীগণের জন্য আশার আনন্দ ভরা নেয়ামত।

৪। সিরাপ তুলসী কম্পাউণ্ড

(কোডিন সহ)

সর্দি, কাশি, নাক দিয়া অনবরত পানি পড়া, স্বর-ভঙ্গ ইত্যাদিতে সুস্বাদু ও সুগন্ধি মহৌষধ। নিয়মিত ব্যবহারে সুমিষ্ট গলার স্বর আনয়ন করে।

প্রস্তুত কারক—এড্রুক লেবরেটরী, পাবনা। (ই. পি)

পূর্ব পাকিস্তানে

ইছলামী আদর্শের একমাত্র

সাহিত্যিক মুখপত্র

তর্জুমানুল হাদীছকে উহার জীবন-সংগ্রামে

সহায়তা করার আপনার কি কোন দায়িত্ব নাই ?

এ দায়িত্ব আপনি পালন করিতে পারেন (১) নিজে গ্রাহক হইয়া (২) অপরকে গ্রাহক করিয়া (৩) বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিয়া দিয়া (৪) সর্বত্র উহার বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করিয়া এবং (৫) সহরে বন্দরে নগদ বিক্রির বন্দোবস্ত করিয়া।

নিয়মাবলী ঃ—

১। বার্ষিক মূল্য সডাক সাড়ে ছয় টাকা, প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য আট আনা ২। ভিঃ পিঃ তে লইতে হইলে ছয় আনা অতিরিক্ত লাগে। ৩। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে হয়। ৪। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না। ৫। মনিঅর্ডার ও ভি পির অর্ডার ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হয়। ৬। প্রবন্ধ, কবিতা ও অন্যান্য রচনা সম্পাদকের নামে প্রেরিতব্য।

টাকা পাঠাইবার ঠিকানা ঃ—ম্যানেজার, তর্জুমানুল হাদীছ, পোঃ ও জিলা পাবনা

হিন্দুস্থানে টাকা পাঠাইবার ঠিকানা ঃ--- মৌঃ মোহাম্মদ আবু হেনা

গ্রাম ও পোঃ ঃ হরেকনগর, জিঃ মুর্শিদাবাদ।

বিঃ দ্রঃ—হিন্দুস্থানের গ্রাহকবৃন্দ উপরোক্ত ঠিকানায় বার্ষিক চাঁদা ৬৷৷০ টাকা প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে পূর্ণ ঠিকানা সহ সংবাদ প্রদান করিবেন।

www.ahlehadeethbd.org

পূর্ব-পাকিস্তানে খাঁটি ইছলামী ভাবধারার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক –

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেব প্রণীত

সৎ গ্রন্থরাজী

১। কলেমায়ে তৈয়েবা—মূল্য—১৷৷০ মাত্র।

(ইছলামের মূলমন্ত্র লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রছুলুল্লাহর (দঃ) কোরআনী ব্যাখ্যা)

২। পাকিস্তানের শাসন-সংবিধান—মূল্য—২।০ মাত্র।

(ইছলামের শাশ্বত ও স্বর্ণযুগের ইতিহাস মন্থিত ইছলামী শাসন-নীতির সুবিস্তৃত অভিনব আলোচনা)

৩। ছিয়ামে রামাযান—মূল্য—।৶০ মাত্র। (রোযার দার্শনিক তাৎপর্য ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য)

৪। ঈদে কোরবান—মূল্য—৵০ মাত্র। (কোরবানীর মছ্আলা ও অন্যান্য তথ্য)

৫। যউউল্লামে (উর্দু) মূল্য—১৲ মাত্র। (মছজিদ সম্পর্কীয় মছ্আলা সম্বলিত)

৬। তারাবীহর নামায ও জামাআত (যন্ত্রস্থ) মূল্য—১৲

রামাযানে জামাআতের সহিত তারাবীহ পড়ার অকাট্য দলীল এবং ৮ রাকাআতের ছহীহ প্রমাণ।

অন্যান্য লেখকের পুস্তক

মওলানা আবু সাঈদ মোহাম্মদ প্রণীত—

১। গোর যিয়ারত মূল্য—।৶০

মরহুম মওলবী মুজীবর রহমান প্রণীত—

২। আদর্শ দিনীয়াত বা হযরতের (দঃ) নামায মূল্য—১।০

মওলানা আবুসাঈদ আবদুল্লাহ প্রণীত—

৩। নামাজ শিক্ষা মূল্য—৷৷০

মওলানা মুনতাছের আহমদ রহমানী প্রণীত—

৪। রামাযানের সাধনা মূল্য—১।০

প্রাপ্তিস্থান ঃ আলহাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, পাবনা।

Printed & Published by M. A. Kafee Al-Quraishee at Al-Hadeeth Printing and Publishing House from the office of East Pakistan Jamiati Ahli-Hadeeth, Pabna, Pak-Bengal. (E. P.)